# সহজ ডাক্তারী শিক্ষা।

একত্রে পাঁচভাগ।

---

অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদীয় (কবিরাজী), ইউনানি-হাকিমী ও মুষ্টিযোগ, সমস্ত রোগ-নিদান, ধাত্রীবিদ্যা ও নানাবিধ প্যাটেণ্ট ঔষধ সম্বলিত চিকিৎসা পুস্তক।

---


শ্রীনফরচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ডাঃ শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ মল্লিক ভি, এল, এম, এস্ ও ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস মেঃ গ্র্যাজুয়েট মহোদয়দ্বয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।


---


কলিকাতা—১১৭ নং অপার চিৎপুররোড হইতে

শ্রীঅমৃতলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা ১১৭ নং অপার চিৎপুররোড,

সুধার্ণব যন্ত্রে

শ্রীমাধবচন্দ্র দাসদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ২॥০ টাকা। Price Rs. 2-8.

# সহজ ডাক্তারী শিক্ষা।

## প্রথম ভাগ।

### প্রথম অধ্যায়।

### আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা।

প্রণম্য জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহার কারণম্ ॥
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং ত্রৈলোক্যশরণং শিবম্ ॥

যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং সমগ্র জীবগণের ইহকালের সুখ ও পরকালের মুক্তিদাতা, সেই ত্রিলোক আশ্রয়ীভূত শিবকে প্রণাম করি।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে ॥

যাহাতে আয়ুর শুভাশুভ, ব্যাধির কারণনির্ণয় ও শান্তিবিধান বর্ণিত আছে সেই শাস্ত্রকে ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কহেন।

ব্রহ্মাস্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
স দস্রৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিজং সমুপাদিশৎ ॥
সোঽগ্নিবেশঞ্চ ভেড়ঞ্চ জাতুকর্ণং পরাশরম্।
ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ ॥

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার নিকট হইতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে ইন্দ্র,

ইন্দ্রের নিকট আত্রেয় এবং আত্রেয়ের নিকট হইতে অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত ইহার শিক্ষালাভ করেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবার প্রধান উপায় আরোগ্য। রোগ সেই আরোগ্য, মঙ্গল ও প্রাণ পর্য্যন্তকেও ধ্বংস করিতেছে।

শারীর মানসাগন্তু সহজা ব্যাধয়ো মতাঃ।
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যাঃ ক্রোধাদ্যা মানসা মতাঃ॥
আগন্তবঃভিশাপোত্থাঃ সহজাঃ ক্ষুত্তৃষাদয়ঃ।
এবম্প্রকারেণৈব ব্যাধিশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক এবং সহজ, এই চারি প্রকার ব্যাধি। জ্বর কুষ্ঠ ইত্যাদিকে শারীরিক, ক্রোধাদিকে মানসিক, অভিশাপোৎপন্নকে আগন্তুক এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদিকে ঋষিগণ সহজ ব্যাধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥

ধাতু সকলের সমভাবে অবস্থিতির নাম সুস্থতা, বৈষম্যের নাম পীড়া। আরোগ্যের নামান্তর সুখ এবং ব্যাধির নামান্তর দুঃখ কথিত হইয়াছে।

একোত্তরং মৃত্যু শতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তব স্মৃতাঃ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোম প্রদানৈশ্চ কালমৃত্যু র্ন শাম্যতি॥

পীড়িতং রোগ সর্পাদ্যৈরপি ধন্বন্তরি স্বয়ম্।
সুস্থীকর্ত্তুং ন শক্নোতি কালপ্রাপ্তং হি দেহিনম্॥

এই শরীর মধ্যে একশত এক প্রকার মৃত্যু অবস্থিত। তন্মধ্যে একটী, কাল-সংযুক্ত, অপরগুলি আগন্তুক। এই আগন্তুক মৃত্যুসকল ঔষধ, জপ ও হোমাদি-দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কালমৃত্যু কোনরূপেই নিবারিত হয় না। কাল-প্রাপ্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অথবা দষ্ট হইলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারেন না।

আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে লোকহয়ং দূয়তে য়য়া।
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জ্জপাঃ॥
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবং॥
তত্রৈব—
বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়॥

আয়ুষ্যকর্ম্মের ক্ষয়ান্তে জীব মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ঔষধ, মন্ত্র, হোম ও পুনঃ পুনঃ জপ কেহই জরা মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেনা। আবার কোন কোন সময়ে পরমায়ু সত্ত্বেও জীবের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে; যেমন প্রদীপে তৈল ও বর্ত্তিকা সত্ত্বেও বিক্রিয়া বশতঃ অকালে নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরমায়ু সত্ত্বেও বিক্রিয়া বশতঃ জীবের প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্য কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত থাকিবে ও যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় অবশ না হইবে, সে পর্য্যন্ত চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য। কেননা সময়ের গতি কিছুতেই বুঝিয়া উঠা যায় না।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশস্ত্রবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরত্যসৌ॥
যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতি প্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতি প্রযত্নতঃ॥

রোগ উৎপত্তি হইবামাত্রেই চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে না; কেননা অল্প পরিমাণে অগ্নি, শস্ত্র এবং বিষের ন্যায় সামান্য পীড়াও মহা বিকারে পরিণত করিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ অনায়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতি প্রযত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, তদ্রূপ ব্যাধি সকলের পক্ষেও জানিতে হইবে।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীন করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী চ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিত॥
ভিষজামনিয়ম্যশ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তি বিহীন, বৈরী, বৈদ্যবিদ্বেষী, শ্রদ্ধাহীন, সশঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধ্য, এরূপ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা চিকিৎসকের অকর্ত্তব্য। কারণ ইহাদের চিকিৎসা করিলে নানাবিধ কলঙ্ক ও বিপদ উপস্থিত হইতে পারে।

ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদর্থ ক্বচিদযশঃ।
কর্ম্মাভ্যাস ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও মৈত্রতা, কোথাও অর্থ, কোথাও যশঃ এবং কোথাও বা কর্ম্মের অভ্যাস হইয়া থাকে। সুতরাং চিকিৎসা-কার্য্য কখনই নিষ্ফলা হয় না।

অপ্যেকং নীরুজং কৃত্বা জন্তুং যাদৃশতাদৃশং।
আয়ুর্ব্বেদ প্রসাদেন কিং ন দত্তং ভবেদ্ভুবি॥

যদ্যপি আয়ুর্ব্বেদপ্রসাদে (চিকিৎসাদ্বারা) কোন জীবকে প্রাণদান করিতে পারা যায়, তাহাহইলে তাহাকে জগতের কি না দান করা হইল!

কোপিলা কোটি দানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং।
ফলং তৎ কোটিগুণিতমেকাতুর চিকিৎসয়া॥

কোটি কোপিলা দানে যে সকল ফল বর্ণিত আছে, চিকিৎসা দ্বারা কোন প্রাণীকে আরোগ্য করিতে পারিলে সেই কোটিগুণ পরিমাণে ফললাভ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ।
তস্মাদারোগ্য দানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভের কারণ আরোগ্য, অতএব সেই আরোগ্য দান করিলে জগতের সমস্তেই দান করা হয়।

অপ্যেকং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভিষজৈর্নর।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তক সংযুতা॥

কোন একটী রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিলে সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোক্রে বাস হয়।

অপি মুলেন কেনাপি মর্দ্দনাদ্যৈরথাপি বা।
সুস্থীকৃত্য ভবেন্মর্ত্যঃ পূর্ব্বোক্তং লোকমুত্তমং॥

কোন বৃক্ষ বা তৃণাদির মুল প্রয়োগদ্বারা অথবা কোন ঔষধ মর্দ্দনদ্বারা,

যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, আরোগ্য দান করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে।

চিকিৎসিত শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎসর্ব্বং ভিষগশ্নুতে ॥

যে দুর্ম্মতি আরোগ্য লাভ করিয়া চিকিৎসককে চিকিৎসিত দেহের কর প্রদান না করে, সে ব্যক্তি ইহজীবনে যে সমস্ত পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, চিকিৎসক তৎসমুদায়ের ফললাভ করিয়া থাকেন।

দর্শন স্পর্শন প্রশ্নৈর্ব্যাধেজ্ঞ্যানং ত্রিধামতং।
দর্শনান্ মূত্রজিহ্বাদ্যৈঃ স্পার্শনান্নাড়িকাদিভিঃ।
প্রশ্নৈর্দূতাদি বচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে ॥

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্নাদিদ্বারা ব্যাধির নিরূপণ হইয়া থাকে। মূত্র ও জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী ও ত্বগাদি স্পর্শন, রোগী অথবা সম্বাদবাহী কিম্বা শুশ্রূষাকারিকে জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি দ্বারা রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে।

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥

যে ঔষধের গুণ জ্ঞাত নহে, তাহা বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্রের ন্যায় ভয়ানক, কিন্তু পরিজ্ঞাত ঔষধ অমৃতের ন্যায় গুণকারক জানিবে। রোগী, পরিচারক, চিকিৎসক ও ঔষধ, এই চারি প্রকারই চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ বলিয়া কথিত। এই চারিটী সুলক্ষণ বিশিষ্ট না হইলে চিকিৎসায় সুফল লক্ষিত হয় না। যে চিকিৎসক শাস্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, বিচক্ষণ, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রত্যুৎপন্নমতি, চিকিৎসামাত্র ব্যবসায়ী এবং উত্তমস্থানজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহানন্তর ঔষধাদি প্রস্তুত করেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। যে রোগী ক্লেশ সহ্য

করিতে পারগ, উপদেশ রক্ষক, ক্রোধরহিত, সেই রোগীই আশু আরোগ্য লাভের উপযুক্ত পাত্র। যে শুশ্রূষাকারী রোগীর রক্ষণাবেক্ষণে সুপটু, শুশ্রূষায় একচিত্ত, বলিষ্ঠ, চিকিৎসকের আজ্ঞাকারী, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সেই ব্যক্তিই যথার্থ পরিচারক। যে ঔষধাদি সুস্থানজাত, প্রশস্ত দিনে সংগৃহীত, উপযুক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত, দোষরহিত, সুরসাদিযুক্ত, গ্লানিরহিত এবং যথাসময়ে প্রদত্ত, এরূপ ঔষধই যথার্থ গুণকারক হইয়া থাকে।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## দেহাদির তত্ত্ব নিরূপণ।

শরীরস্থ ধাতু সকলের হ্রাস বৃদ্ধি সমান করার নাম চিকিৎসা। এই চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অগ্রে দেহতত্ত্ব নিরূপণ করা উচিত তজ্জন্যই এই স্থানে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইল।

স্ত্রী এবং পুরুষের সংসর্গই জীবোৎপত্তির হেতু। ঐ সংসর্গ দ্বিবিধরূপে চলিয়া থাকে। প্রথম—পরিমিত, দ্বিতীয়—অপরিমিত। পরিমিত যাহা স্বাস্থ্যপ্রদ ও মঙ্গলজনক, অপরিমিত যাহা তাহাই স্বাস্থ্যভঙ্গকারী ও অহিত-জনক। আজ কাল মানবকুলে প্রায়ই শেষেরটী এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি নীচ জাতিতে প্রথমটী লক্ষিত হয়। প্রথমটী ঈশ্বরাদিষ্ট, শেষেরটী বিপরীতবুদ্ধি-বিশিষ্ট মানবের ইচ্ছাকৃত।

সৃষ্টিবৃদ্ধি কারণই স্ত্রী এবং পুরুষ ও তাহাদের সঙ্গম আবশ্যক হয়। তাই বলিয়া প্রতিদিনই সৃষ্টি বৃদ্ধি হওয়া কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদ্যপি তাহা হইত, তাহা হইলে স্ত্রীজাতিকে গর্ভ ধারণ করিয়া অকারণ কষ্ট পাইতে হইত না। রাত্রে সঙ্গমের পর সন্তান জন্মাইত, আর প্রাতঃকালেই উহা ভূমিষ্ঠ করিতে সক্ষম হইত। তাহা যখন হয় না, তখন অবশ্যই একটী নিয়ম আছে বুঝিতে হইবে। সেই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলাই সঙ্গত ও স্বাস্থ্যপ্রদ, অন্যথাচরণে অসঙ্গত এবং স্বাস্থ্যহানিজনক হইয়া থাকে।

সম্ভোগে সুখ এবং ঘৃণা উভয়ই হয়। প্রারম্ভে বা সম্ভোগসময়ে সুখ ও শেষে ঘৃণা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সুখ ক্ষণিকের জন্য। ঐ ক্ষণিক সুখের অভিলাষী হইয়া অনেকে ঐ জঘন্য কার্য্যে প্রায়ই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু পরিণামে যে কিরূপ ক্ষতি হইয়া থাকে, তদ্দিকে একবারও মনোযোগী হয়েন না। ক্ষুধা না পাইলে বা ক্ষুধার শান্তিতে কেবল রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য, কোন বস্তু অপরিমিতভাবে উদরস্থ করিলে যেমন শরীরের পীড়া

অন্যে, তদ্রূপ ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া কেবল আপাততঃ রম্য এবং পরিণাম-দুঃখকর স্ত্রী-পুংসংসর্গ করিলে শরীরের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে মাত্র।

স্ত্রীজাতির ডিম্বকোষ যন্ত্রে ডিম্ব এবং পুংজাতির অণ্ডকোষ নামক যন্ত্রে 'বীর্য্য' বা 'রেতের' সৃষ্টি হয়। অন্যথা নিয়মে সঙ্গম করিলে উক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের গুণবৈলক্ষণ্য ঘটে ও আপন আপন শরীরও নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কামনা-বিপরীত বা নিয়মাতীত সঙ্গম করিয়া অনর্থক দুর্লভ দেহের অনিষ্ট এবং তৎকর্ত্তৃক কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চিররোগী ও অল্পজীবি হওয়া কাহারও উচিত নহে।

স্ত্রীজাতি যতদিন না ঋতুমতী হয়, ততদিন গর্ভহইবার সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণতঃ প্রায় তাহাদের ১২ বৎসর হইতে ৫০।৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসেই ঋতু হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্ত্রীর ৯।১০ বৎসর বয়সেও ঋতু হয়। ফলে আদ্যঋতু যে তাহাদের যৌবনের প্রারম্ভকাল, তাহা নিঃসন্দেহ। তৎকাল হইতে তাহাদের গর্ভ ধারণের ক্ষমতা হইয়া থাকে। তিন দিন করিয়া মাসে মাসে স্ত্রীলোকের যোনিদ্বার দিয়া যে রক্ত-শোণিত নির্গত হয়, তাহাকেই আর্ত্তব বলে। ঐ রক্তস্রাবের প্রথম দিন হইতে ষোড়শদিন পর্য্যন্ত সময়কে ঋতুকাল কহে। ঐ কালে (ঋতুর প্রথমদিন) সহবাস করিলে সহবাসকারীর আয়ুক্ষয় হয়। দ্বিতীয় দিনের সহবাসে গর্ভ হইলে সন্তান ভূমিষ্টমাত্র কাল-সদনে গমন করে এবং তৃতীয় দিনের সহবাসে গর্ভ হইলে সন্তান অঙ্গহীন, অল্পায়ু বা উভয় দোষযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব আদ্যের তিন দিবস সহবাস একেবারে পরিত্যাজ্য। সেই তিন দিন রজস্বলা স্ত্রী নির্জ্জনস্থানে বাস, হবিষ্যান্ন ভোজন, কুশাসনে শয়ন ও প্রফুল্লচিত্ত ধারণ করিবে। নখ-ছেদন, তৈল-মর্দ্দন স্নান, স্বামীসহবাস, নেত্রে কজ্জল প্রদান, অতিশয় ও উচ্চহাস্য, অধিক বাক-বিতণ্ডা, বায়ু সেবন, মৃত্তিকা খনন, শারীরিক পরিশ্রম, দ্রুতগমন, রোদন, দিবানিদ্রা এবং উচ্চশব্দশ্রবণ ইত্যাদি কার্য্য অনোচিত। কারণ তৎকালে গর্ভ হইলে, তৈলমর্দ্দনে গর্ভস্থ শিশুর কুষ্ঠরোগ হওয়া সম্ভব। নেত্রে অঞ্জনে অন্ধ, দিবা নিদ্রায় নিদ্রাতুর, উচ্চ শব্দ শ্রবণে বধির, বায়ুসেবনে ও শারীরিক পরিশ্রমে উন্মত্ত, ক্রন্দনে সন্তান বিকৃত ভাবযুক্ত হইয়া থাকে। এই হেতু ঐ

তিন দিন এবং উপরোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল একেবারে পরিবর্জ্জনীয়। রজঃস্রাব বন্ধ না হইলে সহবাস বৃথা হয়, কারণ স্বামীর প্রক্ষিপ্ত বীর্য্য শোণিত-প্রবাহে পতিত হইয়া স্রোতমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় শোণিত সহ বহির্গত হইয়া যায়। উপযুক্ত দিনে গর্ভ হইলে সন্তান বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়। ঋতুকালে জরায়ুমুখ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় বিস্তৃত থাকে ও ঋতু অন্তে জরায়ুমুখ সঙ্কোচিত হইয়া যায়।

যথাকালে ও যথানিয়মে স্বামী স্বীয় ভার্য্যাকে গর্ভদান করিবেন। তাঁহার কর্ত্তব্য যে, স্বীয় স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে তদীয় বিশুদ্ধ বীর্য্য প্রদান করা। বিশুদ্ধ বীর্য্য না হইলে সন্তান রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। অতএব স্বামী যাহাতে বিশুদ্ধ বা সতেজ বীর্য্য সঞ্চয় করিতে পারেন, তদ্দিকে তাঁহার দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যহ অপরিমিত স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ বা হস্তমোক্ষণদ্বারা বীর্য্যের তেজ হ্রাস হয়। নিজে নিজে সাবধান না হইলে স্বাস্থ্য এবং সতেজ বীর্য্য রক্ষা হয় না।

এই প্রকার জঘন্য কার্য্যে যাঁহারা রত, তাঁহাদের কোন প্রকারেই স্বাস্থ্য-রক্ষা হইতে পারে না। এই দুষ্কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কেবল নিজং মনকে বশীভূত করাই সদুপায়। জাগ্রত অবস্থায় এক মনে স্ত্রীসম্ভোগ চিন্তা করিলে, অথচ সম্ভোগ না ঘটিলে, সেই কামনায় লোককে স্বপ্নে দেখিয়া নিদ্রাকালে তাহার সহিত সঙ্গমছলে বীর্য্য স্খলিত হয়, তাহাকেই স্বপ্নদোষ বলে। ইহা ক্রমে ক্রমে ব্যাধিতে পরিণত হইয়া শেষে শরীর নিস্তেজ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আরও কামোন্মত্ততা, মৃগী, মস্তিকের দৌর্ব্বল্য, বুদ্ধির হ্রাসতা এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার গুরুতর পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্তমোক্ষণেও ঐরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। ডাঃ টুলের মতে, চক্ষুতারা প্রসারিত সত্বেও দৃষ্টিশক্তিহীন, দুর্ব্বল, জীর্ণজ্বরযুক্ত দেহ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, শিরঃপীড়া, অল্প নিদ্রার সহিত স্বপ্ন দর্শন, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে হস্তপদ কম্পন, দেহে কীট গমনাগমনের ন্যায় অনুভব, উন্মত্ত প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া কামোন্মত্ত হস্তমোক্ষণকারীর উপস্থিত হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট সহবাস দিবসে স্বামী স্নান ভোজনাদি করিবেন। উত্তম বেশভূষা করিয়া রাত্রিকালে যথাসময়ে কামভাবাপন্ন হইয়া অনুরাগে স্ত্রীর সহিত

প্রেমালাপ, শান্তভাবে সুস্থশরীরে সন্তান কামনা করিয়া সহবাস করিবেন। ভোজনের অব্যবহিত পরে, ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, শরীরে কোন প্রকার বেদনা বা পীড়া থাকিলে, মলমূত্রের বেগ হইলে, বীর্য্য অপরিপক্ক থাকিলে এবং বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোক হইলে, এই সকল নিষিদ্ধ বিষয়ে সহবাস করা অবিধেয়। স্বামীসহবাসে স্ত্রীরও ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত সুদস্থাবস্থায়, সন্তানকে স্তনদান সময়ে এবং ঋতুকালে ও বয়োকনিষ্ঠের সহিত সহবাস অকর্ত্তব্য।

ঋতুকালে যথাসময়ে যুক্তদিনে (যোড়া দিনে) সহবাস করিলে বা আর্ত্তবাপেক্ষা বীর্য্য অধিক হইলে, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের মুখস্থিত, গৌরী নামক নাড়ীতে রেতপাত হইলে কিম্বা ডাঃ ট্রল এবং সিকৃটের মতে পুরুষের দক্ষিণ অণ্ডস্থিত বীর্য্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হইলে যদ্যপি তাহাতে গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে। তদ্বিপরীতে অর্থাৎ বিযোড় দিনে ঐ জননেন্দ্রিয়ের মুখস্থিত চন্দ্রমসী নাড়ীতে বীর্য্য পড়িলে, বীর্য্যাপেক্ষা আর্ত্তব অধিক হইলে অথবা (ঐ প্রসিদ্ধ ডাক্তারদ্বয়ের মতানুসারে) বাম অণ্ডস্থিত রেতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে বিক্ষিপ্ত হইলে উহাতে যদ্যপি গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভে কন্যা জন্মিয়া থাকে। আর ঐ জননেন্দ্রিয়স্থিত সমীরণ নামক নাড়ীতে বীর্য্য প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা ব্যর্থ হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের পিত্ত ও পক্বাশয় মধ্যে রোহিত মৎস্যের মুখ ও আকৃতির ন্যায় বহির্ভাগে ক্ষুদ্র এবং ভিতরে বিস্তৃত গর্ভাশয় আছে। ইহা শঙ্খনাভির ন্যায় অভ্যন্তরে তিনটী আবর্ত্ত বা খাঁজযুক্ত আকৃতিবিশিষ্ট। সঙ্গম সময়ে পুরুষের লিঙ্গ যোনিমধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণদ্বারা তাহার শরীরের তেজ বায়ুকর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হওতঃ সর্ব্বশরীর-পরিব্যাপ্ত বীর্য্য স্খলিত হইয়া রজস্রাবহেতু বিস্তৃতমুখ গর্ভাশয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে যখন স্ত্রীবীর্য্যসদৃশ আর্ত্তবের সহিত ঐ পুংবীর্য মিলিত হয়, তখন ঐ মিশ্রিত শুক্র শোণিত-মধ্যে জীবের বা জীবাত্মার সঞ্চার হইয়া থাকে। গর্ভাশয় সঙ্কোচিত বশতঃ যদ্যপি পুরুষের বীর্য্য বায়ুকর্তৃক দ্বিধা হইয়া গর্ভকোষে গমন করে, তাহাহইলে যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা।

আমরা সাংক্ষেপিক দেহতত্ত্বের বিবরণ লিখিতেই মানস করিয়াছিলাম কিন্তু দেহতত্ত্বানভিজ্ঞের পক্ষে ইহাতে তাদৃশ উপকার হইবে না ভাবিয়া উপ

পত্তি ও স্বাস্থ্যাদি বিষয়ক বিবরণ বাহুল্যভাবেই লিখিলাম। যখন আমাদের এই পুস্তক সাধারণ গৃহস্থের জন্যই লিখিত হইল, তখন তাহাদিগকে বুঝানই আমাদের একান্ত আবশ্যক, তাঁহাদিগের মঙ্গলেই আমাদিগের মঙ্গল জ্ঞান করিতে হইবে। ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতে যেরূপে ক্রমে২ দেহের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

আমরা যে সকল দ্রব্য পান বা ভোজন করি, সেই সকল ভুক্ত-দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে গমন ককিলে প্লীহা ও যকৃতাদি যন্ত্র হইতে পিত্তরসমিশ্রিত দ্রাবক বহির্গত হয়। ঐ দ্রাবক ভুক্তদ্রব্যের সহিত সংলগ্ন হইবামাত্র দ্রবীভূত হইয়া দেহের হিতকারক সারাংশ, জলীয়াংশ, বিষাংশ ও অসারাংশরূপে পরিণত করিয়া পাকস্থলীতে ভাসমান থাকে। সারাংশ দেহের হিতকারক রূপে, জলীয়াংশ মূত্ররূপে, অসারাংশ মল ( বিষ্ঠা ) রূপে এবং বিষাংশ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে নির্গত হইয়া থাকে।

ভুক্তদ্রব্যের মধ্যে যে বিষাংশ উদ্ভূত হয়, তাহা নিশ্বাসদ্বারা, রেণু পরমাণু রূপে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসকল নির্গত হইয়া থাকে। উহা অপর ব্যক্তির গাত্রে সংলগ্ন মাত্র লোমকূপদ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দেহকে দূষিত করিয়া ফেলে। পরিপাককালীন স্নায়ু সকল, সূক্ষ্ম ও স্থূল শিরাদ্বারা পাকস্থলীর ভাসমান সারাংশকে বহনানন্তর সমস্ত দেহে বিস্তীর্ণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। শরীরের হিতকারক দ্রব্যই ভোজন কর, অথবা হানিকারক বিষাক্ত দ্রব্যই ভোজন কর, তাহারই সারাংশকে বহন করিয়া সমস্ত দেহে বিস্তীর্ণ করিবে। হিতকারক দ্রব্যে হিত অর্থাৎ পুষ্টিসাধন, অনিষ্টকারক বিষাক্ত দ্রব্যে দেহকে নষ্ট করিয়া অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতে পারে। তজ্জন্যই ভোজ্যাভোজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কোন কোন সময়ে অবস্থা বিশেষে হিতজনক ভোজ্য-বস্তুতেও বিষের কার্য্য করে এবং অহিতজনক বিষাক্ত দ্রব্যও সময় বিশেষে দেহের হিতসাধন করে। যে সময়ে যে যে দ্রব্যে হিত এবং যে যে দ্রব্যে অহিত হয়, আমরা তাহা পাঠককে বুঝাইতে ত্রুটি করিব না।

প্লীহা ও যকৃতাদি যন্ত্রের সহায়তায় পাকস্থলীর পাকক্রিয়া সমাধা হইলে পক্কভুক্ত দ্রব্যের অসারাংশ পাকস্থলীর নিম্নদেশে গমন করিয়া থাকে। সেই

অসারাংশই বিষ্ঠা এবং জলীয়াংশের অসারাংশই মূত্ররূপে পরিণত হয়। পাকস্থলীর ভুক্ত দ্রব্যের জলীয়-সারাংশ, যাহা সূক্ষ্ম ও স্থূল শিরা সকল দ্বারা সমস্ত দেহে গমনাগমন করিতেছে, সেই জলীয়াংশের নাম রস। উক্ত রস শিরাদ্বারা বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বক্ষস্থলীয় হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইয়া শোণিতরূপে পরিণত হয়।

হৃৎপিণ্ড চারি অংশে বিভক্ত। এই চারি অংশের প্রথম অংশে হীনবীর্য্য দূষিত শোণিত, দ্বিতীয় অংশে ক্রমে ক্রমে সঞ্চালিত হইয়া, তথা হইতে দুই মুখযুক্ত স্থূলপথ দ্বারা ফুসফুস্ যন্ত্রের দুই পার্শ্বে গমন করে এবং ফুস্ফুস্ যন্ত্রের সাহায্যে পরিশোধিত হওতঃ হৃৎপিণ্ডের তৃতীয় অংশে গমন করিয়া থাকে এবং তথা হইতে ঐ শোধিত শোণিত চতুর্থ অংশে গমনপূর্ব্বক ধমনীদ্বারা সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হয়। এইরূপে শোণিত সঞ্চালনদ্বারা দেহকে সক্রিয় করে। শোণিত ধমনীদ্বারা দেহে সঞ্চালিত হওয়ার পর হীনবীর্য্য হইলে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের প্রথম অংশে স্থান পায় এবং ক্রমশঃ উক্তরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে গমনের পর পুনর্ব্বার ক্রিয়াবান হয়। হীনবীর্য্য শোণিত যখন ক্রিয়াবান হইবার জন্য তৃতীয়াংশে গমন করে, তখন লোমকূপদ্বারা ইহার অসারাংশ ঘর্ম্মরূপে এবং অধোপতিত অসারাংশ কখন কখন মূত্ররূপেও পরিণত হইয়া থাকে।

রক্তের সারাংশ হইতে মাংসের কণিকা জন্মে এবং ইহাতে দেহের আয়তন বৃদ্ধি করে। মাংসের সারভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়। এই মেদ হইতেই দেহ স্থূল হইয়া থাকে। মেদের সারভাগ হইতে অস্থি জন্মে। অস্থির সারভাগ হইতে তৈলবৎ মজ্জা; মজ্জার সারভাগ হইতে শুক্র (পুরুষের বীর্য্য), ওজঃ (স্ত্রীলোকের বীর্য্য) ও আর্ত্তব (স্ত্রীলোকের ঋতুসম্বন্ধীয় রক্ত) উৎপন্ন হয়।

সুতরাং আমরা যে সকল বস্তু পান বা ভোজন করি, সেই ভুক্ত দ্রব্য হইতেই রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্ত্তব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, বাত, পিত্ত ও কফের উৎপন্ন হয়। যেমন খাদ্য বস্তু হইতেই এই সকল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভোজ্য বা পানীয়ের ভেদাভেদ বশতঃ শরীরস্থ বাত, পিত্ত, এবং কফের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, বীর্য্য, আর্ত্তব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম,

বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই পঞ্চদশ ধাতুর ন্যূনাতিরেকের নাম পীড়া এবং সমভাবে থাকার নামই সুস্থতা।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ আর্ত্তব, বায়ু, পিত্ত, কফ, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম, এই পঞ্চদশ যে শরীরে যে পরিমাণে থাকা উচিত, সেই দেহে সেই পরিমাণে না থাকিয়া যদ্যপি হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,তবে তাহার নাম পীড়া। এই পঞ্চদশ পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির প্রভেদ বশতঃ ব্যাধির ভেদাভেদ নির্ণয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই পঞ্চদশ পদার্থের কোনটীর অভাবে বা বৃদ্ধিতে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যখন যে রোগ উপস্থিত হইবে,তখনই তাহার উৎপত্তির কারণ ধ্বংস করিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারিবে। যদ্যপি কোন রোগী নানা রোগে নিষ্পীড়িত হয়, তাহাহইলে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যে, উপস্থিত রোগ ও উপদ্রবাদির মধ্যে যাহা আশু প্রাণঘাতক, তাহাকেই নিবারণ করা। পশ্চাৎ অন্যান্য রোগ ও উপদ্রবাদির চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

যে চিকিৎসক রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ, পথ্য, স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদান দ্বারা রোগীকে সত্বরে আরোগ্য করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। যে ঔষধে রোগ নিবৃত্তি হয়, তাহাকেই প্রকৃত ঔষধ কহা যায়। যে ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপকার না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ধীমান্ চিকিৎসক তাহা রোগের অনুপকারক জানিয়া তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিবেন।

## পথ্যাপথ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ।

দুগ্ধ ও কালকূটাদি বিষ, এই উভয় দ্রব্যের প্রত্যেকের দ্বারা জীবন রক্ষা ও নাশ হইতে পারে। তজ্জন্য কোন্ রোগে কোন্ দ্রব্য সুপথ্য, কোন্ দ্রব্য কুপথ্য, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

শ্লেষ্মা প্রকোপিত সান্নিপাতিক বিকারাদি স্থলে বিষপ্রয়োগে অমৃত সদৃশ, দুগ্ধে প্রাণনাশক বিষসদৃশ, জীর্ণজ্বরে ও শ্লেষ্মার ক্ষীণতা হইলেও দুগ্ধ অমৃত

সদৃশ, শ্লেষ্মযুক্ত তরুণজ্বরে ও কাসাদিতে দুগ্ধ বিষসদৃশ গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

অনেক চিকিৎসক অনেক সময়ে শুদ্ধ পথ্যাপথ্যের উপর নির্ভর করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন যে দোষ প্রবল বিবেচনা করেন, তখন সেই দোষঘ্ন পথ্যাদিদ্বারা রোগের উপশমও করেন।

কুপথ্যকারী রোগীর শত শত ঔষধেও কোন ফল দর্শে না, কারণ ঔষধাদি দ্বারা যে পরিমাণে রোগের উপকার দৃষ্ট হয়, কুপথ্য সকল ঔষধকে ধ্বংস করিয়া ব্যাধিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ফেলে।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:(০):—

## নাড়ী-পরীক্ষা।

গ্রন্থপাঠদ্বারা নাড়ী-পরীক্ষায় সম্যক জ্ঞান লাভ হয় না, অতএব এ বিষয় যতদূর সাধ্য, বিশদভাবে—সরল ভাষায় অনুবাদ করিতে ত্রুটি করিলাম না।

নাড়ীতত্ত্ববেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যশরীর মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব সমেৎ ৩৫০০০০০০ সাড়ে তিন কোটী নাড়ী অবস্থান করে। ইহাদিগের মূল স্থান নাভি, তথা হইতে তির্য্যক্‌ভাবে ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

উপরোল্লিখিত ৩৫০০০০০০ সাড়ে তিনকোটী নাড়ীর মধ্যে ৭২,০০০ হাজার নাড়ীকে স্থূল ধমনী কহে, ইহাই প্রধানত রূপে গণনীয়। ইহারা কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বহন করে।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়; সুশ্রুতের মতে এই উভয় ইন্দ্রিয়ে মন। সেই মন হইতে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত বায়াত্তর হাজা র স্থূলনাড়ীর মধ্যে ৭০০ সাত শত সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নাড়ী আছে। যেরূপ জল সমুদ্র হইতে শত শত নদীতে গমন করে, তদ্রূপ আহারীয় সামগ্রীর সারভূত অগ্নিপক্ক-রস ঐ সচ্ছিদ্র ধমনী দ্বারায় বাহিত হইয়া সর্ব্বশরীরকে পোষণ করে। ঐ সাত শত নাড়ী চর্ম্মসমূহে বদ্ধ মৃদঙ্গের ন্যায় পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া শরীরকে রক্ষা করিতেছে। উক্ত সাত শত ধমনীর মধ্যে কেবল একটি মাত্র পরীক্ষা করিবে। (পুরুষের দক্ষিণ হস্তগত ও দক্ষিণ পদগত, স্ত্রীলোকের বামহস্তগত ও বামপদগত নাড়ী) তাহাতে যে বায়ু, পিত্ত, কফ ও দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধ্য এবং অসাধ্য সমস্ত রোগকে প্রকাশ করিবে, ঐ নাড়ীর নামই সুষুম্না। ঐ সুষুম্না নাড়ীই সমস্ত নাড়ীর গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

মানবগণের নাভিদেশে বক্রভাবে যে একটী কূর্ম্ম অবস্থান করিতেছে, তাহার মুখে ও পুচ্ছদেশে দুই দুইটী নাড়ী অবস্থিত, সেই নাড়ীই পরীক্ষণীয়। সেই কূর্ম্মের অবস্থিতিভেদেই পুরুষের দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। যাহারা নপুংসক, তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষ বিবেচনা করিয়া সেই হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত। আর যাহারা কৃত্রিম নপুংসক, তাহাদিগের প্রকৃতি দর্শনে পরীক্ষা করিতে হয়।

পূর্ব্বে যে বায়াত্তর হাজার নাড়ীর উল্লেখ করা গিয়াছে, উহাদিগকেই ধমনী কহে। ঐ সকল ধমনী দেহের অতি গভীর স্থানে সন্নিবেশিত, কেবল চতুর্ব্বিংশতিটী মাত্র চর্ম্মের নিম্নদেশেই অবস্থিত, সুতরাং সেই সেই স্থানে অঙ্গুলি প্রদান করিলেই অনায়াসে উহাদিগের কম্পন উপলব্ধি হয়।

হৃৎপিণ্ড হইতে শোণিতসমূহ বায়ুসহযোগে ধমনীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে ধমনীতে যে বেগ উপস্থিত হয়, তাহাকেই নাড়ীর গতি বলা যায়। নদীর স্রোত যেমন কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কখন বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহীগণের অন্তরস্থ রোগ সকলদ্বারা বাত-পিত্ত-কফাদি বিকৃত হইয়া ধমনীমধ্যগত শোণিত প্রবাহের ন্যূনাধিক্য জন্মাইয়া থাকে।

সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর গতি কিরূপ থাকে, তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং অগ্রে সেই বিষয়ে বিজ্ঞ না হইলে কখনও রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর গতি বুঝিতে পারা যায় না, অতএব সহজাবস্থায় নাড়ী যেরূপ থাকে, অগ্রে তাহাই জানা উচিত।

সুস্থ অবস্থায় নাড়ী মহীলতার (কেঁচোর) গতির ন্যায় বোধ হয় এবং জড়তা-রহিত হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ীও মৃদু-গতি, মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং সায়াহ্নে তীব্রগতি বোধ হইয়া থাকে। বয়সানুসারে নাড়ীর গতিরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রতিপলে বালকের নাড়ী যে কয়বার স্পন্দিত হয়, যৌবনাবস্থায় ততবার স্পন্দিত হয় না এবং যৌবনাবস্থায় যতবার স্পন্দিত হয়, বার্দ্ধক্যে ততবার স্পন্দিত হইতে দেখা যায় না।

তৈলাদি মর্দ্দন করিলে, নিদ্রিতাবস্থায় ও নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরে ভোজনকালে অথবা ভোজনের পরক্ষণেই নাড়ী কদাচ পরীক্ষা করিবে না। ঐ সময়ে নাড়ীর গতি স্রোতোমুখ জলের ন্যায় দুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। ইহার

কারণ এই যে, তৈলাদি মর্দ্দন করিলে হস্তঘর্ষণদ্বারা শিরাস্থিত রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং নাড়ী চঞ্চলগতিবিশিষ্ট হয়। নিদ্রিতাবস্থায় দেহে কফাধিক্য জন্মিয়া থাকে এবং কোন কোন শিরার কার্য্যও বন্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং সে সময় নাড়ীর গতি সমভাবাপন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শয়নাবস্থায় নাড়ীর গতি যেরূপ থাকে, নিদ্রাভঙ্গে তদপেক্ষা চঞ্চল হয়, সুতরাং তৎকালেও নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনকালে অথবা ভোজনের পরে, যাবৎ ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককার্য্য সমাধা না হয়, তাবৎ দেহে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি দেখা যায়, সুতরাং তৎকালেও নাড়ীপরীক্ষা সম্ভবে না। এতদ্ব্যতীত স্নানান্তে ও পরি-শ্রমের পরক্ষণেই নাড়ীপরীক্ষা করা উচিত নহে; কারণ ঐ সময়ে শোণিত উষ্ণ হওয়াতে নাড়ীর গতিও চঞ্চল হইয়া থাকে। চিন্তা, ভয়, হর্ষ প্রভৃতি কারণেও নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়, এই জন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রথমতঃ রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ প্রিয়বাক্যে তাহার প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক পরে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

যে কোন রোগ হউক না কেন, চিকিৎসক অগ্রে নাড়ী ও জিহ্বাদি পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে যে ধমনী অবস্থিত, উহা জীবসাক্ষিণী বলিয়া কথিত, উহার গতিদ্বারাই স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। কেবল যে অঙ্গুষ্ঠমূলের ধমনী দ্বারাই নাড়ী পরীক্ষিত হয়, এমত নহে; দেহের যে যে স্থানের ধমনী গভীর স্থানে সন্নিবিষ্ট নহে, সেই সেই স্থানের নাড়ী দ্বারাও রোগারোগ পরীক্ষা হয়। পাদগ্রন্থির নীচে ও গলদেশাদির ধমনীর গতিদ্বারাও দেহের অবস্থা জানা গিয়া থাকে।

চিকিৎসক নাড়ী দেখিবার সময় স্বীয় বাম হস্তদ্বারা রোগীর যে হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই হস্তের নাড়ী পীড়ন পূর্ব্বক (টিপিয়া) স্বীয় বামহস্তের উপর রোগীর কনুই রাখিয়া আপনার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয়দ্বারা রোগীর মণিবন্ধের নাড়ীর গতি স্থির করিবেন।

বায়ু প্রকোপে নাড়ীর গতি জলৌকা (জোঁক) ও সর্পের ন্যায় বক্র হয়, (একবার এদিক্ একবার ওদিক্ এইরূপ বক্রভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। শেষতঃ বাতরোগে নাড়ীর গতি অতীব বিচিত্র দেখা যায়, বকখন্ মরীবার্থ

পুরুষের ন্যায় চঞ্চল, কখন বা হীনবলের ন্যায় মন্দগতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিত্তপ্রকোপে নাড়ীর গতি কলিঙ্গ, কাক, মণ্ডূক, (ভেক) প্রভৃতির ন্যায় হইয়া থাকে। (অর্থাৎ পিত্ত প্রকোপে নাড়ী বেগে স্পন্দিত হইয়া থাকে) কফপ্রকোপে নাড়ীর গতি হংস ও পারাবতের ন্যায় এবং সন্নিপাতে লাব ও ও তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় হয়। ত্রিদোষপ্রকোপে নাড়ী কখন মন্দগতি, কখন স্থির কখন বা বেগগামিনী হইয়া থাকে।

জ্বরপ্রকোপে ধমনী উষ্ণ ও বেগবতী হয়। বায়ুজন্য জ্বরে নাড়ী বক্রগতি, সহজবাতলা নাড়ী সৌম্য, সূক্ষ্ম, স্থির, মন্দগতি ও তীব্রবাতলা নাড়ী স্থূল, কঠিন ও দ্রুতগতি হইয়া থাকে। পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুতগতিবিশিষ্ট সরল গতি-যুক্ত ও বেগবতী হয়। শ্লেষ্মপ্রকোপজন্য জ্বরে তন্তুসমান সূক্ষ্মরূপা, মৃদুগতি ও শীতল হইয়া থাকে। বাতপিত্তজনিত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, দোলায়মান, স্থূল ও কঠিন হয়। বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বাতের অধিক প্রকোপ থাকিলে বেগবাহী ও কর্কশস্পর্শা হয়, শ্লেষ্মরহিত বাতে মহাকৃষ্মা ও পিত্তসন্নিভা হইয়া থাকে এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও স্থির অর্থাৎ বেগবতী অথচ শিথিলস্পন্দ হইয়া থাকে।

জ্বরাবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগতি হয় এবং যে ব্যক্তি জ্বরাবস্থায় কামশরে জর্জ্জরিত হয়, তাহার নাড়ী বিকল ও চঞ্চল হইয়া থাকে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম, ভয়, চিন্তা, শ্রম এই সকল কারণে জ্বর হইলে নাড়ী প্রকৃত অবস্থা হইতে ক্ষীণগতি হইয়া থাকে। অম্লভোজন হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে শিরাসমূহ সন্তা-পিত হয়, কাঞ্জিক (আমানি) ভক্ষণ করিয়া জ্বর হইলে নাড়ীর গতি মন্থরা হইয়া থাকে এবং জ্বরাবস্থায় দধিভোজন করিলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হইয়া থাকে। বিসূচিকারোগ অভিভূত হইলে নাড়ী ভেকের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়। এই রোগে কখন বা নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, কখন বা তাহা অনুভূত হয় না। অজীর্ণরোগ হইলে নাড়ীর কোমলত্ব থাকে না, জড়প্রায় হয় এবং কোন সময়ে উহার গতি স্থির, কখন কখন বা দ্রুতগতি ও কোন কোন সময় দোষরহিতও দৃষ্ট হয়।

গ্রহণী রোগ জন্মিলে পাদস্থিত নাড়ীর গতি হংসের ন্যায় মন্দ মন্দ এবং

করস্থ নাড়ীর গতি ভেকগতির ন্যায় হয়। এ অবস্থায় ঐ রোগীর অগ্নিমান্দ্য জন্মে। আনাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মিলে নাড়ীর গতি গুরু এবং প্রমেহ রোগ উপস্থিত হইলে গ্রন্থিবিশিষ্ট বোধ হয়। ঐ প্রমেহরোগে আমদোষ সংমিশ্রিত থাকিলে নাড়ী কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া থাকে। বাতজনিত শূলরোগে বায়ুগতির প্রবলতা থাকাতে নাড়ীর গতি সর্ব্বদা বক্রগামিনী হয়, পিত্তজনিত শূলে নাড়ী জ্বালাময়ী এবং আধ্মানবান্ শূলে নাড়ীর গতিতে পুষ্টি অনুভূত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগে নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুতগতি হয়; অর্শ রোগে নাড়ী তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, বক্র ও দ্রুতগামী হয়; যাবতীয় মূর্চ্ছারোগে নাড়ী সূক্ষ্ম হয় এবং বায়ুর প্রাধান্য বশতঃ তদনুরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কাসরোগে নাড়ী চঞ্চল ও ক্ষীণ, হিক্কা রোগে দ্রুতগতি ও কম্পশীল; অতীসারে অত্যন্ত মৃদু ও শীতল; ক্রিমিরোগে ক্ষীণ ও জড়তাপন্ন; রক্তপিত্তে দ্রুতগতি ও কঠিন; ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগে তন্তুবৎ সূক্ষ্ম ও মৃদু; স্বরভঙ্গে অতি মৃদু ও নিম্নগত; কামলায় তীব্রগতি এবং বিলম্বিকারোগে ক্ষীণ ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। হলীমক-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিলে বোধ হয় যেন, উহা প্রকৃতস্থান হইতে সরিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, ঐরূপ উরুক্ষতেও নাড়ীর উর্দ্ধদেশে স্পন্দন অনুভূত হয়।

মূলবিষ ভক্ষণ করিলে নাড়ী ক্ষীণ, মন্দগতি ও বিষমভাবাপন্ন হয় এবং সময়ে সময়ে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। অহিফেন প্রভৃতি সেবন করিলে নাড়ী স্থূল, মৃদুগতি ও কোমল হয়, অতিরিক্ত সেঁকোবিষ সেবন করিলে নাড়ী দ্রুতগতি, ক্ষীণ এবং কখন বা বিলুপ্তপ্রায় হয়, কখন বা পুনরনুভূত হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে কুঁচিলা ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও মন্দ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মদ্যপান করিলেও অহিফেনসেবীর ন্যায় নাড়ীর গতি হয়, কিন্তু উহার কোমলত্ব থাকে না।

বিষাদি ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি যেরূপ হয়, অপর কোন কোন রোগেও ঐরূপ হইয়া থাকে, স্তুতরাং কেবল নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা বিষভোজীদিগের রোগ নির্ণয় করা কঠিন, অতএব তাহাদিগের বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা অনুভব করিতে হয়, ঐ সকল লক্ষণ পশ্চাৎ যথাস্থানে লিখিত হইবে।

মলমূত্রাদির বেগরোধ করিলে, তৎপরে, ছর্দ্দি (বমি) করিবার পর এবং শল্যাদি দ্বারা অভিহত হইলে নাড়ী হস্তী ও হংসগতির ন্যায় মন্দ-গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দীপ্তাগ্নী ব্যক্তির নাড়ী পরিপুষ্টা হয় না, উহা নির্ম্মল বেগবতী থাকে। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী এবং ভোজনতৃপ্ত ও সুস্থচিত্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থির ও বলবতী হয়। উপবাস করিলে এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শাক ও কদলী ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি গুরু ও স্নিগ্ধ, কুষ্মাণ্ড, মূলজ দ্রব্য, অম্ল ও মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মন্দা এবং চিপিটক ও ভৃষ্টদ্রব্য (ভাজাদ্রব্য) ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি স্থির ও মৃদু হইয়া থাকে। মাংস-ভোজন করিলে নাড়ী স্থির, গুড় ও ক্ষীরভোজন করিলে স্থির ও মন্দবাহী এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে শীতল ও বলবতী হইয়া থাকে।

যে সময়ে নাড়ী যে ধাতুগত হয়, সেই সময় নাড়ী সেই গতি করিয়া থাকে; অতএব উহা সুখসাধ্য, ইহার অন্যথা হইলেই অসাধ্য জানিবে। ভয় শোক, ভারবাহন, আত্মীয়াদির মরণ অথবা বিষভক্ষণ জনিত মূর্চ্ছাতে নাড়ী স্পন্দনরহিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে মরণের আশঙ্কা থাকে না, ঐ নাড়ী কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় স্পন্দিত হয়। কাম, ক্রোধ, চিন্তা ও ভয় উপ-স্থিত হইলে নাড়ী ক্ষীণ অথচ বেগবতী হইয়া থাকে। ক্ষীণধাতু ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী মন্দ মন্দ গতিবিধান করে।

অজীর্ণরোগে, বায়ুরোগে, ব্যায়ামান্তে, স্ত্রীসম্ভোগের পর, রৌদ্র বা অগ্নি-তাপে সন্তপ্ত হইলে ও জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলে নাড়ী অব্যক্ত থাকে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির আশঙ্কা নাই। ভূতাবিষঙ্গে (অর্থাৎ ভূতে বা পিশাচাদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে নাড়ী ত্রিদোষজনিতের ন্যায় হয়, কিন্তু ত্রিদোষে যেরূপ বায়ুপিত্তাদি স্বভাবাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিপথগামী হয়, ইহাতেও তাহা হয়; সুতরাং ইহাও সুসাধ্য। বালক, উন্মত্ত ও শাপাদি দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি দর্শনে মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয়, বাস্ত-বিক উহা মারাত্মক নহে।

যে নাড়ী অতি ক্ষীণ ও শীতল এবং যে নাড়ী থামিয়া থামিয়া স্পন্দিত

হয়, (একবার লোপ পায়, আবার অনুভূত হয়) আর যে নাড়ী ক্রমে ক্রমে স্থান ত্যাগ করে, (একবার লোপ হইয়া পুনর্ব্বার অঙ্গুলিস্পর্শ করে) ক্ষণপরে উহা অঙ্গুলিমূলে অনুভূত হয়, তাদৃশ নাড়ী মৃত্যুর কারণ জানিতে হইবে। যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে এক অঙ্গুল বাহিরে সরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই রোগী এক প্রহরের মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

যাহার নাড়ী দুই অঙ্গুল বাহিরে সরিয়া যায়, সে দেড় প্রহরের মধ্যে কাল-গ্রাসে পতিত হয়। যদি নাড়ী সর্ব্বাঙ্গুলি ব্যাপিয়া নিস্পন্দ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চারি প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইবে। যদি নাড়ী এক অঙ্গুলী নিম্নগত হইয়া নিস্পন্দভাবে থাকে, তাহা হইলে পাঁচ প্রহর অন্তে রোগীর মৃত্যু হয়। যাহার নাড়ী সপাদাঙ্গুলি (সওয়া অঙ্গুলি) নিম্নগত হইয়া নিস্পন্দ থাকে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ ছয় প্রহরান্তে তাহার মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নাড়ী দুই অঙ্গুল অভ্যন্তরগত হইয়া বক্রভাবাপন্ন হইলে সাত প্রহর অন্তে সেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। নাড়ী এক অঙ্গুলি অভ্যন্তরে মন্দ মন্দ গতি হইলে সেই রোগী অষ্ট প্রহরান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নাড়ী একাঙ্গুলি অভ্যন্তরগত হইয়া শীতল হইলে নিশ্চয়ই নবম প্রহরান্তে মৃত্যু হয়।

সওয়া অঙ্গুলি মধ্যে নাড়ী নিম্ন হইয়া চঞ্চলগতি হইলে দশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। নাড়ী সওয়া অঙ্গুলি মধ্যগত হইয়া উষ্ণভাবাপন্ন হইলে একাদশ প্রহরান্তে সেই রোগীর মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে। সপাদ একাঙ্গুলি মধ্যে নিম্নগা নাড়ী শীততরা হইলে দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলি অভ্যন্তরগতা হইয়া শীতল হয়, তাহা হইলে ত্রয়োদশ প্রহরের মধ্যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে।

যাহার নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলি অভ্যন্তরগত হইয়া উষ্ণ ও বেগবতী থাকে, সে চতুর্দ্দশ প্রহর মধ্যে কালভবনে গমন করে। যাহার নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলি অভ্যন্তরগত হইয়া চঞ্চলগতি হয়, পঞ্চদশ প্রহরের মধ্যে তাহার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি সহসা নাড়ী সপাদাঙ্গুলি মধ্যগতা হইয়া নিশ্চল হয়, তাহা হইলে সেই রোগী ষোড়শ প্রহর মধ্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

অগ্রভাগে যাহার নাড়ী বিদ্যুতের ন্যায় থামিয়া থামিয়া অনুভূত হয়, একদিনমাত্র তাহার পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয় দিবসে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে। যাহার হস্তস্থিত নাড়ী যবার্দ্ধ পরিমাণেও স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, সে তিনদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

যাহার নাড়ী সপাদ একাঙ্গুলি পরিমাণে অভ্যন্তরগত হইয়া উষ্ণ ও বেগবতী হয়, সে নিঃসন্দেহ চারি দিবসে প্রাণত্যাগ করে। যাহার পাদ-স্থিতা নাড়ী যবপরিমাণেও বক্রভাবে নিজস্থান পরিত্যাগ করে, সে পঞ্চ দিব-সের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহার নাড়ী মন্দ মন্দ ও অতি কুটিলভাবে স্পন্দিত হয়, সে পাঁচ বা সাতদিন পরে প্রাণত্যাগ করে।

যাহার নাড়ী ক্ষণকাল বেগে গমন করে, আবার ক্ষণকাল শান্তগতি আশ্রয় করে, যদি সেই রোগীর অঙ্গে শোথ না থাকে, তাহা হইলে সে সপ্তাহপরে অষ্টমদিবসে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

রোগীর ক্ষীণাবস্থায় নাড়ী সূক্ষ্ম এবং মহীলতা ( কেঁচো ) ও ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রগতি হইয়া শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হইলে সেই ব্যক্তি মাসান্তে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া থাকে। বিচক্ষণ বৈদ্যগণ এইরূপে সূক্ষ্মাদিভেদে নাড়ীর গতি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেন।

নাড়ী পরীক্ষায় যে যে রোগের নামোল্লেখ নাই, বৈদ্যগণ বায়ুপিত্তাদি দোষের প্রাবল্য দেখিয়া নাড়ীতেও সেই সেই দোষের লক্ষণ অনুভব করিবেন।

নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা যে সকল রোগই নির্ণয় হয় এমত নহে; কৃমি জন্য উদরে শূলনি, বেদনা, স্ফোটক ইত্যাদি হইলে নাড়ীদ্বারা তাহা অনুভূত হয় না, সেস্থলে প্রশ্নের দ্বারা রোগ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

নাড়ীজ্ঞান অপর কিছুই নহে, বক্ষস্থলীয় রক্তাধার হইতে যে শোণিত শিরাদ্বারা বায়ুকর্ত্তৃক সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হইতেছে, অঙ্গুলিত্রয়দ্বারা এক-কালে সমভাবে পীড়ন করিয়া কেবল তাহারই গতি অনুধাবন করা মাত্র। অর্থাৎ এই দেহের শোণিতে বায়ুর অংশ অধিক, কি পিত্তের অংশ অধিক, কি শ্লেষ্মার অংশ অধিক, এই সকল জ্ঞান ও ইহার গতি অনুধাবন করিয়া রোগী সবল কি দুর্ব্বল ইহাই হৃদ্বোধ করা উচিত। বায়ু প্রবল হইলে কি কি ক্রিয়া, পিত্তের কোন্ কোন্ কার্য্য, শ্লেষ্মার কোন্ কোন্ কর্ম্ম ইহাকে নির্ণয়

করা স্থির বুদ্ধির কার্য্য। তৃতীয় অধ্যায়টী রীতিমত পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। জ্বরের লক্ষণ ও নাড়ী-পরীক্ষা ব্যতিত নিম্নলিখিত ভাবেও জ্বরের নির্ণয় হইয়া থাকে।

৬০ দণ্ডে এক দিবা রাত্র। ইহার ৩০ দণ্ড দিবা এবং ৩০ দণ্ড রাত্র। (স্থূলরূপে ইহাই বুঝিয়া লওয়া যাউক)। দিবা এবং রাত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইলে ১০ দণ্ডের হিসাবে ৩ ভাগে দিবা, ১০ দণ্ডের হিসাবে ৩ ভাগে রাত্র। বাত-পিত্ত-কফের প্রত্যেককে ১০ দণ্ড হিসাবে ভাগ করিয়া দিলে প্রথম ১০ দণ্ড বাত, মধ্যের ১০ দণ্ড পিত্ত, এবং শেষের ১০ দণ্ড কফ। সূর্য্যোদয় হইতে ১০ দণ্ডের ভিতর জ্বর হইলে, ধমনীর গতিতে, বাতিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বাতিকজ্বর অনুভব করিতে হইবে। মধ্যাহ্ন দিবা ১১ দণ্ড হইতে ২০ দণ্ড মধ্যে জ্বরচিহ্ণ প্রকাশ পাইলে, ধমনীর দ্রুত-গতি ও পৈত্তিক-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে পৈত্তিক-জ্বর জ্ঞান করিতে হইবে। শেষাহ্ন দিবা ২১ দণ্ড হইতে ৩০ দণ্ড মধ্যে জ্বরচিহ্ণ প্রকাশ পাইলে ও ধমনীর গতিতে, শ্লেষ্মজন্য জ্বরের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে তাহাকে শ্লৈষ্মিক-জ্বর অনুভব করিতে হইবে। প্রথম ১০ দণ্ডের শেষ ও মধ্যম দণ্ডের প্রথম, এই সময় মধ্যে জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর জ্ঞান করিতে হইবে। মধ্যাহ্নের শেষ ও শেষাহ্নের প্রথম এই সময় মধ্যে জ্বর-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতপৈত্তিক-জ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

দিবাভাগের সময় লক্ষ্য করিয়া বাত-পিত্ত কফাদি বিষয়ে কোন্ সময়ে কোন্‌টীর অধিকার, তাহার জ্ঞান লাভ করা উচিত। তাহা হইলে রাত্রি-কালের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। যখন যাহার অধিকার, তখন তাহাকে উল্লেখ করিয়া বাত-শ্লেষ্ম, পিত্ত-শ্লেষ্ম ইত্যাদি বলিলেই চলিবে।

অপরাহ্নের শেষ ও রজনীর প্রথম অংশ, ইহার মধ্যে রজনীর প্রথম অংশ, পাইলে বাত-শ্লেষ্ম; প্রথমা রজনীর শেষাংশ ও মধ্যা রজনীর প্রথম অংশ, ইহার মধ্যে জ্বরলক্ষণ প্রকাশ পাইলে পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বর জ্ঞান করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্বরাদি বিষয়ে যাহার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, সেই সকল লক্ষন দেখিয়া ও নাড়ী পরীক্ষায় যাহা উল্লেখ আছে, তাহারসহিত মিলাইয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে। শুদ্ধ কেবল নাড়ী পরীক্ষা

দ্বারা রোগ অনুভব হয় না, ইহার সহিত রোগের লক্ষণ এবং প্রশ্নদ্বারা, মূত্র নিরূপণ ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে। চিকিৎসক সুস্থচিত্তে বিশেষ অনুধাবন করিয়া তৎপশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। নাড়ীতে হস্ত স্পর্শমাত্র রোগ অনুভব করাও মূর্খতার কার্য্য।

---

## মূত্র পরীক্ষা।

মৃত্তিকা নির্ম্মিত নূতন সরাতে রোগীর মূত্র ধরিয়া তাহাতে একবিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে সেই তৈল যদ্যপি সরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে বায়ু-প্রকোপিত ব্যাধি জানিতে হইবে। ঐ তৈল যদ্যপি বিন্দু বিন্দু হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে পিত্ত-প্রকোপিত; তৈল বিন্দু যদ্যপি ঘন হয় এবং ঠিক থাকে, তাহা হইলে শ্লেষ্ম-প্রকোপিত জ্ঞান করিতে হইবে। উহা যদ্যপি ডুবিয়া গিয়া পুনরায় ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে সান্নিপাতিক রোগ জ্ঞান করা উচিত। ঐ তৈল-বিন্দু পূর্ব্বদিকে সরিলে রোগ ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হয়। পশ্চিমদিকে সরিয়া পড়িলে অল্প চিকিৎসা হইলেও রোগ আরোগ্য হইবে। উত্তরে গমন করিলেও রোগমুক্ত হইয়া থাকে। ঈশানকোণে গমন করিলে রোগী একমাস মধ্যে কালসদনে গমন করে। মূত্রে তৈলবিন্দু প্রদান করিবামাত্র যদ্যপি নানাবর্ণ হইয়া ছিন্ন ভিন্নহয়, তাহাহইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। তৈল যদ্যপি পুনঃ পুনঃ ডুবিয়া যায়, ভাসিয়া উঠে এবং মিলাইয়া যায়, তবে সেই রোগী মৃতবৎ হইয়া বাঁচিতে পারে। মূত্র পিত্তরোগে পাণ্ডুবর্ণ, কফরোগে ফেনাযুক্ত এবং বায়ুজনিত রোগে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজরোগে মূত্র মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে। ধীমান্ চিকিৎসক, ইহা বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তৎপশ্চাৎ চিকিৎসা করিবেন। সান্নিপাতিকরোগে মূত্র কালবর্ণ হইয়া থাকে।

---

## জিহ্বা ও নেত্র পরীক্ষা।

বায়ুজনিত রোগ জন্মিলে রোগীর জিহ্বা শোণিতবর্ণ ও কণ্টকাবৃত; পিত্তজনিত রোগে পীতবর্ণ, কফজনিত রোগে শুক্লবর্ণ ও জড়িত এবং ত্রিদোষজনিত রোগে জিহ্বা নীলবর্ণ ও গোজিহ্বার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ হয়, কোন কোন রোগীর জিহ্বা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেও দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পিত্ত-প্রকোপিত রোগে জিহ্বায় ক্ষত হইতেও দেখা যায়।

সাধারণতঃ পিত্তজনিত রোগে নেত্র পীতবর্ণ, বায়ুজনিত রোগে অরুণবর্ণ অথবা শ্বেতমিশ্রিত অরুণবর্ণ, কফজনিত রোগে শুক্লবর্ণ এবং ত্রিদোষজনিত রোগে নীলাভাযুক্ত শ্বেত অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোগে নয়ন ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও নিমেষ রহিত প্রায়ও দেখা যায়।

# চতুর্থ অধ্যায়।

—:(•):—

## জ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগের লক্ষণ নিরূপণ।

যে রোগে যুগপৎ ঘর্ম্ম অবরোধ, শরীরে সন্তাপ মনে বিরক্ত বোধ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হয়, তাহাকে জ্বররোগ কহে। মিথ্যা আহার বিহারাদিতে লিপ্ত হইলে আমাশয়াশ্রিত বায়ু-পিত্ত-কফাদি দোষসকল রসের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে চর্ম্মাদিদ্বারা নির্গত করে, সুতরাং তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্বর আট প্রকার,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মজ, বাত-শ্লেষ্মজ, বাত-পৈত্তিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ।

বাতিক-জ্বর হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত জৃম্ভণ (হাঁই) উঠে, পৈত্তিক-জ্বর হইবার পূর্ব্বে চক্ষু জ্বালা করে, শ্লৈষ্মিক-জ্বর হইবার পূর্ব্বে ভোজনে অনিচ্ছা ও অরুচি জন্মিয়া থাকে। বাত-পিত্তজ জ্বর হইবার পূর্ব্বে চক্ষুদাহ হয় এবং হাঁই উঠে। বাত-শ্লেষ্ম জ্বর হইবার পূর্ব্বে অরুচি জন্মে ও হাঁই উঠিয়া থাকে। পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বর হইবার পূর্ব্বে অরুচি জন্মে এবং চক্ষুতে দাহ উপস্থিত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরের প্রারম্ভে অরুচি, চক্ষুজ্বালা ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই সকল লক্ষণ দ্বারাও রোগের, কতকাংশ জানা গিয়া থাকে। ইহা জ্বরের পূর্ব্বরূপ বলিয়া কথিত।

---

### বাতিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতিক জ্বরাক্রমণে কম্পন, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, নিদ্রানাশ, শিরোবেদনা ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মুখবৈরস্য, উদরে শূলনি, জৃম্ভণ, ত্বক্ কখন অধিক উষ্ণ কখন বা কম, কোষ্ঠ-

কাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণকে শাস্ত্রকারগণ বাতিব-জ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

পৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

পৈত্তিকজ্বরে নাড়ী অত্যন্ত বেগবান, তরল মল নির্গম, অল্প নিদ্রা, ঘর্ম্ম, মুখতিক্ত, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা ও ভ্রম, কখন কখন কণ্ঠ, ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে ফোস্কা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিত রোগী প্রলাপবাক্য বলে এবং মল মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়।

---

শ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

শীত, লোমাঞ্চ, নিদ্রার আধিক্য, নাসামূল হইতে জল-স্রাব, অরুচি, কাস; আলস্য, দেহ ভারবোধ, মুখের মাধুর্য্য, শরীর আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত বোধ, সর্ব্বদা ভুক্ত-ব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তিবোধ এবং মল মূত্র ও চক্ষু শুক্লবর্ণ; এইসকল লক্ষণকে ঋষিগণ শ্লৈষ্মিক-জ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতপৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, বমি, শিরোবেদনা, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, লোমাঞ্চ, অরুচি, ধূমদর্শন ও জৃম্ভণ, এই সমস্ত লক্ষণ এবং শরীরের সন্ধিস্থান ভঙ্গবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

---

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে শিরোবেদনা, নাসাস্রাব, কাস, ঘর্ম্মরোধ

ও শরীরে সন্তাপ, দেহ আর্দ্রবস্ত্রদ্বারা আবৃত জ্ঞান, সন্ধি ভঙ্গবৎ বেদনা, অতিনিদ্রা এবং বেগের তীক্ষ্ণতা বা হ্রাসও থাকে না, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

---

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

মুখের তিক্ততা ও লিপ্ততা, তন্দ্রা, মোহ, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্মুহুঃ শীত এবং দাহ; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর কহা যায়।

---

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।+

সান্নিপাতিক জ্বরে কখন শীত, কখন দাহ, অস্থি, সন্ধি-স্থল ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোঠরগত এবং স্রাব-যুক্ত, চক্ষুতে মলোৎপাদন, কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ অনুভব

---

+সান্নিপাতিক জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার; যথা—সিগ্রক, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক, তান্ত্রিক, কণ্ঠকুব্জি, শীতাঙ্গ, রুগ্দাহ, রক্তষ্ঠীব, জিহ্বগ, আগন্তুজ, ভগ্ননেত্র, অভিন্যাস এবং প্রলাপ। এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত যথাক্রমে বর্ণিত হইল।

যে সন্নিপাতে শূল, কাস, অঙ্গবেদনা ও শোষ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সিগ্রক, যাহাতে তন্দ্রা, শ্বাস, পিপাসা, কণ্ঠ ও জিহ্বা-শোষ, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শ্রুতি-শক্তির হ্রাস, শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, তাহাকে তান্ত্রিক, প্রলাপ, মোহ, কম্পন, কখন হাস্য, কখন গীত ও নৃত্য, দাহ, চক্ষুর বিকৃতি, এইসকল লক্ষণকে চিত্তবিভ্রম, মূর্চ্ছা, মোহ, দাহ, মস্তক বেদনা, কম্পন, বাক্যালাপ, এই সকল কণ্ঠকুব্জি, কর্ণপ্রান্তে শোথ, কাস, শ্বাস, কণ্ঠবেদনা, ভ্রম, স্বেদনির্গম, কম্পন, অযথা বাক্যালাপ প্রভৃতি লক্ষণকে কর্ণিক, শ্রুতিশক্তির নাশ, দাহ ও বলের হ্রাস ইত্যাদিকে জিহ্বগ, শ্বাস, তৃষ্ণা, অঙ্গবেদনা, দেহের জড়তা, বমন, ভ্রম, দেহ-সন্তাপ, শ্রমবোধ এবং প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণকে রুগ্দাহ, গাত্রবেদনা, দেহ-সন্তাপ, মস্তক কম্পন ও শ্বাস, ইহাকে আগন্তুজ কহে।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতে, রোগীর চক্ষু কোঠর-সংলগ্ন, কর্ণে শোথ, নিদ্রাধিক্য, প্রলাপ, কম্পন, ভ্রম ও জ্বরাতিশয্য প্রকাশ পায়। রক্তষ্ঠীব সন্নিপাতে, রক্ত-মিশ্রিত মুখস্রাব, তৃষ্ণা, মোহ; জ্ঞানলোপ, বমন, ভ্রম, অঙ্গবেদনা, তরল মল-

ও বেদনাযুক্ত, কণ্ঠস্থল শূকশিম্বীদ্বারা আবৃত বোধ, তন্দ্রা, প্রলাপ, মোহ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও খরস্পর্শ, রক্ত পিত্ত মিশ্রিত কফোদ্গীরণ, মস্তক চালন, অনিদ্রা, পিপাসা, হৃদয়ে বেদনা, বিলম্বে অল্প মলমূত্র ও ঘর্ম্ম নির্গমন, কণ্ঠদেশে নিরন্তর অস্ফুট ধ্বনি, বোল্‌তা দংশনের ন্যায় গাত্রে রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ স্ফোট ও মণ্ডলাকার চিহ্ন, উদরের গুরুত্ব এবং স্রোতোপাক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। শরীরের তাদৃশ কৃশত্ব দৃষ্ট হয় না। সান্নিপাতিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

---

নির্গম, দেহে রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্ন, সর্ব্বদা শ্রমবোধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। তরল মলনিঃসরণ, কম্পন, কর্ণে নানাপ্রকার অস্ফুট শব্দ শ্রবণ, শ্বাস ও হস্তের উষ্ণত্ব, এই সমস্ত শীতাঙ্গ-সন্নিপাতের লক্ষণ। দেহের উষ্ণতা, কম্পন, অঙ্গবেদনা, জ্ঞানলোপ, দৌর্ব্বল্য, প্রলাপ-সন্নিপাতের লক্ষণ। অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা, বাক্‌শক্তিহীন, মুখশোষ, দুর্ব্বলতা, অভিন্যাস-সন্নিপাতের লক্ষণ। এই সন্নিপাতে বায়ু পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয়ই প্রবল হইয়া থাকে।

সিগ্রক-সন্নিপাতের ভোগকাল ৭ দিন, তান্ত্রিকের ১০ দিন, চিত্তবিভ্রমের ৪০ দিন, কণ্ঠকুব্জির ১৩ দিন, কর্ণিকের ৩ মাস, জিহ্বগের ১৬ দিন রুগ্‌দাহের ২০ দিন, আগন্তুক ১০ দিন, শীতাঙ্গের ১২ দিন, ভগ্ননেত্রীর ৮ দিন, রক্তষ্ঠীবের ১০ দিন, প্রলাপের ১৪ দিন এবং অভিন্যাসের ভোগকাল ১৫ দিবস নিরূপিত আছে।

এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের মধ্যে জিহ্বগ, রুগ্‌দাহ, ভগ্ননেত্র, আগন্তুজ কষ্টসাধ্য, রক্তষ্ঠীব ও প্রলাপ প্রাণনাশক এবং অভিন্যাস-সন্নিপাত দ্বিতীয় কৃতান্ততুল্য। শীতাঙ্গ-সন্নিপাতে শরীর হিমবৎ শীতল হইয়া ক্রমে ক্রমে রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসকগণ তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন। এই জ্বর ৭। ১০। ১২ দিবস পর্য্যন্ত বৃদ্ধির কাল বলিয়া কথিত, ইহার পরে আরোগ্য, নচেৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। অষ্টাদশ অথবা দ্বাবিংশ দিন পর্য্যন্ত রোগমুক্তির কিম্বা মৃত্যুর দিন নিরূপিত আছে। কর্ণমূলে শোথ হইলে এই রোগে কোন কোন রোগীকে মুক্ত হইতে দেখা যায়।

### অভিন্যাস জ্বরের লক্ষণ।

বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় প্রকুপিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া আমের সহিত সংমিশ্রিত হয়, তৎপশ্চাৎ বক্ষস্থলে গমন করে। পরিশেষে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সমস্তকে আশ্রয় করণান্তর ঘোরতর জ্বর উৎপাদন করে। কণ্ঠে অস্পষ্ট শব্দ, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত, কথা কহিতে অশক্ত, শিরশ্চালন, অরুচি, শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, পুনঃ পুনঃ পার্শ-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ঋষিগণ তাহাকে অভিন্যাস-জ্বর কহিয়া থাকেন। এই জ্বরে রোগিকে প্রায়ই মুক্ত হইতে দেখা যায় না।

---

### আগন্তু-জ্বরের লক্ষণ।

কোনরূপ আঘাতে, মন্ত্রাদি চালনদ্বারা, কাম ও ভূতাদির আবেশে, ব্রাহ্মণ কিম্বা গুরুলোকের অভিসম্পাতে যে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাকে আগন্তু-জ্বর কহে। জ্বর প্রকাশ হইবার পর, যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হইবে, তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

---

### বিষজ-জ্বরের লক্ষণ।

মুখের বিবর্ণতা, তৃষ্ণা, আহারে অনিচ্ছা, মুখশোষ, গাত্র-বেদনা, মূর্চ্ছা, তরলমল নির্গম ইত্যাদি লক্ষণকে বিষ-জ্বর কহা যায়। কোন প্রকার বিষ উদরস্থ হইলে এই জ্বর প্রকাশ পায়।

---

### কামজ-জ্বরের লক্ষণ।

আলস্য, চিত্তবিভ্রম, ভোজনে অনিচ্ছা প্রভৃতি কামজ-জ্বরের লক্ষণ। কোন রমণীর সহিত রমণেচ্ছা প্রবল হইলে এই রোগ উপস্থিত হয়।

---

### ভয়শোকাদি-জ্বর-লক্ষণ।

ভয়, শোক ও ক্রোধজনিত জ্বর উপস্থিত হইলে প্রলাপ ও কম্পন হইয়া থাকে। ভুতাদির আবেশ-জ্বরে চিত্তো-দ্বেগ, ভয়, রোদন, হাস্য ও কম্পন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

---

### অন্তর্ব্বেগাদি জ্বরের লক্ষণ।

অন্তর্দাহ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধিভেদ, অস্থিবেদনা, ঘর্ম্মরোধ, মলরোধ উপস্থিত হয়। বহির্ব্বেগ-জ্বরে,—বাহ্যদাহ, অতিশয় পিপাসা, অযথা বাক্যালাপ, অল্পশ্বাস, অল্প ভ্রম, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষোক্ত জ্বরটিই সুসাধ্য।

---

### আম ও নিরামাদি জ্বরের লক্ষণ।

আমজ্বরে মুখ হইতে লালা নির্গত, শরীর গুরু ও স্তব্ধ, সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য, অত্যন্ত প্রস্রাব, অরুচি, মুখ-বৈরস্য, অপাক ও আলস্য, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে জ্বরবেগ আরও বৃদ্ধি পাইযা থাকে।

নিরাম-জ্বরে শরীর দুর্ব্বল ও লঘু বোধ হয়, জ্বরের বেগ অধিক থাকে না এবং দোষের পরিপাক, হাঁচির স্তব্ধতা ও অষ্টাহ পর্য্যন্ত প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উপরোক্ত জ্বরসকল ব্যতিত আরও কয়েক প্রকার জ্বরের বিষয় উল্লেখ করা হইল না; কারণ সকলগুলির লক্ষণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লেখ করিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে, অথচ অন্যান্য বিষয়েরও অভাব থাকিয়া যায়, ইত্যাদি কারণ বশতঃ সন্ততাদি জ্বর, রস ও রক্তগতাদি জ্বর, প্রাকৃতাদি জ্বর, পচামান জ্বর ও গম্ভীরজ্বরের লক্ষণাদি পরিত্যক্ত হইল। চিকিৎসকগণ যখন যে দোষের প্রাবল্য দেখিবেন, তখন সেই দোষান্তকারী ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

---

### জ্বরমুক্তির লক্ষণ।

জ্বরমুক্ত হইলে ঘর্ম্ম, শরীরের লঘুত্ব, মুখে বা ওষ্ঠে ক্ষত কিম্বা ফোস্কা, হাঁচি, মস্তকে কণ্ডু, আহারাদিতে ইচ্ছা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

---

### অরুচি রোগ।

বাতাদি দোষত্রয়, শোক, ভয়, লোভ, অতি ক্রোধ, অনভিলষিত দ্রব্যাদি ভোজন, অদর্শনীয় রূপ দর্শন, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ; ইত্যাদি কারণ বশতঃ অরুচি ( ভোজনে স্পৃহাশূন্য ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অম্লদ্রব্য ভোজন করিলে দন্ত যেরূপ বিকৃতি হইয়া থাকে, বায়ুজনিত অরুচি-রোগেও দন্ত তদ্রূপ এবং কষায়বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পিত্ত-প্রকোপে মুখে কটুরস, কখন অম্লরস,

কখন বিরস, কখন পচা দুর্গন্ধযুক্ত এবং কখন বা লবণরসে পূর্ণ। কফপ্রকোপ জন্য অরুচিতে মুখে মধুরতা ও পিচ্ছিলতা দেহে গুরুতা ও শীতলতা উপস্থিত হয়। শোক, ভয়, লোভ ও রোষ প্রভৃতি কারণে অরুচি জন্মিলে, রোগীর মুখ কোন-রূপ বিকৃত হয় না, কিন্তু আহারে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক অরোচকে মুখে নানা প্রকার আস্বাদন উদ্ভব হইয়া থাকে।

---

### অতীসার রোগের লক্ষণ।

নানাবিধ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, কদাকার, জলপান, ভয়, শোক, উপর্য্যুপরি আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন, মল ও মূত্রের বেগধারণ ; এই সকল কারণে মুহুর্মুহুঃ তরল ভেদ হইলে তাহাকে অতীসার কহে। ইহার সহিত রক্ত যোগ থাকিলে রক্তাতিসার এবং জ্বর যোগ থাকিলে জ্বরাতিসার কহে। এই ত্রিবিধ লক্ষণেই উদরের কামড়ানি, কন্‌কনানি এবং শূলনি হইয়া থাকে।

---

### গ্রহণী রোগের লক্ষণ।

অতীসার রোগে শান্তি হইলে অথবা তাহার উপশম না হইতে হইতে মন্দাগ্নিবান্ ব্যক্তি অহিত ভোজন করিলে অগ্নি পুনর্ব্বার সংদূষিত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করিয়া ফেলে, তাহাতেই গ্রহণী রোগের উৎপত্তি হয়। গ্রহণী পাঁচ প্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ এবং সংগ্রহ। বাতজনিত গ্রহণীতে সহজে অন্ন পরিপাক

হয় না, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, অন্নভোজনে স্পৃহা, তৃষ্ণা, শরীরের কৃশত্ব ও দুর্ব্বলত্ব, মুখের বৈরস্য, মনের অবসাদ, বিবিধ রস-যুক্ত দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, পার্শ্ব, উরু, বক্ষ ও গ্রীবাতে বেদনা, অম্লপাক, কর্ণে নানাবিধ শব্দ শ্রবণ, মলদ্বারে বেদনা দৃষ্টিশক্তির হীনতা, আহারীয় বস্তু জীর্ণ হইলে উদরে বেদনা, কিন্তু আহার করিলেই স্বাস্থ্য অনুভূত, কখন শুষ্ক, কখন বা অপক্ক তরল ফেণযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। ইহাতে শ্বাস, কাস, প্লীহা ইত্যাদি রোগও জন্মিবার সম্ভব। পৈত্তিক-জনিত গ্রহণীতে মলের বর্ণ পীত ও নীলাভ, কোষ্ঠপ্রদেশে ও হৃদয়ে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, সর্ব্বদা অম্ল ও দুর্গন্ধমিশ্রিত উদ্গার উঠে। শ্লৈষ্মিক জন্য গ্রহণীতে বমি, অরুচি, মুখ-মাধুর্য্য, মুখের লিপ্ততা, হৃদয়ের ও উদরের গুরুত্ব, নাসাস্রাব, মধুর উদ্গার, শ্লেষ্মাদি মিশ্রিত অপক্ক মল, দুর্ব্বল এবং অলস করিয়া ফেলে। ত্রিদোষজ গ্রহণীতে, উক্ত ত্রিবিধ গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংগ্রহ গ্রহণী নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, উহা নিঃশেষরূপে উপশমিত হয় না, এই রোগ দিবাভাগে প্রবল এবং রাত্রিকালে শান্তি, মল তরল, শ্বেত-বর্ণ, পিচ্ছিল, স্নেহযুক্ত ও অপক্ক হয়। প্রত্যহ বা ১০।১২।১৫ দিন পরে কিম্বা মাসান্তে ঐরূপ মল নির্গত হইয়া থাকে এবং নিগম সময়ে গুহ্যদেশে ও কটিদেশে বেদনা বোধ হয়।

---

ক্রিমি রোগের লক্ষণ।

অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, পিষ্টক গুড় শাকসব্জী মধুর দ্রব্য অম্লদ্রব্য দ্রব্য-দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন, পরিশ্রম ত্যাগ, দিবানিদ্রা

বিরুদ্ধ ভোজন, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ক্রিমিরোগ উৎপন্ন হয়। উদরে বেদনা ও কামড়ানি, গা বমি বমি, মুখে জল উঠা, গাত্রকণ্ডু, মধ্যে মধ্যে মলবদ্ধ থাকা, নিদ্রাবস্থায় দন্ত কড়্মড়্ শব্দ হওয়া, পেটফাঁপা, নাসাগ্রভাগ চুল্কনা, চক্ষু ফ্যাকাসে বর্ণ, নিদ্রাবস্থায় এলোমেলো বকুনি; এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইলে প্রাচীন ঋষিগণ তাহাকে ক্রিমিরোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি হইয়া অধিক কাল স্থায়ী হইলে ক্রিমিশূল হইয়া থাকে।

---

রক্তপিত্ত রোগের লক্ষণ।

অধিক রৌদ্র-সম্ভোগ, গুরু পরিশ্রম, শোক, অতিসঙ্গম, উষ্ণ ক্ষার তীক্ষ্ণ অম্ল কটু প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন; এই সকল কারণ বশতঃ পিত্ত দগ্ধ হইয়া রক্তের সহিত যোগ হইলেই তাহাকে ঋষিগণ রক্তপিত্ত রোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে রক্ত বমন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বক্ষঃস্থল ভার, জ্বর, অরুচি, দেহ শীর্ণ, দুর্ব্বল ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত পাইয়া থাকে। যদ্যপি কোন রোগীর মলদ্বারা বা লিঙ্গদ্বার এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, লোমকূপ, এই সকল দ্বার দিয়া শোণিতস্রাব হয়, ( রক্তপিত্ত রোগীর উর্দ্ধগ বা অধোগ হইলে ) তাহার মৃত্যু সন্নিকট জানিতে হইবে।

---

অর্শরোগের লক্ষণ।

বাতজ অর্শে রোগীর উরু, উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থান, কটি, স্কন্ধ, পার্শ্ব, উদর, বক্ষঃ ও মস্তকে বেদনা কাস, শ্বাস

ও মন্দাগ্নি ; হাঁচি, উদ্গার, কর্ণে অস্পষ্ট শব্দশ্রুতি, ভ্রম, মল মূত্র নেত্র বদন গাত্রচর্ম্ম নখ ও মস্তক কৃষ্ণবর্ণ এবং রোগী যে মল পরিত্যাগ করে, তাহা গ্রন্থিবিশিষ্ট, পিচ্ছিল ও কঠিন এবং অল্পপরিমিত, অতি কষ্টে রোগীর মল নির্গত হয় এবং মলনির্গম সময়ে শব্দ হইতে থাকে।

পিত্তজ অর্শরোগে রোগীর অরুচি; মোহ, ঘর্ম্ম ও দাহ, মল নানাবর্ণ, কখন কখন পিত্তমিশ্রিত, রোগীর মল, মূত্র, নখ, গাত্রচর্ম্ম পীত হরিদ্রাবর্ণ অথবা শ্যামবর্ণ হয়।

কফজ অর্শে রোগীর অরুচি, নাসাস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তক আর্দ্র বস্ত্রাবৃত, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা ; উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, বমি বা বমিরোধ, অঙ্কুরের মুখ দিয়া রসমিশ্রিত জলস্রাব এবং কঠিন মল অতি কষ্টে নির্গত হয়।

ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শরোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং শোণিতজ অর্শরোগে কঠিন মল নির্গম হয়, মাংসাঙ্কুর দিয়া উষ্ণ রক্ত ক্ষরিত হয়, রোগীর শরীর পীত-বর্ণ, গাত্রচর্ম্ম কর্কশ, শিরাসমূহ শিথিল, রোগী কৃশ ও নিরুৎ-সাহ, অতীসার, ইন্দ্রিয় বিকল এবং রোগীর অম্ল দ্রব্য সেবনে ও শৈত্য সেবনে অভিলাষ হইয়া থাকে।

---

মাংসাঙ্কুর অর্শের লক্ষণ।

বলি বাহ্যস্থ ও অভ্যন্তরস্থ উভয়বিধ হইয়া থাকে। বাতজ অর্শের বলির মাংসাঙ্কুর ধূম বা ঈষৎ শোণিতবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ ও সূক্ষ্মাগ্র। কোন কোনটার মধ্য

সমান নয়, কোন কোনটার মুখ প্রকাশিত, কোন কোনটা বনকার্পাস ফলের ন্যায়, কোন কোনটা কদম্বফুলের ন্যায়, কোন কোনটা শ্বেত সর্ষপের তুল্য। এই মাংসাঙ্কুরে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজ অর্শের মাংসাঙ্কুরে মুখ দিয়া তরল শোণিতস্রাব হয়, উহার মুখ নীলবর্ণ এবং পীত, কৃষ্ণ ও শোণিতাভাযুক্ত। ঐ সকল মাংসাঙ্কুর শুষ্কজিহ্বার ন্যায়, কোন কোনটা যকৃৎ-পিণ্ডের ন্যায়; কোন কোনটা বা জলৌকার মুখের ন্যায়।

কফজ অর্শের মাংসাঙ্কুর শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘ, স্থূল ও বেদনা-যুক্ত, উহার মূল বিস্তৃত। এই সকল অঙ্কুর বর্ত্তুল ও কণ্ডু-যুক্ত; উহা স্পর্শ করিলে রোগীর স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে। ঐ সকল অঙ্কুর ছাগীর বাঁটের ন্যায়, কোন কোনটা কণ্টকি-ফলের বীজের ন্যায় এবং কোন কোনটা বংশাঙ্কুর সদৃশ। উহা এত কঠিন যে, রোগীর মলনির্গম সময়ে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তথাপি সেই বেগে উহা ফাটিয়া যায় না।

সহজ অর্শ ও ত্রিদোষজ অর্শের মাংসাঙ্কুরগুলি উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শোণিতজঅর্শের অঙ্কুরের লক্ষণ সমস্ত পিত্তজঅর্শের ন্যায়। ঐ সকল অঙ্কুর বটাঙ্কুর সদৃশ, কোন কোনটা গুঞ্জাফলের ন্যায়, কোন কোনটা প্রবালতুল্য।

---

### অর্শের সাধ্যাসাধ্য কথন।

যে অর্শরোগীর অতীসার, শোথ ও গুহ্য দিয়া শোণিত

ক্ষরিত হয়, যে তৃষ্ণার্ত্ত, অরুচিবিশিষ্ট ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত, তাহার রোগ তাহাকে নিহত করে। হৃদয়ে বা পার্শ্বে বেদনা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নাশ, বমি, গাত্রবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, গুহ্যের পক্কতা এই সকল উপদ্রব অর্শরোগীর মৃত্যুর কারণ। যে রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে শূলবেধবৎ বেদনা জন্মে এবং কর, চরণ, বদন, নাভি, গুহ্য ও অণ্ডকোষে শোথ হয়, তাহার অর্শ অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

---

ভগন্দর।

মলদ্বারের চতুষ্পার্শে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনা-বিশিষ্ট যে স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং যাহা কালক্রমে পক্ক হইয়া তন্মধ্যে ছিদ্র হওত মলনির্গম-পথে ঐক্য হইয়া যায়, তাহাকে ভগন্দর কহে। ভগন্দর পঞ্চবিধ; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও উন্মার্গী। এই পঞ্চবিধ ভগন্দরকে শতপোনক, উষ্টগ্রীব, কফকৃৎ,শম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গিও কহিয়া থাকে।

বাতজ ভগন্দরে কষায় ও রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া মলদ্বারে পীড়কা জন্মায়। এই পীড়কা পাকিয়া শোণিতবর্ণ পূয ক্ষরিত ও ছিদ্র হয় এবং তন্মধ্য দিয়া মলমূত্র ও রেত স্খলিত হইয়া থাকে। সুতরাং রোগোৎপত্তি হইবার প্রারম্ভেই প্রলেপাদি দ্বারা উহা প্রশান্ত করা উচিত। বাতজ ভগন্দরের পীড়কা বহুসংখ্যক ও বহু ছিদ্রযুক্ত হয় বলিয়া উহাকে শতপোনক ভগন্দর কহে।

পিত্তজ ভগন্দরের ফুস্কুড়িগুলি উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় হয়

বলিয়া উহাকে উষ্ট্রগ্রীব বলে। এই রোগে পিত্ত কুপিত হইয়া মলদ্বারে ঐ সকল ফুস্কুড়ি জন্মাইয়া পাকিয়া উঠে এবং তন্মধ্য দিয়া উষ্ণ পূয বহির্গত হয়।

কফজ ভগন্দরে কফ কুপিত হইয়া মলদ্বারে পীড়কা জন্মায়। ঐ সকল পীড়কা কঠিন ও শুভ্র, উহার মধ্য দিয়া ঘন পূয বহির্গত এবং অল্প অল্প বেদনা হয় এবং উহা চুল্কাইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া যে ভগন্দরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ত্রিদোষজ ভগন্দর কহে। এই ভগন্দরের পীড়কা গরুর বাঁটের ন্যায়। ইহাতে বেদনা জন্মে এবং বিবিধ বর্ণের পূয বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ পীড়কার মধ্য-গত ছিদ্র শম্বুকাবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া উহাকে শম্বূকাবর্ত্ত ভগন্দর কহিয়া থাকে।

নখ বা কণ্টকাদিদ্বারা মলদ্বারের কোন অংশে ক্ষত হইলে যদ্যপি তাহাতে নালী হয় এবং ঔষধাদি প্রয়োগেও তাহা আরোগ্য না হয়, তাহাহইলে ঐ ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অবশেষে তাহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া বহুছিদ্র-যুক্ত করে ঐ সকল ছিদ্রদ্বারা মল ও মূত্র নির্গত হইয়া থাকে এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

যে ভগন্দরে মল, মূত্র, রেত ও ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা প্রাণান্তকারী। ত্রিদোষজ ও উন্মার্গী ভগন্দর অসাধ্য এবং তদ্ব্যতিত অপরাপর ভগন্দর আরোগ্য হইতে পারে।

উপদংশ ( গরমী )

লিঙ্গে হস্তাঘাত লাগিলে, অথবা কামাতুরা স্ত্রী নখ বা দন্তাঘাত করিলে, লিঙ্গ অপরিষ্কার রাখিলে, অত্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গে, কুলটা-স্ত্রীর দূষিত যোনিতে রমণ করিলে, ক্ষার-মিশ্রিত অথবা উষ্ণজলে লিঙ্গ ধৌত করিলে, ব্রহ্মচারিণী গমন করিলে, কিম্বা যোনিদোষে উপদংশ উপস্থিত হইয়া থাকে। উপদংশ পাঁচ প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, রক্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ।

উপদংশ রোগে লিঙ্গনালের অগ্রে বেষ্টন চর্ম্মের নিম্নে উচ্চ মাংস বেষ্টনের মধ্যে স্ফোটক হইয়া থাকে এবং পরিণামে উহা ক্ষত হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণার কারণ হয়।

বাতজ উপদংশে বেদনাবিশিষ্ট স্ফোটক, তজ্জন্য ক্ষত ও লিঙ্গের কম্পন এবং নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ উপদংশে ক্লেদপূর্ণ ও জ্বালাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া তৎপরে ক্ষত হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে।

রক্তজ উপদংশে স্ফোটক মাংসের ন্যায় বর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, শোণিতস্রাবযুক্ত ও (পিত্তসম্বন্ধীয় উপদংশ রোগীর ন্যায়) অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

কফজ উপদংশে স্ফোটক গাঢ় পূযযুক্ত, অত্যন্ত লিঙ্গস্ফীততা, প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গম হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ উপদংশে ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উপদংশ রোগে চিকিৎসা না করাইয়া তদবস্থায় স্ত্রীসহ-বাস করিলে লিঙ্গে জ্বালা ও শোথ হয় এবং ফুস্কুড়িগুলিতে ক্রিমি জন্মে। পরিণামে লিঙ্গ ক্ষয় হইয়া প্রাণান্ত করে। কীটকর্ত্তৃক লিঙ্গনাল ভক্ষিত হইলে এবং মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে উপশমের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

---

### হিক্কা ও শ্বাস রোগের লক্ষণ।

অর্দ্ধপক্ক, গুরুপাক, মলমূত্রের আবদ্ধজনক, রুক্ষদ্রব্য, ক্লেদকারক ও শ্লেষ্মজনক দ্রব্যের ভোজন, ধূলা (পাট, তিসি ও চাউলের কুঁড়া ইত্যাদির) সম্ভোগ, অতি শীতল স্থানে শয়ন, গাঁজা চণ্ডু সিদ্ধির ধূমপান, অতি রৌদ্র বা বায়ু-সম্ভোগ, কঠোর পরিশ্রম, গুরুভার বহন, দ্রুতগমন, মলমূত্রের বেগ-ধারণ এবং উপবাস, ইত্যাদি কারণ জন্যই হিক্কা ও শ্বাস-রোগের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ ঐ সকল কারণবশতঃ বায়ুর উর্দ্ধগতি হইলে ঐ বায়ু প্লীহা যকৃৎ ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি যন্ত্রকে ফোলায় ও কমায়, এরূপে হোঁস ফোঁস শব্দসহ নানাপ্রকার ক্লেশ অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় কোন কোন শ্বাসরোগীর শ্বাসবদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শ্বাস পঞ্চবিধ; যথা—মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস ও ক্ষুদ্রশ্বাস।

মহাশ্বাসে রোগীর অচৈতন্যতা, দৃষ্টিহীনতা, মুখব্যাদান, উর্দ্ধনেত্রতা, মলমূত্রের বেগরোধ, বাক্যলোপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ঊর্দ্ধশ্বাসে রাগান্ধ বৃষবৎ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রাপ্ত হয়।

ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস, ক্ষুদ্রশ্বাস, ইহারা কেহই প্রাণঘাতী নহে ; ছিন্নশ্বাসকে হাঁপানি কহে।

পূর্ব্বোক্ত শ্বাসরোগে দেহের অবস্থাভেদে অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী ; এই পঞ্চবিধ হিক্কা রোগেরও উৎপত্তি হইতে পারে। নাভিদেশ হইতে ভয়ানক হিক্কা উত্থিত হইলে গম্ভীরা হিক্কা কহে। ইহাদ্বারা মৃত্যু হওয়ার সম্ভব।

যে হিক্কায় মর্ম্মচ্ছেদ, সর্ব্বদেহের কম্পন, সতত উৎপীড়ন হইয়া থাকে, তাহাকে মহাহিক্কা কহে। এই পীড়া উপস্থিত হইলে কেহই রক্ষা পায় না। অন্নজা, যমলা ও ক্ষুদ্রা ; এই ত্রিবিধ হিক্কাতে রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে যথাযোগ্য চেষ্টা করিলেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

---

কাসরোগ।

নাসিকাদি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে ধূমপ্রবিষ্ট, অধিক ব্যায়াম, রুক্ষ অন্ন ভোজন, গাঞ্জা চণ্ডু ইত্যাদি উগ্রবীর্য্যশালী দ্রব্যের ধূমপান, কুল দধি কাঁচা তেঁতুলাদি শ্লেষ্মজনক দ্রব্যের ভোজন, অধিক শ্রম, ভুক্ত বস্তুর বিমার্গে গমন ; ইত্যাদি কারণে প্রাণবায়ু উদানবায়ুর সহিত মিলিত হইলে দুষিত হইয়া রোগীর গলায় স্বরভগ্ন (কাংস্যের বাদ্যের ন্যায়) হইয়া থাকে।

বাতজ কাসে—বক্ষ বেদনা, শিরদেশে দপ্ দপ্ করা, পার্শ্ব, মস্তক ও উদর বেদনা, মুখ অত্যন্ত ম্লান, বিবর্ণ ও

শুক্র, বলবীর্য্য, স্বর ও ওজোধাতু, ইহাদের হ্রাস ও ঘন ঘন কাস, স্বরভেদ ইত্যাদি জন্মে।

পিত্তজ কাসে—জ্বর ও বক্ষঃস্থলে দাহ, মুখের শুষ্কতা ও তিক্ততা, তৃষ্ণা, পীতবর্ণ বমন ও কটু কাস, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও দাহবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক কাসে—মুখলিপ্ত, দেহ অবসন্ন, মস্তক বেদনা-বিশিষ্ট, দেহ শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ, দেহ ভার, অরুচি, কণ্ডু এবং কাসের সহিত গাঢ় কফ নির্গত হইয়া থাকে।

ক্ষতজ কাসে—অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, ভারবহন, পথ পর্য্যটন, যুদ্ধ, অশ্ব ও গজগ্রহণ; এই সকল কারণে উরুক্ষত হইলে কুপিত বায়ু উহা লক্ষ্য করিয়া যে কাস জন্মায়, উহাকে ক্ষতজ কাস কহে। এই রোগে প্রথমতঃ শুষ্ক কাস হইয়া ক্রমে রক্তোদ্গীরণ হয়, রোগীর কর্ণে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও শূলবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হয়, স্পর্শ করিলে ক্লেশ ও সন্তাপ হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনা এবং রোগীর জ্বর, শ্বাস, পিপাসা ও স্বরভঙ্গ হয়, মধ্যে মধ্যে এরূপ বেগে কাস হয় যে রোগী পারাবতের ন্যায় অস্ফুট শব্দ করিতে থাকে।

ক্ষয়জ কাসে—রোগীর দেহ শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও দুর্ব্বলতা, ধাতুশোষ জন্য বলের হ্রাস, মাংস-ক্ষীণ, কাসের সহিত পূযমিশ্রিত শোণিত উঠিতে থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করা দুরূহ। ইহাতে প্রায়ই রক্ষা পায় না। অমিত

ও অসময়ে ভোজন, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, মলমূত্রের বেগ ধারণ ; ইত্যাদি কারণে অগ্নি দূষিত হইলে বায়ু-পিত্ত-কফ দূষিত হইয়াই ক্ষয়জ কাস জন্মাইয়া থাকে।

ক্ষীণব্যক্তির ক্ষয়জ কাস হইলে তাহা প্রাণান্তকারী ; কিন্তু বলবান্ ব্যক্তির হইলে যাপ্য থাকে মাত্র. ক্বচিৎ আরোগ্য লাভ করিতেও দেখা গিয়া থাকে। অল্পদিনের কাস হইলে রোগী, শুশ্রূষাকারী, বৈদ্য ও ঔষধ যদ্যপি শাস্ত্র-সম্মত হয়, তাহাহইলে রোগ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। বৃদ্ধাবস্থায় জরাজনিত কাস হইলে তাহা যাপ্য থাকে মাত্র। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ কাসের উল্লেখ হইয়াছে, চিকিৎসক তন্মধ্যে সাধ্যকে আরোগ্য এবং যাপ্যকে পথ্যাদিদ্বারা প্রশান্ত করিয়া রাখিবেন ॥

---

### যক্ষ্মা রোগ।

মল মূত্রাদির দ্বারা বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, অতিরিক্ত সাহস প্রকাশ, অনিয়মিত আহার ; এই কারণচতুষ্টয় বশতঃ বায়ু-পিত্তাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে বিশেষতঃ কফদোষে রসবাহী শিরাসকল রুদ্ধ হইলে এবং অতিশয় স্ত্রীসহবাস দ্বারা শুক্রক্ষয় হইলে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহাতেই এই রোগ জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে মনুষ্যকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। মনুষ্যকে শুষ্ক করে বলিয়াই যক্ষ্মাকে শোষ ও ক্ষয় রোগও বলিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে চন্দ্রমা রাজার এই পীড়া জন্মিয়াছিল বলিয়া ইহা রাজযক্ষ্মাও কহিয়া থাকে।

যক্ষ্মা জন্মিবার পূর্ব্বে কাস, শ্বাস ও মন্দাগ্নি জন্মে, বমি হয়, মুখ হইতে কফস্রাব হয়, পীনস অর্থাৎ নাসাস্রাব হয়, নয়ন শ্বেতবর্ণ হয়, নিদ্রার আধিক্য জন্মে, গাত্র ভাঙ্গিতে থাকে, তালুশোষ হয়, মাংস ভক্ষণে ও মৈথুনে বাসনা জন্মে। এরূপ ভ্রম জন্মে যে, বোধ হয় যেন, সম্মুখে শুষ্কনদী ও দাবানলাদি দ্বারা ভস্মীভুতপ্রায় বৃক্ষ সকল উপস্থিত হইতেছে। আর স্বপ্নে রোগীর বোধ হয় যেন সে বায়স, শুক, শল্লকী ময়ুর, শকুনি, বানর ও কৃকলাস ইহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

যক্ষ্মা জন্মিলে সাধারণত করপদ জ্বালা করে, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে দাহবোধ হয় এবং সর্ব্বদা দেহে জ্বর বিদ্যমান থাকে। কাহারও কাহারও মতে কাস, স্বর ও রক্তপিত্ত এই তিনটী যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ।

পিত্তজনিত যক্ষ্মায় জ্বর, তাপ, অতিসার ও রক্তাগম; বাতজনিত যক্ষ্মায় স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্ব সংকোচ, শূল, এবং কফজনিত যক্ষ্মায় মস্তকের গুরুত্ব, অন্নাদিতে অরুচি, কাস ও কণ্ঠভেদ, এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।

উল্লিখিত লক্ষণের মধ্যে যে কোনরূপ লক্ষণযুক্তই হউক না কেন, রোগী দুর্ব্বল ও মাংসহীন হইলে চিকিৎসক তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবেন। সকল প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও যদি রোগীর দেহে বল ও মাংসযুক্ত থাকে, তাহাকে চিকিৎসা করা যাইতে পারে। যে রোগী ক্ষীণ হইয়াও অধিক ভোজন করে, কিম্বা যে রোগী অতীসারগ্রস্ত, অথবা যে রোগীর কোষে ও উদরে শোথ হয়, তাহাকে বৈদ্যগণ

পরিত্যাগ করিবেন। যে রোগীর নেত্র শ্বেতবর্ণ হয়, অন্নে দ্বেষ জন্মে, ঊর্দ্ধশ্বাসদ্বারা কষ্ট পায় এবং অতিক্লেশে প্রস্রাব পরিত্যাগ করে, অথচ তখন ভুরিপরিমাণে মূত্র নির্গত হয়, সে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। যে রোগী লোভ-হীন, সবল, দুঃসহ ক্রিয়াদি সহ্য করণে সক্ষম, যাহার দেহে অবিচ্ছেদে জ্বর না থাকে এবং যাহার দেহ কৃশ না হয়, সেই যক্ষ্মারোগীই চিকিৎসার যোগ্য ও সাধ্য।

---

পাণ্ডুরোগ।+

দিবানিদ্রা, অধিক অম্লদ্রব্য ও অধিক লবণাক্ত দ্রব্য, তীক্ষ্ণ মদ্য ও মৃত্তিকাদি ভক্ষণ করিলে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, বাত-পিত্ত-কফ এই ত্রিবিধ ধাতু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এবং শরীরস্থ ত্বক্‌কে পাণ্ডুর-বর্ণ করিয়া ফেলে বলিয়া ঋষিগণ ইহাকে পাণ্ডুরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার আক্রমণে তালু, শুষ্ক মোহ, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, জ্বর, অরুচি, দেহ রক্তরহিত ইত্যাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

---

+ পাণ্ডু পঞ্চবিধ,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও মৃত্তিকা-ভক্ষণজ। বাতজনিত পাণ্ডুরোগে—মল, মূত্র, নেত্র, মুখ ও চর্ম্ম, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণ এবং রুক্ষ, রোগীর কুক্ষিদেশে বন্ধনবৎ অনুভব, কম্প ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে—মলমূত্র নেত্র ও চর্ম্ম, পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা, জ্বালা, জ্বর ও মলভেদে আক্রান্ত হয়। শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগে—মলমূত্র নেত্র ও চর্ম্ম শ্বেতবর্ণ হয়, আলস্য, নিদ্রাতুরের ন্যায় গ্লানি, শোথ, শরীরের গুরুত্ব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা, বমন, অরুচি, জ্বর, ক্ষীণতা, ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা ইত্যাদি লক্ষণ ত্রিদোষজনিত পাণ্ডুর লক্ষণ; হইয়া থাকে দুশ্চিকিৎস্য।

### কামলরোগ।

পাণ্ডুরোগে যদ্যপি পিত্তবৃদ্ধিকর বস্তু সেবন করা যায়, তাহাহইলে পিত্ত, মাংস ও শোণিতাদি দুষিত করিয়া কামলার উৎপত্তি করে। এই রোগে নয়ন, নখ ও চর্ম্মাদি হরিদ্রাবর্ণ হয়, রোগীর মল মূত্রাদিও পীতবর্ণ হইয়া থাকে। ভেকের ন্যায় রোগীর ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হয় এবং জ্বালা, ক্ষীণতা, অরুচি, দেহের অবসন্নতা ও অজীর্ণাদি জন্মে।

---

### কুম্ভকামল।

উক্ত কামল বহু দিবসের হইলেই তাহাকে কুম্ভকামল কহে। কুম্ভকামলায় যদ্যপি রোগী শ্বাস ও কাসদ্বারা ক্লিষ্ট, মলভেদ, জ্বর, অরুচি ও বমি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়, তাহাহইলে সেই রোগী কদাচ রক্ষা পায় না।

---

মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে যে পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহাকে মৃত্তিকা-ভক্ষণজ পাণ্ডু কহে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বাত-পিত্তাদির যে কোন একটী ধাতু কুপিত হইয়া এই রোগের উৎপত্তি করিয়া থাকে। মৃত্তিকা ভক্ষণে রসাদি ধাতুও রুদ্ধ হয়, এবং তৎকর্ত্তৃক ভুক্তদ্রব্যও রুক্ষ করিয়া ফেলে, সহজে জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে স্রোতসকল রুদ্ধ হইয়া নেত্র কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিবীর্য্য করিয়া ফেলে এবং অগ্নিমান্দ্য জন্মায়। উষর মৃত্তিকা ভক্ষণে পিত্ত ; কষায় মৃত্তিকাতে বায়ু এবং মধুর মৃত্তিকা ভোজনে শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগে যদ্যপি রোগী শ্লেষ্মমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ অল্পপরিমিত মলত্যাগ করে তাহা হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পুরাতন হইলে যদ্যপি ধাতুক্ষয় হয়, তাহাও সাধ্যতীত এবং যে রোগী পাণ্ডু অবস্থায় শোথে আক্রান্ত হইয়া যাবতীয় বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহার সেই রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। এই রোগে তৃষ্ণা, বমি ও মূর্চ্ছাদ্বিরা আক্রান্ত হইলে ও চিত্তক্লান্তি জন্মিলে, দেহস্থ পাণ্ডু ক্রমশঃ শুক্লতা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে রোগীর নেত্র, দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং সমুদয় দ্রব্য পাণ্ডুবর্ণ দেখে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

### হলীমকরোগ।

বাত-পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে যদ্যপি রোগী দুর্ব্বল, উৎসাহহীন, দেহ হরিত শ্যাম বা পীতবর্ণ, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরযুক্ত, দাহ ও তৃষ্ণার্ত্ত হয় এবং তাহার স্ত্রীসহবাসে অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুকেই হলীমক রোগ কহে।

---

### প্রমেহরোগ।+

অতিরিক্ত দধি, দুগ্ধ, ছাগাদি গ্রাম্য পশুর মাংস, সজল দেশজ বরাহ কচ্ছপাদির মাংস, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, শর্করা ও মিছরি প্রভৃতি শ্লেষ্মজনক দ্রব্য ভোজন, নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যায় শয়ন বা আসনে উপবেশন করিয়া থাকিলে এই রোগ জন্মে।

---

+ এই প্রমেহরোগ বিংশতি প্রকার; তন্মধ্যে পিত্তজন্য ছয় প্রকার, বায়ুজন্য চারি প্রকার এবং অবশিষ্ট কয়টী শ্লেষ্মজন্য। প্রমেহ জন্মিবার পূর্ব্বে হস্তপদে দাহ, মুখ মধুরতা এবং চক্ষুতে মল জন্মিয়া থাকে। যেমন শ্বেত-পীতাদি বর্ণের পরস্পর মিশ্রণে নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বায়ু-পিত্তাদি দোষ সকল মেদ-মাংসাদি মিলিত হওনান্তর মূত্রের বর্ণও ভিন্নতা জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং 'প্রমেহ' নামে এক হইলেও নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত ষড়বিধ প্রমেহের লক্ষণ।—১ম, ক্ষারমেহ; এই মেহে ক্ষার-ধৌত জলের ন্যায় প্রস্রাব এবং মূত্রের গন্ধ ক্ষারের ন্যায় হয়। ২য়, নীলমেহ; এই মেহরোগে মূত্রের বর্ণ নীলাভ হয়। ৩য়, কৃষ্ণমেহ; এই মেহে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৪র্থ, হরিদ্রামেহ; এই মেহে মূত্র কটুরসযুক্ত এবং হরিদ্রা-বর্ণ হইয়া থাকে। ৫ম, মঞ্জিষ্ঠামেহ; মেহেরবর্ণ মঞ্জিষ্ঠার জলের ন্যায় হয়। ৬ষ্ঠ, রক্তমেহ; এই মেহে মূত্র রক্তবর্ণ, উষ্ণ ও লবণরস-সংযুক্ত এবং দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বাতজনিত মেহ চারি প্রকার। ১ম, বসামেহ, এই মেহে মূত্রের বর্ণ বসার ন্যায় হইয়া থাকে, ইহার সহিত বসা ক্ষরিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ

স্বরভেদরোগ।

চিৎকার, বিষভক্ষণ, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, কণ্ঠে কোন প্রকার আঘাত লাগা; ইত্যাদি কারণে বাত-পিত্তাদি ধাতু সকল কুপিত হইয়া স্বরবাহী স্রোতসমূহে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাতে যে স্বরের বিকৃতি জন্মে, তাহাকেই স্বরভঙ্গ রোগ কহে। বাত-জনিত স্বরভঙ্গে—নেত্র, বদন, মল ও মূত্র কৃষ্ণ-বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং স্বর গর্দ্দভের তুল্য কর্কশ হইয়া থাকে। পিত্ত-জনিত স্বরভেদে—নেত্র, বদন, মল ও মূত্র পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং বাক্যপ্রয়োগকালে গলদেশে দাহ জন্মে। শ্লেষ্মজন্য স্বরভেদে—কণ্ঠ শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকে, রোগীর স্বর রাত্রি-

---

প্রস্রাব হইয়া থাকে। ২য়, মজ্জামেহ; এই মেহ মজ্জা মিশ্রিত এবং মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৩য়, ক্ষৌদ্রমেহ, এই মেহের মূত্র মধুর রসবিশিষ্ট ও কষায়বিশিষ্ট। ৪র্থ, হস্তীমেহ; এই মেহে রোগী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বহু পরিমাণে লসীকযুক্ত মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

কফজনিত দশ প্রকার মেহ। ১ম, উদকমেহ; মূত্র জলবৎ, পিচ্ছিল শুক্লবর্ণ, ঘোলা, কোনপ্রকার গন্ধরহিত ও শীতল হইয়া থাকে। ২য়, ইক্ষু-মেহ; ইহাতে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্ট হয়। ৩য়, সান্দ্রমেহ; মূত্র মাড়ের ন্যায় ঘন হইয়া থাকে। ৪র্থ, সুরামেহ; মূত্র মদ্যের গন্ধ এবং কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে উপরে তরল এবং নিম্নে গাঢ় হয়। ৫ম, পিষ্টমেহ; মূত্র গাঢ় চালুনি জলের ন্যায়, প্রস্রাব ত্যাগকালীন গাত্র রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, শুক্রমেহ; মূত্রের সহিত শুক্র নির্গত এবং মূত্রের বর্ণ ও শুক্রের ন্যায় হয়। ৭ম, সিকতামেহ; প্রস্রাবের সহিত বালুকা কণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮ম, শীতমেহ; এই মেহের মূত্র শুক্ল, মিষ্ট ও শীতল হইয়া থাকে। ৯ম, শনৈর্মেহ; এই মেহে মূত্র বারম্বার অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। ১০ম, লালামেহ; মূত্র পিচ্ছিল ও তন্তুবিশিষ্ট হয়।

প্রমেহে উপদ্রব।—পিত্তজ মেহে জ্বর, দাহ, মোহ, অম্লোদ্গার, তৃষ্ণা, মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে অতিশয় বেদনা, মুষ্কের বিদীর্ণতা; বাতজ মেহে শ্বাস, কাস, কম্প, নিদ্রানাশ, শোষ, তিক্ত ও কষায়াদি ভোজনে স্পৃহা, চক্ষুবেদনা ও উদাবর্ত্ত; কফজ মেহে নাসাস্রাব, কাস, মন্দাগ্নি, অরুচি, বমি ও নিদ্রার আধিক্য হইয়া থাকে।

কালে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু দিবসে অল্প পরিমাণে কথা কহিবার শক্তি থাকে। ত্রিদোষজনিত স্বরভেদে—ত্রিদোষই লক্ষিত হয়, ইহাতে কথা কহিবার সামর্থ্য থাকে না এবং ইহা চিকিৎসাদ্বারাও প্রশমিত হয় না। ক্ষয়জ স্বরভেদে—ধাতুক্ষয় হইলে যে স্বরভেদ উপস্থিত হয়, তাহাতে বাক্য-প্রয়োগকালে কণ্ঠদেশে বেদনা হয়, রোগীর অল্পমাত্র কথা কহিবার শক্তি থাকে, কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গত হইলে যদ্রূপ বোধ হয়, তদ্রূপ অনুভব হয়। এই রোগ উপস্থিত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য জানিতে হইবে। মেদজনিত স্বর-ভেদে—রোগীর কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না, গল-দেশ শ্লেষ্মা ও মেদদ্বারা জড়িত থাকে এবং রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হয়।

---

### মধুমেহ।

উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না করিলেই প্রমেহ রোগের মূত্র মধুর ন্যায় হয়, এই জন্য তাহাকে মধুমেহ কহা যায়।

---

### মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। +

পুনঃ পুনঃ আহার, অজীর্ণ, অধিক মৈথুন, সজল-দেশ-জাত পশুর মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, অধিক ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ

+ এই রোগ আটপ্রকার; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শৈলজ, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজ। বাত-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ,—পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গম, বস্তি, বঙ্ক্ষণ ও মেঢ়ে বেদনা, মূত্রের বর্ণ রক্তসংযুক্ত পীত, বস্তিপ্রদাহ ও বস্তিবেদনা; পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ,—মূত্র পিচ্ছিল হয়, বস্তি ও লিঙ্গদেশে শোথ জন্মিলে তাহাকে শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। সান্নিপাতিক জন্য, উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ঔষধ ও রুক্ষ-বস্তু সেবন করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রোগে অতি কষ্টে মূত্র নির্গত হয় বলিয়াই ইহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে।

---

### অশ্মরীরোগ।

সহজ ভাষায় ইহাকে পাথরি রোগ কহে। বায়ু মূত্রাশয়স্থ শুক্র, মূত্র, পিত্ত ও কফকে শোষণ করিলেই পাথরি উৎপত্তি হইয়া থাকে। আক্রমণের পূর্ব্বে মূত্রাশয় স্ফীত, তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বেদনা, ছাগগন্ধের ন্যায় মূত্রে গন্ধ, অতি কষ্টে মূত্র নির্গত, জ্বর ও অরুচি জন্মে।

---

### শর্করারোগ।

পাথরি রোগ উপস্থিত হইলে যদ্যপি কোষ ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে টেপা যায়, তাহাহইলে পাথরি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া শর্করার ন্যায় হয়, এবং বায়ু কুপিত না থাকিলে ঐ

---

অস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত হইলে, অথবা মূত্রবাহী স্রোতে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে শৈলজ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মল ও মূত্রের বেগ ধারণ করিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহাকে পুরীষজ কহে; ইহাতে উদরস্ফীতি, মূত্রসঙ্কোচ ও বাতশূল হইয়া থাকে। মূত্রাশয়ে পাথরি জন্মিলে যে মূত্রকৃচ্ছ হয়, তাহাকে অশ্মরীজ কহে; প্রসাবের সহিত রেতস্খলন, লিঙ্গ ও মূত্রাশয়ে বেদনা ইহার লক্ষন। অশ্মরী-গুড়িকাদ্বারা যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে শর্করাজ কহে; দেহ কম্পন, উদরস্ফীতি, মন্দাগ্নি, বক্ষ-বেদনা, মোহ ও প্রস্রাবকালীন ক্লেশানুভব ইহার লক্ষণ। ইহাতে প্রস্রাব-কালীন অশ্মরী-গুড়িকা নির্গত হয় এবং উহা নির্গত হইলে পর রোগীর শরীর সুস্থ হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার ঐ গুড়িকা সঞ্চিত হইলে মূত্রপথ বন্ধ হইয়া যায়, সহজে বহির্গত হয় না, এমন কি রোগী অধৈর্য্য হইয়া পড়ে।

শর্করা মূত্রের সহিত বহির্গত হইতে থাকে। কিন্তু বায়ু কুপিত থাকিলে ঐ শর্করা মধ্যগত থাকিয়া বিবিধ প্রকার অনিষ্ট জন্মায়। এ অবস্থায় রোগী অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

---

মূত্রাঘাতরোগ।

মল ও মূত্রের বেগ রোধ করিলে বাত-পিত্তাদি ধাতু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ জন্মাইয়া থাকে। মূত্রাঘাত নানাবিধ, এস্থলে সকলগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক।

---

প্রদররোগ।

সুরাপান, অতিরিক্ত মৈথুন, গর্ভস্রাব, অধিক পদব্রজে গমন ও ভ্রমণ, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইতে না হইতে ভোজন বা বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন, ভার বহন, আঘাত, দিবানিদ্রা; ইত্যাদি কারণে স্ত্রীলোকদিগের প্রদররোগ জন্মিয়া থাকে। এই প্রদররোগ আবার চারি প্রকার; বাতজ পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ। সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গবেদনা, ও অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ, তৃষ্ণার্ত্ত, মূর্চ্ছিত, মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, দুর্ব্বল এবং তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়ে। পিত্ত-জনিত প্রদররোগে— পীত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতস্রাব; বাতজনিত প্রদর রোগে ফেণযুক্ত অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় শোণিত-স্রাব; শ্লেষ্মজনিত হইলে-পাণ্ডুবর্ণ অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। ত্রিদোষজনিত প্রদরে ঘৃত মধু বা হরিতালাদি মিশ্রিতের ন্যায় শোণিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই ত্রিদোষ-জন্য প্রদর আরোগ্য হয় না। রোগী দুর্ব্বল ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলে বা নিরন্তর রক্তস্রাব ও বেদনা থাকিলে কোনরূপ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না।

---

হৃদ্রোগ।

অনিয়মিতরূপে বারম্বার আহার, অধিক ব্যায়াম, উষ্ণ-কষায়-তিক্ত-গুরুদ্রব্য ভোজন, চিন্তা ও মলমূত্রাদির বেগ সম্বরণ; এই সকল কারণে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা পঞ্চবিধ ;—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজ। বাতিক-জন্য—হৃদয়ে নানাপ্রকার বেদনা ; পৈত্তিক-জন্য—দাহ, তৃষ্ণা, হৃদয়ে ক্লান্তি, মোহ স্বেদ, মুখের শুষ্কতা ; শ্লৈষ্মিক-জন্য—মন্দাগ্নি, অরুচি, কফস্রাব ও দেহের গুরুত্ব ; সান্নিপাতিক-জন্য—উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বমনেচ্ছা, বমন, শোথ, বক্ষঃস্থলে নানারূপ বেদনা ও অন্ধকারাদি দর্শন হইয়া থাকে।

---

আমবাতরোগ।

বায়ু ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া মেরুদণ্ডের নীচে এবং সন্ধি-স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া যে বেদনা উৎপাদন করে এবং দেহের জড়তা ও অবসাদ জন্মায়, তাহাকে আমবাত কহে। দেহে অত্যন্ত বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, হস্ত ও পদে অল্প বেদনানুভব, এই রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এক দোষোৎপন্ন আমবাত চিকিৎসায় প্রশমিত হয়, কিন্তু ত্রিদোষজ আমবাত আরোগ্য হয় না যাপ্য থাকে মাত্র।

অজীর্ণ ও বিসূচীকা রোগ।

অধিক পরিমাণে জলপান, কোনদিন অধিক, কোন দিন অল্প, এরূপ অনিয়মিত আহার, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ, যথাকালে অল্প পরিমাণে সাত্ম্যদ্রব্য আহার; এই সকল কারণে আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক না হইয়া অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়। অজীর্ণ তিন প্রকার; আমজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ। এই ত্রিবিধ অজীর্ণ রোগ হইতেই বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত রোগে আক্রান্ত হইলে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, অতীসার, বমি, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, গাত্রভঙ্গ, জৃম্ভণ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্পন, হৃদয়ে বেদনা, শিরঃশূল প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহার চক্ষু অভ্যন্তরগত, স্বরভঙ্গ, দন্ত ওষ্ঠ ও নখ বিবর্ণতা, দেহ-সন্ধি শিথিল ও জ্ঞানের হ্রাস হয় এবং বমনদ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়, সেই রোগী কদাচ রক্ষা পায় না।

---

মুখরোগ।

মৎস্য, মাংস, দধি ও ক্ষীর ইত্যাদি দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিলে বাত-পিত্তাদি দূষিত হইয়া মুখরোগ উৎপাদন করে। মুখরোগ বহু প্রকার; ওষ্ঠগত, জিহ্বাগত, সর্ব্বসর, তালুগত ও দন্তগত ইত্যাদি।

ওষ্ঠরোগ নানাপ্রকার; এই রোগে ওষ্ঠদেশে নানারূপ ফুস্কুড়ি ও বেদনা জন্মে। কোন কোন ওষ্ঠরোগে স্থূল মাংসপিণ্ডও উৎপন্ন হয়।

জিহ্বাগত মুখরোগ—জিহ্বা বিদীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, শোথ ও মাংসাঙ্কুর জন্মিতে দেখা যায়।

তালুগত মুখরোগে—তালুমূলে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটক সদৃশ শোথ, তৃষ্ণা, বেদনা ও জ্বর হইয়া থাকে।

কণ্ঠগত মুখরোগে পিত্ত, শ্লেষ্মা, মাংস ও শোণিতাদি দূষিত হইয়া কণ্ঠে অঙ্কুর জন্মায়, তাহাতে গলনালীর ছিদ্র রুদ্ধ হইয়া যায়।

মুখের সর্ব্বত্র যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে সর্ব্বসর মুখ-রোগ কহে। এই স্ফোটকগুলি পিত্তাদি-ভেদে রক্ত, পীত ও মুখব্রণ বর্ণ হয়, এই রোগে কণ্ডু ও জন্মে।

দন্তগত মুখরোগে—দন্তে শোথ, বেদনা, রক্তস্রাব, পূয-নির্গত হয়। তদ্ব্যতিত দন্ত নড়িতে থাকে, জ্বালা উপস্থিত হয়, দন্ত অসমান ও বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেও দেখা যায়।

---

## কর্ণরোগ।

বায়ু দূষিত হইয়া কর্ণমূল শুষ্ক করিলে শ্রুতিশক্তির হ্রাস হয়, কর্ণ দিয়া জল পড়ে ও কর্ণে বেদনা জন্মে। পিত্ত কুপিত হইয়া কর্ণে পীড়া উৎপাদন করিলে কর্ণে জ্বালা হয়, শোথ জন্মে এবং পূয নির্গত হইয়া থাকে। কফ দূষিত হইয়া কর্ণরোগ জন্মাইলে কর্ণে শোথ, বেদনা ও কণ্ডু উপ-স্থিত হয়।

---

## নাসারোগ।

বায়ু ও কফ কুপিত হইলে নাসিকাপথ অবরুদ্ধ করিয়া

ফেলে। ইহাতে নাসিকা উষ্ণতা ও আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়, কোন দ্রব্যের গন্ধ টের পাওয়া যায় না। ইহাকে পীনস কহে।

কফ, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া, বায়ুকে গলা ও তালুমূলে লইয়া গেলে ঐ বায়ু পূযগন্ধবিশিষ্ট হইয়া নাসাদ্বারা বহির্গত হয়, ইহাকে পূতিনস্য রোগ কহে।

পিত্তকর্ত্তৃক নাসিকাতে পূতিগন্ধবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হইলে তাহাকে নাসিকাপাক কহিয়া থাকে।

নাসিকাস্থ বায়ু শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মপ্রদেশে দোষভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মার সহিত নাক দিয়া বহির্গত হয়, ইহাকে হাঁচি কহে।

মল ও মূত্রের বেগরোধ, নাসায় ধূলি প্রবেশ, ক্রোধ, জাগরণ, অতিরিক্ত মৈথুন, হিম লাগান ইত্যাদি কারণে কফ মস্তকে গাঢ়ীভূত হইয়া ছর্দ্দির উৎপত্তি করিয়া থাকে।

---

### শিরোরোগ।

বাতিক শিরোরোগ উপস্থিত হইলে হঠাৎ মস্তকে বেদনা হয়, মস্তকে বস্ত্রাদি বান্ধিলে স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। পিত্তজন্য শিরোরোগে নাক ও চক্ষু দিয়া উষ্ণ ধূমনির্গমের ন্যায় বোধ হয় এবং মস্তকে দারুণ যাতনা জন্মে। শ্লৈষ্মিকজন্য শিরোরোগে মস্তক শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ত্রিদোষজ শিরোরোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই জন্মে। রক্তজনিত শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা, রক্ত, মস্তিষ্ক ও বায়ুর হ্রাস হইলে যে শিরো-

রোগ জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ধূমগ্রহণ, বমি, নস্য গ্রহণ ইত্যাদি কারণেও ইহার বৃদ্ধি হয়। ক্রিমি-জনিত শিরোরোগে মস্তকে নানাবিধ বেদনা জন্মে এবং নাসিকাদ্বারা শোণিত সংযুক্ত পূয বহির্গত হয়। এরূপ অবস্থায় নাক দিয়া ক্রিমি পড়িতেও দেখা গিয়া থাকে। প্রভাত কাল হইতে মস্তক, নেত্র ও ভ্রূমধ্যে বেদনা আরম্ভ হইয়া দিবাকরের তেজ বৃদ্ধির সহিত বেদনা বৃদ্ধি হইলে তাহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ কহে।

---

### অম্লপিত্তরোগ।

অম্লজনক দ্রব্য, গুরু ও বিরুদ্ধ দ্রব্য, তক্র, সুরা, মাষ-কলায় প্রভৃতি ভক্ষণ জন্য পিত্ত দূষিত হইয়া অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, পরিশ্রম বোধ হয়, অম্লোদ্গার ও তিক্তোদ্গার হইতে থাকে, শরীর গুরু বোধ হয়, বুক জ্বালা করে এবং অরুচি জন্মিয়া থাকে। এই রোগ তরুণ হইলে এবং রোগী কুপথ্য না করিলে চিকিৎসায় আরোগ্য হয়।

---

### বিস্ফোট রোগ।

কটু, অম্ল, ক্ষার, গুরু, অজীর্ণকর ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ ও অধিকক্ষণ রৌদ্র সেবন ইত্যাদি কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া মাংস-শোণিতাদি আশ্রয় করে এবং অগ্রে জ্বর জন্মা-ইয়া তদনন্তর বিস্ফোট জন্মায়। এই বিস্ফোটের আকার হুতাশনদগ্ধ ফোস্কার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত

বেদনা জন্মে। এই রোগে রোগী তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতিতে কাতর হইয়া থাকে।

---

নেত্ররোগ।

অধিক অগ্নি-সন্তাপ, অতিরিক্ত রৌদ্রসেবন, রাত্রি জাগরণ, অধিক স্বেদ-নির্গম, দূরদর্শন, চক্ষুতে ধূলি, কঙ্কর ও কীটাদি প্রবেশ, বমনরোধ, অধিক বমন, নিশিতে দ্রবীভূত অন্নভোজন, মল ও মূত্রের নিঃসরণ রোধ, মস্তকে আঘাত, অনবরত ক্রন্দন, মদ্যপান, অত্যন্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, বাষ্পরোধ, সূক্ষ্মদ্রব্য দর্শন ইত্যাদি কারণে নেত্ররোগের উৎপত্তি হয়। নেত্ররোগ বহুবিধ আছে, এস্থলে সকলগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। ফলতঃ নেত্ররোগ উৎপত্তি হইবামাত্র চিকিৎসা করাইবে, কেননা ইহা বহুদিনের হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না।

---

কুরণ্ডরোগ।

অধোগামী বায়ু দূষিত হইয়া কুচ্‌কি হইতে অণ্ডকোষে যে শিরা গমন করিয়াছে, তাহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ শিরাকে দূষিত করিয়া ফেলে, তাহাতেই শোথ উৎপন্ন হইয়া অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত হয়, ইহাকেই কুরণ্ড রোগ বলে।

বাতজনিত কুরণ্ডে—অণ্ডকোষে বেদনা জন্মে এবং বায়ুপূরিত চর্ম্মপুটক ( ভিস্তির মূষক সদৃশ ) স্পর্শ করিলে যেরূপ বোধ হয়, কোষ স্পর্শেও সেইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। পিত্তজনিত কুরণ্ডে—অণ্ডকোষের বর্ণ পক্ক যজ্ঞডুমুরের ন্যায়

দৃষ্ট হয়, কুরণ্ড পাকিয়া উঠে এবং জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক কুরণ্ডে—কোষ শীতল, ভারি, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। পৈত্তিক কুরণ্ডে—যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রক্তজ কুরণ্ডেও তদ্রূপ। মেদোজ কুরণ্ডে—শ্লৈষ্মিক কুরণ্ডের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং পক্ক তালের ন্যায় উহার বর্ণ হইয়া থাকে। মূত্ররোধ হইলে যে কুরণ্ড জন্মে, তাহাকে মূত্রজ কুরণ্ড কহে। এই রোগে রোগী যখন গমন করে, তখন ভিস্তির ন্যায় ঐ কুরণ্ড এদিক ওদিক দোলায়মান হইতে থাকে এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের ন্যায় ইহাতে বেদনা উৎপন্ন হয়।

---

অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ।

বায়ু-বৃদ্ধিকর দ্রব্যাদি ভক্ষণ, অত্যন্ত শীতল জলে স্নান, মূত্রবেগ সম্বরণ, মলমূত্র ত্যাগের জন্য অত্যন্ত বেগদান, পথ পর্য্যটন, অধিক ভারবহন; এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্র সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে এবং স্বস্থান হইতে ঐ বায়ুকে কুচ্‌কিতে লইয়া যায়, তজ্জন্যই উহাতে গ্রন্থিত-বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। ঐ শোথের চিকিৎসা না করিলে দূষিত বায়ু ঐ গ্রন্থিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র অন্ত্রকে অণ্ডকোষে লইয়া যায়। সুতরাং কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠে এবং উহাতে বেদনা জন্মে। উহাকেই অন্ত্রজনিত কুরণ্ড বা অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। ঐ অন্ত্র কোষে অবস্থিতি করিয়া থামিয়া থামিয়া ক্লেশ প্রদান করে, ঐ কোষ চাপিয়া ধরিলে অন্ত্র শব্দ করতঃ কোষকে স্ফীত করিয়া রোগীকে ঊর্দ্ধনেত্র করে, তাহাতে রোগীর

কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হয় এবং কোষ ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার ঐ অন্ত্র কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

---

### শ্লীপদ রোগ।

শোথ কুচ্‌কিতে উপস্থিত হইয়া পাদ ন্তু গমন করিলে এবং স্থির হইলে তাহাকে শ্লীপদ ( গোদ ) বলে। যে গোদ উইয়ের ঢিপির মত ও মাংসাঙ্কুরদ্বারা পরিবেষ্টিত, বৃহৎ ও যাহা বৎসরাধিক হইয়াছে, তাহা আরোগ্য হয় না। যদিও বাতপিত্তাদি দোষের প্রত্যেকেই কুপিত হইয়া এই রোগ উপস্থিত করে, তথাপি সর্ব্বপ্রকার গোদেই শ্লেষ্মার অংশ বর্ত্তমান থাকে।

---

### গলগণ্ড রোগ।

গলদেশে কুরণ্ডের ন্যায় শোথকেই গলগণ্ড কহে। দূষিত কফ, বায়ু ও মেদ গলপ্রদেশের পশ্চাদ্ভাগের শিরা আশ্রয় করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগ এক বৎসরের অধিক হইলে তাহা চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না।

---

### গণ্ডমালা রোগ।

কফ ও মেদ দূষিত হইয়া গলদেশ, স্কন্ধ, কক্ষ, ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের শিরাদ্বয়ে বদরীফল বা আমলকীর সদৃশ বহু-সংখ্যক স্ফোটক জন্মে, তাহাকে গণ্ডমালা বলে। এই রোগ চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

---

অর্ব্বুদরোগ।

বাত-পিত্তাদি দোষ সকল রক্তমাংস আশ্রয় করিয়া দেহের স্থানে স্থানে যে গোলাকার মাংসপিণ্ড উৎপাদন করে, তাহাকে অর্ব্বুদ রোগ কহে।

---

বাতরোগ।

উপবাস, শীতল বা রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ, অতিরিক্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত বমন ও অতিরিক্ত বিরেচন, ব্যায়াম ও তাহা একেবারে পরিত্যাগ, উপদংশ বিষজনিত, অত্যন্ত লম্ফপ্রদান, অধিক সন্তরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অধিক গাত্রসঞ্চালন, মূত্রাদির বেগরোগ, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রবর্দ্ধিত হইয়া শূন্যগর্ভ শিরা ও ধমনীতে প্রবিষ্ট হয়, পরিশেষে নানারূপ অঙ্গব্যাপী পীড়া উৎপাদন করে।

সন্ধিস্থানে সঙ্কোচ বোধ, পঙ্গুত্ব, কুব্জত্ব, খঞ্জতা, দেহশোষ, শিরোবেদনা, নিদ্রানাশ, মস্তক বসিয়া যাওয়া, নাসিকা চেপ্টা হওয়া, পৃষ্ঠে নানারূপ বেদনা, হস্তে বেদনা, চক্ষু কোঠরসংলগ্ন, শরীরের অসারকতা, চক্ষু ও মুখ ব্যাদানতা, মল ও মূত্ররোধ, উদরস্ফীতি, খাদ্যে অনিচ্ছা, গুল্ম, শোথ, অর্শ, গাত্রাদি কম্পন প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

বাতরক্তরোগ।

কটু ও অম্লদ্রব্য, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বিরুদ্ধ-দ্রব্য, সজলদেশজাত পশুর মাংস, শিম, শাক, মাষকলায়, মূলা, কাঞ্জী,

দধি, ঘোল ও সুরা প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক আহার, রাত্রিজাগরণ, সর্ব্বদা গজ ও তুরঙ্গাদি আ-রোহণ, এই সকল কারণে বায়ু ও রক্ত দূষিত হইয়া পাদে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতে বাতের প্রাধান্য হয় বলিয়া ইহাকে বাতরক্ত রোগ কহে। দেহকম্পন, বেদনা, অঙ্গুলীসঙ্কোচ, শৈত্য-সেবনে অরুচি, কণ্ডু, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, স্পর্শ-শক্তির হ্রাস, শরীরের বর্ণান্তর প্রাপ্তি, প্রকারভেদে এই সকল লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে। যাহার পাদ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানের চর্ম্ম পাকিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হয় ও রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না।

---

বমনরোগ।

বাতাদি ধাতুত্রয়ের ন্যূনাতিরেক, কদাকার দ্রব্যাদি দর্শন, লবণাক্ত, দ্রবদ্রব্য ও অতিস্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অনিয়মিত গুরুদ্রব্য ও অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন, অত্যন্ত ভয়, উদ্বেগ অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গুরুতর শ্রম, অত্যন্ত-দ্রুতভোজন ইত্যাদি কারণে বমনবেগ সমুত্থিত হইয়া উদর হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। বমনবেগের উৎপীড়নে পাকস্থলী ধারণাশক্তি বিহীন হইয়া ভুক্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করিলে সেই ভুক্তবস্তু বমনবেগে বহির্গত হয়। শরীরস্থিত বায়ু বমনবেগে উৎপীড়িত হইয়া মল, মূত্র ও ঘর্ম্মবাহিনী শিরাকে রোধ করে এবং ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। উদ্গীর্য্য দ্রব্য মল-মূত্রের সমান গন্ধ হয় এবং তৃষ্ণা, শ্বাস, হিক্কাদি উপস্থিত

হইয়া রোগীর প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। বমন নানারূপ; তন্মধ্যে ক্রিমিজন্য বমনরোগ হইলে ক্রিমিঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

---

তৃষ্ণারোগ।

উপবাস, ক্রোধপ্রকাশ, কটু ও অম্লদ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল কারণে পিত্তবৃদ্ধি হইলে ঐ পিত্ত, ভয় পরিশ্রম ও দুর্ব্বলতা দ্বারা বাতের সহিত প্রকুপিত হওনান্তর উর্দ্ধদিকে গমন করে, পরিশেষে তালুপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক তালুকে শুষ্ক করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। জ্বর, মোহ, ধাতুক্ষয়, শ্বাস, ইত্যাদি গুরুতর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ও অতিশয় কৃশব্যক্তির এবং ভয়ঙ্কর বমনরোগে উৎপীড়িত ব্যক্তির বলবতী পিপাসা মৃত্যুর চিহ্ন। ক্লান্তি, মোহ, স্বরের ক্ষীণতা, মুখশোষ, গলশুষ্কতা, তালুশোষ প্রভৃতি উপদ্রব হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য জানিতে হইবে।

---

দাহরোগ।

দাহ সাত প্রকার। যথা—মদ্যপান করিলে পিত্ততেজ দূষিত হইয়া রক্তে মিলিত হওনান্তর যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মদ্যপান- দাহ বলে।

ত্রিবিধ ধাতুর হ্রাস ও বৃদ্ধিবশতঃ দেহস্থ শোণিতরাশি দূষিত হইয়া যে দাহ উপস্থিত হয় এবং সেই দাহে শরীর উষ্ণ, তৃষ্ণা, দেহে ও মুখে লৌহগন্ধ, শরীর ও চক্ষু তাম্রবর্ণ

অগ্নিদগ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণকে রক্তজনিত দাহরোগ কহিয়া থাকে।

পিত্তজনিত দাহরোগে—পৈত্তিকজ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অধিক তৃষ্ণার সময় জলপান না করিলে শরীরস্থ তরল ধাতুর ক্ষয় হয় এবং অন্তর্দাহ ও বহির্দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎকালে দেহের উত্তাপ, মনের অসুখ, শরীরের অস্থিরতা, গলা তালু ওষ্ঠের শুষ্কতা, জিহ্বার বহির্গমন ও শরীর কম্পন, এই সকল লক্ষণ তৃষ্ণারোধজনিত দাহে প্রকাশিত হয়।

রক্তপূর্ণ-কোষ্ঠজনিত-প্রদাহে—গুরুতর আঘাত-জনিত রক্ত দূষিত হইয়া শিরা, ফুস্ফুস্, প্লীহা ও যকৃতাদি যন্ত্রে সংস্থান দ্বারা এইরূপ প্রদাহ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে।

রসাদি ধাতুক্ষয়-জন্য দাহ জন্মিলে মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ক্ষীণস্বর, কার্য্যে অপটু ও দেহ অবসন্ন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গুরুতর রোগ অথবা প্রহারজন্য মর্ম্মস্থানে (বস্তি ও বক্ষঃস্থল) আঘাত প্রাপ্ত হইলে যে দাহ জন্মে, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। এই দাহ চিকিৎসার অসাধ্য।

যে দাহে দেহের অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালাবোধ হয় এবং বহির্দ্দেশে বরফের ন্যায় শীতল থাকে, সেই দাহরোগী কালগ্রাসে পতিত হয়।

---

গুল্মরোগ।

অনিয়মিত আহার ও অপরিমিত পরিশ্রম করিলে বাত পিত্ত-কফ ধাতুত্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদয়, নাভি, মূত্রাশয় ও পার্শ্বদ্বয়, এই পঞ্চবিধ স্থানে গ্রন্থির ন্যায় গুল্ম জন্মায়। ইহা পাঁচ প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও রক্তজ।

গুল্ম রোগ জন্মিবার অগ্রে উদরমধ্যে নানাবিধ শব্দ হয়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অরুচি জন্মে, পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে ও মন্দাগ্নি হইয়া থাকে।

অনিয়মিত সময়ে অল্প বা অধিক মাত্রায় রুক্ষদ্রব্যের পান ও ভোজন, অন্যায় পরিশ্রম, মলমূত্রের বেগরোধ, শোক, কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্তি, অতিশয় বিরেচন এবং অধিক উপবাস, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া যে গুল্ম জন্মে, তাহাকে বাতজ গুল্ম কহে। এই গুল্ম কখন নাভি, কখন বা পার্শ্বদেশ আক্রমণ করে এবং কখন এই আক্রমণের হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, কফজ্বর, হৃদয়-পার্শ্ব-উদর-মস্তক স্কন্ধ প্রভৃতিতে বেদনা, দেহ রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণপীতমিশ্র বর্ণ, রুক্ষ-কষায়-তিক্ত ও কটু-দ্রব্য সেবনে এবং ভুক্তবস্তু পরিপাক হইলে পশ্চাৎ রোগের বৃদ্ধি ও ভোজনে শান্তি হইয়া থাকে।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, সুরাপান, অধিকক্ষণ রৌদ্রে অবস্থিতি, অজীর্ণজনিত অপক্করস, দূষিত শোণিত ইত্যাদি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া গুল্ম উৎপাদন

করে। এই গুল্ম হইলে জ্বর, পিপাসা, মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্তবর্ণ, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে উদরে অতিশয় বেদনা, ঘর্ম্ম, দাহ, গাত্রস্পর্শে বেদনানুভব, ইত্যাদি লক্ষণ পিত্তজ গুল্মে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শীতল, গুরুপাক ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম বর্জ্জন, দিবানিদ্রা ও অনিয়মিত ভোজন ইত্যাদি কারণে শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া কফজনিত গুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে দেহ আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ হয়, দুর্ব্বলতা, বিবমিষা, হৃদয়ে শূন্যভাব দর্শন, কাস, অরুচি, দেহে গুরুতা, উদরে অল্প বেদনা, শীত-বোধ, গুল্মের উচ্চতা ও কঠিনতা অনুভব হয়।

ত্রিদোষজনিত গুল্মে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা, জ্বালা, প্রস্তরতুল্য কঠিনতা ও উচ্চতা, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, মনের ব্যাকু-লতা, মন্দাগ্নি, শরীর কৃশ, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হয়।

রক্তজ-গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই হইয়া থাকে। যে স্ত্রীলোক অল্পদিনমাত্র সন্তান প্রসব অথবা ভ্রূণত্যাগ করি-য়াছে, সেই প্রসূতী ঋতুকালে অহিতকারক দ্রব্যাদি ভোজন করিলে শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া তাহার ঋতুশোণিত রুদ্ধ করণান্তর উক্ত গুল্ম উৎপাদন করে। এই গুল্ম উপ-স্থিত হইলে ইহাতে জ্বালা, বেদনা, পিত্তজনিত গুল্মের লক্ষণ ও গর্ভচিহ্নাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভস্থ শিশু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত স্পন্দিত হয় বলিয়া তাহার স্পন্দন গুল্মের স্পন্দন অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বোধ হয়। গুল্ম কেবল পি-ণ্ডের ন্যায় পদার্থ, সুতরাং তাহার স্পন্দন কিঞ্চিৎ বিলম্বে

অনুভূত হইয়া থাকে, গর্ভের সহিত এই মাত্র প্রভেদ। এই জন্য দশমাস অতীত হইলে পশ্চাৎ রক্তগুল্মের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

গুল্ম ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদর পরিব্যাপ্ত করিলে এবং রক্তসারমাংস প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া উদরে শিরাজালদ্বারা আচ্ছাদিত করিলে উদর উন্নত হয়, তৎপরে দুর্ব্বলতা, অরুচি, কাস, বমন, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা, ছর্দ্দি, বিবমিষা ও মনের অবসন্নতার দ্বারা আক্রান্ত হইলে সেই রোগীর আর আরোগ্যের আশা থাকে না। এরূপ অবস্থায় ক্রমে শোথদ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

---

### আনাহ রোগ।

শরীরের অপক্ক রস অথবা মল বায়ুকর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে যদি তাহা প্রস্রাবাদিদ্বারা নির্গত না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে আনাহ রোগ কহে। আনাহ দুই প্রকার; আমজনিত ও মলজনিত।

দেহে অপক্ক রস সঞ্চিত হইলে যে আনাহ জন্মে, তাহা-কেই আমজনিত আনাহ কহে। পিপাসা, শিরোবেদনা, আমাশয়ে বেদনা, বক্ষঃস্থলের জড়তা ও উদ্গার, এই সকল আমজনিত আনাহের লক্ষণ। পক্কাশয়ের বেদনা, মূর্চ্ছা, মলমূত্ররোধ, কটি ও পৃষ্ঠের জড়তা, মলজনিত আনাহে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন শোথ ও অলসক রোগে যে

সকল লক্ষণ জন্মে, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

---

### ভ্রমাদি রোগ।

বাত-পিত্ত ও রজোগুণের আধিক্যবশতঃ যে অজ্ঞানতা জন্মে, তাহাকেই ভ্রমরোগ কহে। এই রোগে রোগী চক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হয়, স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি থাকে না। বাতশ্লেষ্মা ও তমোগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া তন্দ্রা, শ্লেষ্মা ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিদ্রারোগ উৎপাদন করে; তন্দ্রা-রোগীর চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় নিষ্কর্ম্মা হয় এবং নিদ্রাতুরের ন্যায় আলস্য জন্মে।

---

### সংন্যাস রোগ।

যে রোগে বাতাদি দূষিত হইয়া প্রাণস্থান অবলম্বন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি বিনষ্ট করে এবং রোগী মৃতবৎ হইয়া ভূতলশায়ী হয়, তাহাকে সংন্যাস-রোগ কহে। এই রোগ জন্মিবামাত্র ঔষধ প্রয়োগ না করিলে রোগী অচিরে কালসদনে গমন করে।

---

### অপস্মার রোগ।

অপস্মার রোগ উপস্থিত হইলে বাত-পিত্ত-কফ প্রকুপিত

হইয়া মানবগণের স্মৃতিলোপ হয় এবং মুখ হইতে জলস্রাব হইতে থাকে। অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে নিদ্রা-নাশ হয়, কখন ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত, কখন বা মন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, হৃদয় বিকম্পিত ও শূন্য এবং ঘর্ম্ম হয়, হাই উঠিতে থাকে।

যে ব্যক্তি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়, সে জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ হস্তপদ বিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে ফেনরাশি বহির্গত হয়। এই রোগ উপস্থিত হইলে চিকিৎসাদ্বারা তাহার প্রতীকার করা উচিত, কেননা দীর্ঘ-কালের হইলে তাহার আর শান্তির উপায় থাকে না। এই রোগ বহু লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাও চিকিৎসার অসাধ্য জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, তাহার অপস্মার রোগ জন্মিলে সে রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

---

### বসন্তরোগ।

বিরুদ্ধদ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য, লবণ, অম্ল, শাক, শীমবীজ, কটুদ্রব্য ও ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইতে না হইতে ভোজন, দূষিত জল পান, দূষিত বায়ু সেবন, প্রতিকুল গ্রহের দৃষ্টি; এই সকল কারণে পিত্ত ও শ্লেষ্মা দূষিত-শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া দেহে মসূরের মত যে ফুস্কুড়ি উৎপাদন করে, তাহাকে মসূরিকা অর্থাৎ বসন্তরোগ কহে। এই বসন্ত হই-বার অগ্রে দেহবিবর্ণ হয়, চর্ম্মস্ফীত হইয়া উঠে, চক্ষু শোণিত-বর্ণ হয়, গাত্রে বেদনা জম্মে, আহারে অনিচ্ছা, জ্বর ও কণ্ডু উৎপন্ন হয়।

পিত্তজনিত বসন্তরোগে—ফুস্কুড়ি গুলি রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ, মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে। তরল মল নির্গম, তৃষ্ণা ও জ্বর হয়, রোগী যাতনায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে।

বাতিক বসন্তরোগে—ফুস্কুড়িগুলি কঠিন ও কৃষ্ণ-পীত-মিশ্রিত বর্ণ হয়। দেহকম্প, বেদনা, তৃষ্ণা, অরুচি ও কাস প্রভৃতিতে রোগী আক্রান্ত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বসন্তরোগে—ফুস্কুড়িগুলি শ্বেতবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত ও স্থূল হয়; ইহাতে রোগীর স্তৈমিত্য জন্মে। শ্লেষ্মাকারণ, দেহের গুরুত্ব, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতিতে রোগী আক্রান্ত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বসন্তে—ফুস্কুড়িগুলি চিপিটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার মধ্যভাগ নিম্ন হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। এই সকল ফুস্কুড়ি অনেক বিলম্বে পক্ক হইয়া পূয নির্গত হইতে থাকে।

রক্তজনিত বসন্তের ফুস্কুড়িতে পিত্তজন্য বসন্তের লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে।

শরীর রোমাঞ্চ হইলে যেরূপ লোমকূপ উন্নত হয়, তদ্রূপ অল্প উন্নত শোণিতবর্ণ ফুস্কুড়ি সর্ব্বদেহে জন্মিলে তাহাকে হাম কহে। ইহাতে প্রবল জ্বর, কাস ও আহারে অনিচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে রোমান্তিকাও কহে।

শুক্লবর্ণ জলবিম্বের ন্যায় ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হইলে এবং তাহা ফাটিয়া জল পড়িলে, তাহাকে জল-বসন্ত কহে। ইহার অন্য নাম ত্বক্‌গত মসূরিকা।

রক্ত আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং তাহা আরোগ্যদায়ক ; মাংস আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত জন্মে, তাহা বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে, ইহা কষ্টসাধ্য মেদ আশ্রয় করিয়া বসন্ত উৎপন্ন হইলে তাহা প্রায় আরোগ্য হয় না। অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত জন্মে, তাহা অসাধ্য ও অতীব যাতনাপ্রদ। শুক্র আশ্রয় করিয়া বসন্ত উৎপন্ন হইলে রোগীকে অচিরে কালকবলে নিপাতিত করে।

---

## ব্রণরোগ।

ব্রণরোগ দ্বিবিধ ; শারীরজ ও আগন্তুজ। বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া যে ব্রণ উৎপাদন করে, তাহাকে শারীর ব্রণ কহে এবং অস্ত্রাদির আঘাত দ্বারা যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম আগন্তুক ব্রণ।

যে ব্রণ অধিকদিন স্থায়ী, যাহা অতি দুর্গন্ধ, আর ব্রণদিয়া রক্ত মিশ্রিত পূঁয নির্গত হয় এবং ব্রণের মধ্যভাগ ক্রমে নিল হইয়া যায়, তাহাই দূষিত ব্রণ।

যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী, যক্ষ্মাক্রান্ত অথবা মধুমেহরোগে কাতর, তাহার ব্রণরোগ হইলে আরোগ্য লাভ করা কঠিন। দূষিত ব্রণ হইতে মেদবসাদি ক্ষরিত হইলে তাহা অচিকিৎস্য।

---

## উদাবর্ত্ত রোগ।

বায়ুনিঃসরণ, মল ও মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার,

বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং নিদ্রা, এই কয়েকটী রোধ হইলেই উদাবর্ত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। +

---

উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

বায়ুনিঃসরণরোধজনিত উদাবর্ত্তে বায়ুর বদ্ধতা, মূত্র-পুরীষরোধ, উদরস্ফীতি, দেহের ক্ষীণতা ও বেদনা এবং উদরে বিবিধ রোগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোবেদনা, লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, কুচ্‌কিতে বেদনা এই সকল মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

উদরে গুর্‌ গুর্‌ শব্দ ও বিবিধ বেদনা, মলরোধ, হিক্কা, শ্বাস, মুখ দ্বারা মলনির্গম, পুরীষরোধজনিত উদাবর্ত্তে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

হাঁই রোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাকে জম্ভা-রোধজনিত উদাবর্ত্ত কহে। গলনলীরোধ, মস্তকের পীড়া, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, এই সকলই ইহার লক্ষণ।

হর্ষেই হউক, আর দুঃখেই হউক, চক্ষে অশ্রুবিনির্গত হইয়া থাকে, সেই অশ্রুরোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে। এই অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তে শিরোদেশের গুরুত্ব, নেত্র-রোগ ও শর্দ্দি হইয়া থাকে।

মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা, অথবা সমস্ত শিরোবেদনা, অর্দ্দিত নামা বাতরোগ ও ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, এই সকল হাঁচিরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

উদ্গাররোধজনিত উদাবর্ত্তে অস্পষ্ট কথা নিশ্বাসরোধ, সূচীবেধবৎ বেদনা, হিক্কা এবং বায়ুদ্বারা কণ্ঠদেশের ও মুখের পরিপূর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শোথ, পাণ্ডু, কুণ্ডু, ব্যঙ্গ, অরুচি, জ্বর, বীসর্প, কুষ্ঠ ও বমনেচ্ছা বমিরোধজনিত উদাবর্ত্তে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে মূত্রাশয়, গুহ্য ও মুস্কে শোথ ও বেদনা মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রক্ষরণ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অরুচি, তন্দ্রা, অঙ্গবেদনা, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এই সকল ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

তৃষ্ণারোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাতে মুখশুষ্কতা, কণ্ঠশোষ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা হইয়া থাকে।

অতি দুঃখাদি বোধ হইলে লোকের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ হইয়া থাকে, যদি সেই নিশ্বাস রোধ করা যায়, তাহা হইলে উদাবর্ত্তরোগ জন্মে, ইহাকেই নিশ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগ কহে। এই রোগে মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ ও গুল্ম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জৃম্ভণ, দেহে বেদনা, নেত্র ও শিরোজাড্য ও তন্দ্রা এই সকল নিদ্রারোধজনিত উদাবর্ত্তের চিহ্ন।

এতদ্ভিন্ন রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্তদ্রব্য অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে প্রবেশ করে।

তাহাতে অবিলম্বেই উদাবর্ত্ত রোগের উৎপত্তি হয়, ইহাকে বায়ুজনিত উদাবর্ত্তরোগ কহে। এই রোগে শ্বাস, কাস, কফস্রাব, তৃষ্ণা, মোহ জ্বর, হিক্কা, শিরোরোগ, মনের অধৈর্য্য, শ্রুতিশক্তির হ্রাস এই সকল লক্ষণ জন্মে।

---

## কুষ্ঠরোগ।

বিরোধী অন্ন পানিয়ের ভোজন ও পান, স্নিগ্ধ ও গুরু-পাক দ্রব্যের পান ও ভোজন, বমন, বিরেচন, অনুবনন (বিরেচনার্থে এরণ্ড তৈল পূর্ণ পিচ্‌কারি মলদ্বারে প্রয়োগ), নিরূহণ (বিরেচক দ্রব্য সিদ্ধ ক্বাথ পূর্ণ পিচ্‌কারি মলদ্বারে প্রয়োগ), নস্যক্রিয়া, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নী গমন, মদ্যপান, আহারের অব্যবহিত পরেই পরিশ্রম বা মৈথুনক্রিয়া সম্পাদন, অজীর্ণকর দ্রব্যাদি ভক্ষণ, মলমুত্র, ও বমনের বেগ ধারণ, অধিক রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ, অধিক রাত্র জাগরণ ও দিবানিদ্রা, গুরুজনের অবমাননা, অপরিমিত মৎস্য, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি ও লবণ ভক্ষণ, অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর বা কোনরূপে ভয়প্রাপ্ত হইবার পর শীতল জলপান; ইত্যাদি কারণে দেহস্থ বাত-পিত্ত-কফ ইহারা দূষিত হইয়া ত্বক্-রক্ত-মাংস ও জলীয় ধাতুকে দূষিত করিয়া ফেলে, তাহাতেই কুষ্ঠ রোগের উৎপত্তি হয়। এই কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দেহস্থিত চর্ম্ম রুক্ষ ও কর্কশ, অল্প অল্প স্বেদ নির্গত, শরীরের দাহ, বর্ণান্তর উপস্থিত, কণ্ডুর উৎপত্তি,

স্পর্শশক্তির হ্রাস, ব্রণ, দেহে বেদনা ও লোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই কুষ্ঠরোগ অষ্টাদশ প্রকার ;—তন্মধ্যে একাদশটী ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ; অপর সাতটী মহাকুষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। একাদশ কুষ্ঠের নাম যথা,—এককুষ্ঠ, চর্ম্মাখ্য, কিটিম, বৈপাদিক, অলসক, দক্রমণ্ডল, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছু, বিস্ফোট ও সতারু। অপর সাতটী মহাকুষ্ঠের নাম। যথা ;—কপাল, ঔড়ুম্বর মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরিক, সিদ্ধ ও কাকন। এতদ্ভিন্ন পাদে কণ্ডু ও স্রাববিশিষ্ট যে ফুস্কুড়ি হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে, ইহাও কুষ্ঠমধ্যে পরিগণিত। চরণ ভিন্ন শরীরের অন্য স্থানেও ক্বচিৎ এই রোগ হইয়া থাকে। এই সকল কুষ্ঠের মধ্যে কাপাল বায়ু হইতে ; ঔড়ুম্বর পিত্ত হইতে ; মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা শ্লেষ্মা হইতে ; ঋষ্য-জিহ্ব বাত-পিত্ত হইতে ; চর্ম্মাখ্য, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বৈপাদিক, বাতশ্লেষ্মা হইতে ; দক্র, শতারু, পুণ্ডরিক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল পিত্তশ্লেষ্ম হইতে এবং কাকন কুষ্ঠ ত্রিদোষ হইতে সমুৎপন্ন হয়।

যে সকল কুষ্ঠ পিত্তজনিত, তাহা শোণিতবর্ণ ও তাহা হইতে পূঁয নির্গত হয় এবং বেদনা ও জ্বালা বিদ্যমান থাকে। যে সকল কুষ্ঠ বায়ুজনিত, তাহা স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয় ; উহার বর্ণ কৃষ্ণ-পীত-মিশ্রিত অথবা শোণিতবর্ণও হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠ শ্লেষ্মাজনিত, তাহা ঘন ক্লেদবিশিষ্ট ; ইহাতে কণ্ডু বিদ্যমান থাকে, রোগীর দেহ ভার ও শীতল হয়। ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া

থাকে। বাত-পিত্ত-জনিত কুষ্ঠে—বায়ুজন্য ও পিত্তজন্য কুষ্ঠের লক্ষণ; বাতশ্লেষ্মজনিত কুষ্ঠে বাতজন্য ও শ্লেষ্মজন্য লক্ষণ এবং পিত্তশ্লেষ্মজনিত কুষ্ঠে পিত্তজনিত ও কফজনিত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শরীরস্থ রস আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ বিবর্ণও রুক্ষ, লোমাঞ্চ, স্বেদনির্গত এবং স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হয়। শোণিত আশ্রয়পূর্ব্বক, কুষ্ঠ জন্মিলে অত্যন্ত পূঁয নির্গত হয় এবং ব্রণে অত্যন্ত কণ্ডু জন্মে। মাংস আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ কর্কশ, জাড্য, গাত্রবেদনা ও মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। মেদ আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ ও হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, অঙ্গুলি সঙ্কুচিত, ক্ষত অতিশয় বৃদ্ধি ও চলৎশক্তি রহিত হয়; ইহাতে রসগত, শোণিতগত ও মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে রোগীর স্বর বিকৃত, চক্ষু শোণিতবর্ণ ও ক্ষতমধ্যে কীটোৎপত্তি হয় এবং নাসিকা বসিয়া যায়। শুক্র আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে রসগতাদি কুষ্ঠের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীর সন্তানাদি জন্মিলে দূষিত শুক্রজনিত সন্তানেরও কুষ্ঠব্যাধি হয়।

এককুষ্ঠ রস-রক্ত-মাংস আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে তাহা চিকিৎসাদ্বারা প্রশমিত হইতে পারে। দ্বিদোষজনিত কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় করিয়া জন্মিলে উহা আরোগ্য হয় না, কেবল যাপ্য থাকে মাত্র। ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠ মজ্জা ও অস্থি আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে এবং সেই ক্ষতে কীট অথবা

জ্বালা উপস্থিত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। যে কুষ্ঠে কোন কোন অঙ্গ খসিয়া পড়ে এবং কুষ্ঠস্থান ফাটিয়া যায়, চক্ষু শোণিতবর্ণ ও স্বর বিকৃত হয়, সেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

---

### শ্বিত্ররোগ।

শ্বিত্ররোগও এক প্রকার কুষ্ঠব্যাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই শ্বিত্ররোগ দ্বিবিধ ; ব্রণজনিত ও বাতাদি দোষ জনিত। ব্রণজনিত শ্বিত্ররোগ জন্মিলে অতি কষ্টে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু বাতাদি দোষজনিত শ্বিত্র ক্বচিৎ আরোগ্য হয়।

---

### বিষজনিত রোগ।

বিষ দুই প্রকার ;—স্থাবর ও জঙ্গম। তম্মধ্যে স্থাবরবিষ দশবিধ এবং জঙ্গমবিষ ষোড়শবিধ। মূল, পত্র ও বল্কল প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিষকে স্থাবর এবং সর্প, কুক্কুর প্রভৃতির নিশ্বাস ও দংশনাদি হইতে উৎপন্ন বিষকে জঙ্গমবিষ কহে। মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, বল্কল, শ্বেতরস, সার, নির্য্যাস, ধাতব ও কন্দ এই দশ প্রকার স্থাবর। দৃষ্টি, নিশ্বাস, দন্ত, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, মুখসন্দংশ, বায়ুনিঃসরণ, গুহ্য, স্পর্শ, অস্থি, শূঁক, সর ও পিত্ত এই ষোড়শবিধ জঙ্গম। সেঁকো ও হরিতাল প্রভৃতিকে ধাতববিষ কহে।

সর্পদিগের নিশ্বাসে ও দন্তে বিষ ; বানর, বিড়াল, ব্যাঘ্রাদির নখে ও দন্তে বিষ ; পিচিটাদির মল ও মূত্রে বিষ ;

মাকড়শা প্রভৃতির লালা, স্পর্শ, মল, মূত্র, শুক্র, ও দংশনে বিষ; মৎস্যের কণ্টকে বিষ; শকুনির পিত্তে বিষ এবং ভ্রমর মৌমাছি ও বোল্‌তা প্রভৃতির শূঁকে বিষ হয়।

জঙ্গমবিষ সেবনে দেহ দাহ, তন্দ্রা, ক্লান্তি, রোমাঞ্চ, শোথ, মন্দাগ্নি ও অতিসার জন্মে। স্থাবরবিষ সেবনে জ্বর শ্লেষ্মাবমন, অরুচি, হিক্কা, শ্বাস ও মোহ উপস্থিত হয়। কোন বিষাক্ত অস্ত্রে ক্ষত হইলে, ক্ষতস্থানে কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদবিশিষ্ট হয়। বিষাক্ত-অস্ত্রক্ষত হইবামাত্র চিকিৎসা না করাইলে ক্ষতস্থান পচিতে আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে মাংস খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় রোগী জ্বর, তৃষ্ণা ও মোহ প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়।

স্থাবর অথবা জঙ্গম যে কোন বিষ হউক না কেন, যদ্যপি উহা বহুদিনের হয়, কিম্বা ক্রিমিদ্বারা ভক্ষিত হয় অথবা বিষের যে সকল গুণ থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যায় বা অগ্নিদগ্ধ ও শোষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দূষীবিষ বলে। দূষীবিষ সেবনে উহার তেজের ন্যূনতাবশতঃ জীবন নষ্ট হয় না, কিন্তু নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে শ্লেষ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং বহুকাল ব্যাপিয়া দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকিলে দেহীর দেহ বিবর্ণ, মুখ শুষ্ক ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, মলদ্রবতা জন্মে, তৃষ্ণা, মোহ ও ভ্রম উপস্থিত হইয়া দেহীকে অভিভূত করিয়া ফেলে, স্বর বিকৃত হয়, রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। দূষীবিষ আমাশয়ে অবস্থিত হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা-জনিত বিবিধ রোগোৎপত্তি হয়। যদি উহা পক্কাশয়ে অব-

স্থিত হয়, তাহা হইলে পিত্ত ও বায়ুজনিত রোগ জন্মে; ইহাতে দেহীর মস্তকের কেশ ও দেহের লোম সকল উঠিয়া যায়। দুষীবিষ রস, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতুকে আশ্রয় করিলে রসাদি ধাতুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্থাবরবিষ ভোজীর চিকিৎসা না করাইলে কালসহকারে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্প যদি চারিটী দন্তদ্বারা দংশন করে, তাহা হইলে সেই রোগী শমনসদনে গমন করে।

---

বিষপ্রয়োগকারীর লক্ষণ।

যদ্যপি কেহ কাহার প্রাণনাশের নিমিত্ত বিষ প্রদান করে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ভাবভঙ্গীদ্বারা বিষপ্রয়োগ-কারিকে ধৃত করা যায়। যে ব্যক্তি বিষ প্রদান করে, তাহার মুখ মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত ভাবে অবস্থান করে, সহসা কাহাকেও আগত দেখিলে চমকিয়া উঠে, বুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, ভয়াকুলিতচিত্তে একদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, কাহারও দিকে নেত্রপাত করে না, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত কথার উত্তর না দিয়া অসম্বন্ধ কথা বলে এবং বৃথা কারণে হাস্য করিতে থাকে। তদ্ব্যতিত অঙ্গুলিদ্বারা ভূতলে মৃত্তিকায় কোন রেখা প্রদান করে, কিম্বা নখদ্বারা তৃণাদি ছেদন করে। এই সকল কার্য্যে বা লক্ষণে বিষদাতাকে ধৃত করা যায়।

---

### সংক্রামক রোগ।

যে ব্যক্তি জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে পীড়িত, তাহাকে স্পর্শ করিলে, তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, তাহার সহিত একত্র শয়ন করিলে, তাহার সহিত একত্র ভোজন করিলে, তাহার সহিত এক আসনে আসীন হইলে এবং উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির (পুরুষই হউক্ আর স্ত্রীই হউক,) সহিত মৈথুন করিলে ঐ সকল রোগ জন্মে, ইহা-কেই সংক্রামক রোগ বলে।

---

### উদররোগ।

বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অপরিমিত আহার এবং অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি কারণে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া জলবাহী শিরা সকল অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে; তদ্দারা প্রাণবায়ু অপানবায়ু ও অগ্নি দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগ অষ্টবিধ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপা-তিক, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ক্ষতোদর ও জলোদর।

বায়ু কুপিত হইয়া যে উদররোগ উপস্থিত করে, তাহার নাম বাতিকোদর; পিত্ত কুপিত হইয়া উক্ত রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে পৈত্তিকোদর; শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া ঐ রোগ জন্মাইলে তাহাকে কফোদর; ত্রিদোষ কুপিত জন্য হইলে সান্নিপাতিক উদররোগ; প্লীহা বৃদ্ধি জন্য উদররোগ জন্মিলে তাহাকে প্লীহোদর; অন্ত্রপথ রুদ্ধ হইলে মল অন্ত্র-মধ্যে একত্রিত হইয়া যে উদররোগ জন্মে, তাহাকে বদ্ধোদর;

ভুক্তদ্রব্যের সহিত অন্ত্রে কণ্টকাদি প্রবিষ্ট জন্য তাহাতে ক্ষত অথবা অন্য কোন কারণে অন্ত্রে ক্ষত হইলে তাহাকে ক্ষতোদর; জলবাহী ধমনী সকল ঘৃতাদিদ্বারা অবলিপ্ত হইলে মলদ্বার দিয়া জলস্রাব হইয়া যে উদররোগ জন্মে, তাহাকে জলোদর কহে।

মন্দাগ্নি, তন্দ্রা, সন্তাপ, দৌর্ব্বল্য, শোথ, দেহাবসাধ, উদরস্ফীতি, মূত্র ও বায়ুনিঃসরণরোধ ইত্যাদি উদররোগের সাধারণ লক্ষণ। এই উদররোগ উপস্থিত হইবামাত্র শীঘ্র চিকিৎসা না হইলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অধিকাংশ উদর-রোগ পঞ্চদশ দিবসের অতিরিক্ত হইলে চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠে।

---

### শোথরোগ।

বায়ু দূষিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিস্থিত ধমনীতে লইয়া যায়, পরে তাহাদিগের দ্বারা বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে দেহের যে কোন স্থানে হউক না কেন, চর্ম্ম ও মাংস আশ্রয় করণান্তর রক্ত, পিত্ত ও কফের সহিত উন্নত হইয়া উঠে, ইহাকে শোথরোগ কহে। রোগগ্রস্থ অথবা উপবাসদ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তি, যদ্যপি ক্ষার বা অম্লদ্রব্য, তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও গুরু-পাকদ্রব্য, শাক এবং দধি ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শোথরোগে আক্রান্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পরিশ্রমত্যাগ, অপক্ক গর্ভপাত, বিরেচক ঔষধ সেবনের পর বিরেচন না হওয়া, অর্শ, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত, বিষভক্ষণ ইত্যাদি

কারণেও শোথ রোগ জন্মে। এই শোথ নয় প্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজনিত ও বিষজনিত।

শোথ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীর উষ্ণ এবং শিরা প্রসারণ করিলে যেরূপ কষ্ট অনুভূত হয়, তদ্রূপ যাতনা বোধ হইতে থাকে। শরীর বিবর্ণ, গুরু, শিরার সূক্ষ্মতা, লোমাঞ্চ, এই সকল লক্ষণ শোথরোগে সচরাচর দৃষ্ট হয়। পিপাসা, বমি, দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, জ্বর ও অরুচি এই সকল শোথরোগের উপদ্রব। পুরুষের পদে শোথ হইলে এবং ঐ সমস্ত উপদ্রবগুলি পরিদৃষ্ট হইলে; স্ত্রীলোকের মুখে শোথ হইলে এবং সমুদায় উপদ্রবগুলি প্রকাশ পাইলে, তাহা অসাধ্য জানিবে। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, মূত্রাশয়ে শোথ হইলে কাহারও নিস্তার নাই। উপদ্রব-রহিত নূতন শোথ সুখসাধ্য, কিন্তু গলদেশ, কুক্ষি ও মর্ম্মস্থানে শোথ হইলে তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে। বৃদ্ধাবস্থায় শোথাক্রান্ত হইলে চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না।

---

### শূলরোগ।

শূলরোগ অষ্টবিধ; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাত-পৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ ও আমজ। এই অষ্টবিধ শূলরোগেই বায়ুর প্রধানতা।

ব্যায়াম, গজ-তুরগাদি আরোহণ, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, রাত্রিজাগরণ, অধিক শীতল জলপান, মাষকলায়-মুগ-অরহর ও কোদধান্যের অন্ন, এই সকল ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হইতে না হইতে ভক্ষণ, অতিরিক্ত তিক্ত-কষায়াদি দ্রব্য ও

বিরূঢ়জান্ন, সংযোগ-বিরুদ্ধদ্রব্য, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক, এই সকল দ্রব্যের ভোজন, মল-মূত্র-শুক্র ও বায়ুর বেগ ধারণ শোক, উপবাস, উচ্চহাস ও উচ্চভাষ, এই সমস্ত কারণে শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ডের নিম্ন ও বস্তি, এই সকল স্থানে বেদনা উপস্থিত করে ।। এই বেদনা আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যাকাল, বর্ষাকাল, মেঘাচ্ছন্ন-কাল, এই সমস্ত কালে এবং শীতল দ্রব্য ভক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বাতজনিত শূলের বেদনা কখন বৃদ্ধি ও কখন হ্রাস, মলমূত্রের অবরোধ, সূচীবিদ্ধ বা বিদীর্ণবৎ অসহ্য বেদনা ইত্যাদি উপস্থিত হয়। ইহাতে স্বেদ, তৈলাদি মালিস ও স্নিগ্ধগুণযুক্ত ঈষদুষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজন করিলে কথঞ্চিৎ বেদনার নিবৃত্তি হইতে পারে।

পৈত্তিক শূলরোগে—ক্ষারদ্রব্য, তীক্ষবীর্য্য দ্রব্য, উষ্ণ-বীর্য্য দ্রব্য, অর্দ্ধপরিপক্কদ্রব্য. তৈল, শিম. সর্ষপকল্ক, কটু-দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কাঞ্জি, সুরা এই সকল দ্রব্যের ভোজন, ক্রোধ. অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, রৌদ্রসম্ভোগ, মৈথুন, এই সকল কারণ বশতঃ বাত-পিত্ত কফের বিরুদ্ধ গতি হয়, তন্নিমিত্ত উদরস্থ হিতজনক বস্তুর অর্দ্ধপক্কতা হইলে পিত্ত দূষিত হইয়া থাকে এবং নাভিদেশে বেদনা উপস্থিত করে। ইহাতে পিপাসা, জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে; মধ্যাহ্ন সময়ে, নিশীথকালে, শরৎ-কালে, শীতঋতুতে ইহার বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুস্বাদ ও শীতল দ্রব্য ভোজনে এবং হিমসম্ভোগে বেদনার শান্তি হয়।

শ্লেষ্মজনিত শূলরোগে—কাস, অরুচি, ক্ষীণতা, শরীরের গুরুত্ব, লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, এই সকল শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ। আহারের পর এই বেদনার বৃদ্ধি হয়, তদ্ব্যতিত সূর্য্য সমুদিত হইলে শিশিরকালে ও বসন্তকালেও ইহা প্রবল হইয়া থাকে। কচ্ছপমাংস, শম্বুকমাংস ও ছাগমাংস ভক্ষণ, ইক্ষু ও পিষ্টকাদি ভোজন ইত্যাদি কারণে কফ কুপিত হইয়া আমাশয়ে এই বেদনার উৎপত্তি করে।

ত্রিদোষজনিত শূলরোগে ত্রিবিধ শূলেরই লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। এই দোষত্রয় সমুদ্ভূত শূল অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং অসাধ্য।

আমজনিত শূলে বমনোদ্বেগ, বমন, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, শরীরের গুরুতা, শরীর আর্দ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ, কফস্রাব এবং শ্লৈষ্মিকশূলের সকল চিহ্নই আমজনিত শূলে প্রকাশ পায়।

বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনাই বাতশ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ। পিত্তশ্লেষ্ম-শূলে উদর, হৃদয় ও নাভিস্থলে বেদনা; বাতপিত্ত-জনিত শূলরোগে উদরে জ্বালা ও জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। একমাত্র দোষোদ্ভব শূল সাধ্য, দ্বিদোষজনিত শূল কষ্টসাধ্য, ত্রিদোষজনিত অথচ উপদ্রব-সংযুক্ত শূল কোনরূপ চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না, অসীম ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে।

পরিণাম শূল।

শূলরোগের উৎপত্তির যে সকল কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তাশয়ে প্রবেশ করিলে ত্রিদোষ একত্র হইয়া যে বেদনা জন্মায়, তাহাকেই পরিণামশূল কহে। আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক হইবার কালেই এই বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, উদরস্ফীতি, মলমূত্র রোধ কম্প, এই সকল বাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন করিলে এই শূলে স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে।

তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ, মনের অবসাদ, এই সকল পৈত্তিক পরিণামশূলের লক্ষণ। কটু, অম্ল ও লবণাক্ত বস্তু সেবনে এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শীতবীর্য্য দ্রব্যে ইহার লাঘব হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, বমনোদ্বেগ, বমন, এই সকল লক্ষণ শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে লক্ষিত হয়। কটু ও তিক্তদ্রব্য সেবনে এই বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

বাতপিত্তজ-পরিণামশূলে বাত ও পিত্তজ শূলের লক্ষণ, বাতশ্লেষ্মজ-পরিণামশূলে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ; পিত্তশ্লেষ্মজ-পরিণামশূলে পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ এবং ত্রিদোষজ-পরিণামশূলে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কৃশ, দুর্ব্বল ও অগ্নিহীন ব্যক্তির এই ত্রিদোষজ শূল কোনরূপেই আরোগ্য হয় না।

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হইলে অথবা পরিপাক সময়ে কিম্বা পরিপাক না হইলে যে শূলবেদনা উপস্থিত হয়,

তাহাকে অম্লদ্রবশূল কহে। হিতকর অথবা অহিতকর দ্রব্য প্রয়োগে, আহারে বা অনাহারে কোন প্রকারেই এই অম্লদ্রবশূলের বেদনা নিবারিত হয় না; কেবল মাত্র পিত্ত বমনেই সত্বর বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

---

### উন্মাদরোগ।

বাতপিত্তাদি দোষ সকল কুপথগামী হইয়া মনোবহ ধমনীতে প্রবেশ করিলে মনের যে ভ্রান্তি জন্মে, তাহাকে উন্মাদ রোগ কহে। এই রোগের তরুণাবস্থায় ইহাকে মদরোগ বলিয়া থাকে। এই উন্মাদরোগ ষড়বিধ; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ. শোকজ ও বিষজ। এতদ্ভিন্ন ভূত, যক্ষ, দেবগ্রহ, অসুর, রাক্ষস, পিতৃগ্রহ, সর্পগ্রহ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, প্রভৃতির আক্রমণেও উন্মাদরোগ জন্মে। পূর্ণিমাতে দেবগ্রহ, সন্ধ্যাকালে অসুরগ্রহ, অষ্টমীতে গন্ধর্ব্বগ্রহ, প্রতিপদে যক্ষগ্রহ, অমাবস্যাতে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমীতে সর্পগ্রহ এবং রজনীতে রাক্ষসগ্রহ মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। ইহারা অলক্ষিতে মানব-শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব ও দেহমধ্যে শীতোষ্ণাদি প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ উহারা মানবশরীরে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করে, উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিষাক্ত দ্রব্য, অপবিত্র ও বিরুদ্ধ দ্রব্যের ভোজন, দেবতা বা গুরুজনের অবমাননা, ভয় বা আনন্দে মনের অধৈর্য্যতা, বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ ও চিন্তা, এই সকল কারণে বাতাদি

দোষ সকল কুপিত হইয়া মনুষ্যের হৃৎপিণ্ড ও বুদ্ধিস্থান দূষিত করিয়া ফেলে এবং মনোবহ ধমনীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণের বিকৃতি জন্মিয়া থাকে।

ইতস্ততঃ দর্শন, মনের ভ্রান্তি, অধৈর্য্য, চকিতভাব, অনর্থক বৃথা অসম্বন্ধ বাক্যালাপ, বক্ষস্থলের শূন্যতা, এই সকল উন্মাদরোগের লক্ষণ।

যে উন্মাদরোগী সর্ব্বদা নিম্নদিকে অথবা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং আদৌ নিদ্রা যায় না, তাহার রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে।

---

### মদাত্যয়রোগ।

বিষে যে সকল গুণ বিদ্যমান দৃষ্ট হয়, মদেতেও সেই সকল গুণ আছে, সুতরাং পরিমিতরূপে সুরাপান না করিলে ভীষণ মদাত্যয় রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নপানাদি দ্বারা মনুষ্যের যেরূপ উপকার হয়, সুরাপানদ্বারাও তদ্রূপ উপকার লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা পরিমিতরূপে ব্যবহার না করিলে উৎকট রোগ জন্মে। অমৃত যেরূপ ফলপ্রদ, পরিমিতরূপে সেবন করিলে সুরাও তদ্রূপ হিতকর হয়, সন্দেহ নাই। বিষ প্রাণ বিনষ্ট করে, কিন্তু সেই বিষ যথানিয়মে ও যথা সময়ে প্রদত্ত হইলে সুফল প্রদান করিয়া থাকে; তদ্রূপ পরিমিতরূপে সুরাপান করিলেও মহৎ উপকার দর্শে। মাংস ও স্নিগ্ধদ্রব্যের সহিত সুরাপান করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধি হয়, দেহ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে ও মন

প্রফুল্ল হয়। প্রথম মাত্রায় সুরাপান করিলে বুদ্ধি, স্মৃতি, তুষ্টি, নিদ্রা, ক্ষুধা ও রতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অধ্যয়ন ও সঙ্গীত-শক্তি জন্মে ; কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে সুরাপান করিলে উন্মত্ত, অগম্যাগমনে অভিলাষ, অভক্ষ্য ভোজন, গুরুজনের অপমান ও গুপ্তকথা ব্যক্ত করে, পরিশেষে সংজ্ঞা নষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণহানিও হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত, ভীত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, শোকার্ত্ত ও আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া মদ্যপান করে, অথবা অতিরিক্ত জল-পানের পর বা ভোজনের ও ব্যায়ামের অব্যবহিত পর, রৌদ্রাদিতে সন্তপ্ত কিম্বা দুর্ব্বলতাতে সুরাপান করে, সে ব্যক্তি পানাত্যয় পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রলাপ, অনিদ্রা, শ্বাস, হিক্কা, শিরঃকম্পন, পার্শ্ববেদনা বাতজনিত মদাত্যয়ের লক্ষণ ; পিত্তজনিত মদাত্যয়ে তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও অতীসার ; শ্লেষ্মজনিত মদা-ত্যয়ে বমনেচ্ছা, বমন, অরুচি, তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও সিক্ততা ; ত্রিদোষজনিত মদাত্যয়ে উপরোক্ত ত্রিদোষই লক্ষিত হইয়া থাকে।

---

পানবিভ্রম রোগ।

নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ক্ষরণ, বক্ষে ও অঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বমন, মোহ, জ্বর, শিরোবেদনা, দেহ সন্তাপ, এই

সকল পান বিভ্রমের লক্ষণ। কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হইলে যদ্রূপ বোধ হয়, ইহাতেও তদ্রূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগীর সুরাপান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

পানাত্যয় ও পরমদ প্রভৃতি রোগে যদ্যপি রোগীর অধর লম্বিত হইয়া পড়ে ও রোগীর দেহাভ্যন্তরে দাহ বিদ্যমান থাকে; এবং বাহ্য প্রদেশে শীতল অনুভব হয়, তাহা হইলে সেই রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে। যে ব্যক্তির জিহ্বা, দন্ত ও ওষ্ঠ নীলাভ দৃষ্ট হয়, চক্ষু গাঢ় লোহিত বর্ণ ধারণ করে, সেই রোগীকে শীঘ্রই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়।

---

## মূর্চ্ছারোগ।

দুর্ব্বল ব্যক্তি সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন ও মল মূত্রের বেগ সম্বরণ করিলে অথবা সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে, বাতাদি দোষ সকল তাহার নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে কিম্বা মনোবহ ধমনীতে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান লোপ করতঃ উক্ত রোগ উপস্থিত করে। ইহাকে মোহরোগও কহা যায়। এই মোহ ষড়বিধ; যথা,—বাতজনিত, পিত্তজনিত, শ্লেষ্মা-জনিত, রক্ত-জনিত, সুরাপান-জনিত ও বিষভক্ষণ-জনিত।

মূর্চ্ছারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হাই, দেহের জাড্য, গ্লানি, বক্ষঃস্থলের বেদনা, জ্ঞানের হ্রাস এই সকল চিহ্ন লক্ষিত হয়।

যে ব্যক্তি বাত-জনিত মূর্চ্ছার আক্রান্ত হয়, সে গগণ-মণ্ডল নীল, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ দর্শন করে এবং দেখিতে দেখিতে জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। আক্রমণান্তে শীঘ্রই সংজ্ঞা-লাভ করে। কখন বা এই রোগে অঙ্গবেদনা, বক্ষবেদনা, কম্পন ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগীর দেহ ক্ষীণ, শ্যামবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত মূর্চ্ছাক্রান্ত রোগী গগণমণ্ডল শোণিতবর্ণ অথবা পীতবর্ণ দর্শন করে এবং দেখিতে দেখিতে নেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওনান্তর সে ব্যক্তি ভূতলে পতিত হয়। পশ্চাৎ ঘর্ম্ম হইয়া চেতনা লাভ করে। তৃষ্ণা, সন্তাপ, নেত্রের রক্ততা ও পীতবর্ণতা, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং দেহের পীতত্তা ইত্যাদি উপসর্গ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছাক্রান্ত ব্যক্তি, গগণমণ্ডল মেঘসদৃশ ও তাহার নিকটস্থ, অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ করে, এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই মূর্চ্ছায় বহু বিলম্বে চেতনা লাভ করে, রোগীর মুখ হইতে লালা বিনির্গত হয় এবং বিবমিষা জন্মে, রোগী দেহ সিক্ত বস্ত্রাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ করে। ত্রিদোষজ মূর্চ্ছায় উপরোক্ত ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং অপস্মার রোগে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে।

যে ব্যক্তির দেহে ভূমিগুণের আধিক্য আছে, শোণি-তের গন্ধে সে মূর্চ্ছিত হয়; ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী ও

জল এই উভয়েতে তমোগুণ অধিক আছে; সুতরাং ভূমি ও জল হইতে উৎপন্ন রক্তেও তমোগুণ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এই কারণেই শোণিতের গন্ধে ভূমি গুণাধিক্য ব্যক্তি মোহাভিভূত হইয়া থাকে, এই মূর্চ্ছাকেই রক্তজনিত মূর্চ্ছা কহে। দেহের অবসাদ, দর্শনশক্তির অল্পতা, ইহাই এই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

বিষপানে যে মূর্চ্ছা হয়, তাহাকে বিষজনিত মূর্চ্ছা এবং সুরাপানে যে মূর্চ্ছা জন্মে, তাহাকে মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছা কহে। বিষপানজনিত মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছায় রোগীর অন্তঃকরণশক্তি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় ও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া নানাবিধ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে এবং বিবিধরূপে অঙ্গচালনা করিতে করিতে ভূপতিত হয়। মদ্য জীর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি পুনরায় চেতনালাভ করে।

---

### সূতিকারোগ।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকের যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেই সূতিকারোগ কহে। দূষিত অন্ন ভক্ষণ, অধিক আহার, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল কারণেই সূতিকারোগ জন্মে। জ্বর, তৃষ্ণা, অঙ্গবেদনা, শোথ, অতীসার ও দেহের গুরুত্ব, এই সকল সূতিকারোগের লক্ষণ।

---

স্তনরোগ।

বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া স্তনগত মাংসশোণিত দূষিত করিয়া ফেলিলেই স্তনরোগের উৎপত্তি হয়। স্তনরোগ পঞ্চবিধ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ।

গুরুপাক বস্তু ভক্ষণ করিলে বাতাদি কুপিত হইয়া স্তন-দুগ্ধকে দূষিত করিয়া ফেলে। সেই দুগ্ধ পান করিলে বালক-দিগের নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

বায়ুকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে উহার স্বাদ কষায় হয় এবং সেই দুগ্ধ জলমধ্যে ফেলিয়া দিলে ভাসমান হইতে থাকে। পিত্তকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে তাহার আস্বাদ তিক্ত, লবণাক্ত ও অম্লবৎ অনুভূত হয়, অধিক কি, দুগ্ধের বর্ণও পিত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক যে স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র নিমগ্ন হইয়া যায়, উহা গাঢ়। যে দুগ্ধ জলে ফেলিয়া দিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, যাহার স্বাদ মিষ্ট এবং যাহার বর্ণ পীত, সেই দুগ্ধই বিশুদ্ধ জানিবে।

---

বালকরোগ।

বাতাদি জন্য দূষিত স্তন্য পান করিলে বালকদিগের মলমূত্র ও বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া যায়, দেহ দুর্ব্বল হইতে থাকে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়। যে স্তন্য পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তাহা পান করিলে বালকদিগের দেহ উষ্ণ হয়, তৃষ্ণা জন্মে, স্বেদ নির্গত ও তরল মলনির্গম হয় এবং কামলারোগ জন্মিতেও

দেখা যায়। যাহার স্তনদুগ্ধ কফকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তাহার স্তন্য পান করিলে বালক নিদ্রা, শোথ, দেহজাড্য, বমি প্রভৃতিদ্বারা আক্রান্ত হয়, শিশুর নেত্র রক্তবর্ণ হয়, মুখ হইতে লালা বহির্গত হইতে থাকে এবং নানাবিধ কফরোগ জন্মে। ত্রিদোষজনিত স্তন্যপান করিলে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়।

বালকেরা কথা কহিয়া আপনার মনোগত ভাব বলিতে পারে না। তাহাদিগের রোদনের ভাব দেখিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন শিশুরা জ্বর, অতীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগেও আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিবিধ গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নানা রোগ জন্মায়। বালকেরা রেবতীগ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার দেহে কর্দ্দমের গন্ধ হয়, ব্রণ জন্মে, আর সেই, সকল ব্রণ হইতে শোণিত ক্ষরণ হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তরল মলভেদ, জ্বর ও দাহাদি জন্মে। শকুনি গ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হয়, ঐ ফোড়া দিয়া পূঁয, নির্গত হয় এবং জ্বালা করে, দেহ শিথিল হয় এবং শিশু থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া উঠে; শকুনিপ্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীদিগের গাত্রে যেরূপ দুর্গন্ধ, এই রোগে শিশুর দেহেও তদ্রূপ গন্ধ অনুভূত হয়। যে শিশু পূতনা-গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়, সে জ্বর, অতীসার, পিপাসা, কুটিলদৃষ্টি, নিদ্রানাশ, ক্রন্দন প্রভৃতিদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। গন্ধপূতনা গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে পিপাসা, জ্বর, কাস, বমি, অতীসার, ক্রন্দন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগে বালক দুগ্ধপানে

অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাহার দেহে বসার গন্ধ অনুভূত হয়। যে বালক শীতপূতনাগ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার বমি, অতীসার, কম্প, দৌর্ব্বল্য, কাস, দেহে দৌগন্ধ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুণ্ডিকা গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে বালকের মুখ প্রফুল্ল দেখা যায়, কিন্তু উহা শিরাদ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং দেহে মূত্রের গন্ধ জন্মে, এই রোগে বালক অধিক আহার করিতে পারে।

---

চিকিৎসকগণ অগ্রে রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীর বয়স, দেহের বর্ণাদি ও ইন্দ্রিয় সকলের বলাবল বিবেচনা করিবেন।

রোগনিদান সম্পূর্ণ।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

—(ঃ০ঃ)—

## ঔষধাদি প্রয়োগ।

---

### বিরেচক ঔষধ।

অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বেই বিরেচন দ্বারা দেহশোধন করিয়া তৎপরে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়, এই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রেই বিরেচক ঔষধ বর্ণিত হইল। দেহ শোধনান্তে ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশু ফল দর্শিয়া থাকে। বৃদ্ধ, বালক, গর্ভিণী, ভীত, পীনসরোগী, শোষরোগগ্রস্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, কৃশ, ক্ষীণ ও যে ব্যক্তি নবজ্বরাভিভূত, তাহাদিগকে কদাচ বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে না। যে স্ত্রী সূতিকা-রোগে পীড়িত এবং যে অধোগামী রক্তপিত্তে কাতর, তাহাদিগকেও বিরেচন ঔষধ প্রদান করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যে কোন সময়েই হউক, সর্ব্বদা রোগীর বলাবল বুঝিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। নবজ্বরে দোষের পরি-পাক হইতে না হইতে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে; অতএব চিকিৎ-সকগণ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে বিশেষরূপে বিবে-চনা করিবেন।

---

## ইচ্ছাভেদি রস।

পারদ ও গন্ধক এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ, মরীচ ও গন্ধক প্রত্যেকে দুই ভাগ, শুঁঠ তিনভাগ এবং জয়পালবীজ আট ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী সেবন করিলে বিরেচন হইয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ বদ্ধ দুষ্টমল বহির্গত হইয়া যায় এবং শরীর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই ঔষধের নাম ইচ্ছাভেদী রস। ইহাদ্বারা পিত্তরোগ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, একাদশবিধ কুষ্ঠ এবং শূলরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## প্রকারান্তর।

সোহাগা এক ভাগ, পারদ একভাগ, মরীচ একভাগ, গন্ধক একভাগ, শুঁঠ দুই ভাগ এবং জয়পালবীজ নয় ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিলেই ঔষধ প্রস্তুত হয়, এই ঔষধের একরতি পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে আপন ইচ্ছানুসারে বিরেচন হইয়া থাকে; যে কয়বার ইচ্ছা বিরেচন হয়, ইহার কারণ এই যে, উষ্ণজল পান করিবামাত্র বিরেচন বন্ধ হইয়া যায়। যদি কেবল দেহশুদ্ধির নিমিত্ত এই ঔষধ সেবন করা যায়, শরীরে জরাদি কোন রোগ না থাকে, তাহা হইলে বিরেচনান্তে দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাকেও ইচ্ছাভেদী রস কহে।

## সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, ত্রিকূট, ত্রিফলা ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করিলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই গুড়িকা তিনরতি পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সকল প্রকার জ্বরে ও আমবাতে প্রয়োগপূর্ব্বক বিরেচন করাইবে। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস ও মন্দাগ্নি রোগ আরোগ্য হয়।

---

# জ্বরচিকিৎসা।

যাবতীয় রোগের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য। প্রথমতঃ জ্বর হইলে দুই তিন দিবস লঙ্ঘন দিবে, তৎপরে দোষের পরিপাক হইলে বিরেচনদ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

## মৃত্যুঞ্জয় রস।

মৃত্যুঞ্জয় রস প্রস্তুত করিতে হইলে, গোমুত্রদ্বারা সংশোধিত বিষ একভাগ, মরীচ একভাগ, পিপুল একভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগা একভাগ এবং জম্বীরের রসে শোধিত হিঙ্গুল দুই ভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খলে উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। মৃত্যুঞ্জয় রস মূর্ত্তিমান মহাদেবের তুল্য। যে জ্বর মৃত্যুস্বরূপ, ইহাদ্বারা তাহাও পরাজিত হয়, সুতরাং এই ঔষধের গুণে চিকিৎসক অসীম যশোলাভ করিতে পারেন। ইহা মধুর সহিত লেহন করিলে সকল প্রকার জ্বর শান্তি হয়, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়, আদার রসের সহিত সেবন করিলে ভীষণ সান্নিপাতিক-জ্বর পলায়ন করে, জম্বীরের রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণরোগ প্রশান্ত হয় এবং গুড়মিশ্রিত কৃষ্ণজীরার সহিত সেবন করিলে অজীর্ণজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনদ্বারা নবজ্বর এক প্রহরের মধ্যে প্রশান্ত হয়, মধ্যবিধ জ্বর ত্রিরাত্রির মধ্যে এবং সান্নিপাতিক-জ্বর সাত দিবসের মধ্যে বিদূরিত হয়। চারিটী বটিকা এই ঔষধের পূর্ণমাত্রা জানিবে। যুবা ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণমাত্রায় ঔষধ সেবনই ব্যবস্থেয়, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও ক্ষীণশরীর ব্যক্তি অর্দ্ধমাত্রায় এবং অত্যন্ত শিশু এবং অত্যন্ত ক্ষীণব্যক্তি সিকিমাত্রায় ঔষধ সেবন করিবে।

---

## ভস্মেশ্বর চূর্ণ।

শুষ্ক গোময়ভস্ম আটতোলা, মরীচের চূর্ণ দেড় তোলা, বিষ অর্দ্ধ তোলা, এই তিন দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিলেই ভস্মেশ্বর চূর্ণ নামক জ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহাতে সান্নিপাতিক-জ্বরও বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই চূর্ণ পাঁচরতি পরিমাণে লইয়া আদার রসের সহিত সেবন করিতে হয়।

---

## জয়াবটী ও জয়ন্তী-বটী।

বিষ, ত্রিকটু, মুথা, হরিদ্রা, বিল্বপত্র, বিড়ঙ্গ ও জয়ন্তীমুল, এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া অজামূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিলেই সর্ব্বজ্বর-

নাশক জয়াবটী হয় এবং বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরীচ, পিপুল, নিম্ব ও জয়ন্তী, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া অজামূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বটী করিলেই জয়ন্তীবটী প্রস্তুত হয়। এই উভয় বটিকার মধ্যে যে কোন বটী দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর দূরিত হইয়া যায়। এই ঔষধ সেবনান্তে মুগ ও আমলকের যুষ পথ্য দিবে, কিন্তু ঘৃত বর্জন করিবে। জয়া বা জয়ন্তী, মধু ও মরীচচূর্ণের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়, ইহার অপর নাম আনন্দভৈরব রস। জয়ন্তী বা জয়াবটী ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর ধ্বংস হয়, মধু ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে। এই জয়া বা জয়ন্তী বটী শীতকজ্বরে গোমূ-ত্রের সহিত, পিত্তজ্বরে চন্দনের ক্বাথের সহিত, কাসরোগে মধুর সহিত পাণ্ডু ও শোথরোগে জয়ন্তীর রসের সহিত, পাথরি ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে বিনাশিত হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে গোমূত্রের লেপন করিয়া দিলে কুষ্ঠও প্রশান্ত হয়। জয়া বা জয়ন্তী বটী চারিমাষা পরি-মিত কেতকীমূলের সহিত পেষণপূর্ব্বক জলের সহিত সেবন করিলে স্বরামেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুর সহিত উক্ত বটী সেবন করিলে মেহরোগ আরোগ্য হয়। লোধ, মুথা, হরীতকী ও কট্‌ফল, এই চতুর্বিধ বস্তু সমভাগে গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, সেই ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহার সহিত উক্ত বটী সেবন করিলে যাবতীয় মেহ বিনষ্ট হয়। এই জয়া বা জয়ন্তী বটী ত্রিদোষ-জনিত গুল্মরোগে গরম জলের সহিত, সকলপ্রকার ভগন্দরে শুঁঠের গুঁড়ার সহিত, গ্রহণীরোগে ঘোলের সহিত এবং সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত-রোগে শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। যে ব্যক্তি রাত্র্যন্ধ (রাতকাণা), সে স্তন-দুগ্ধের সহিত ঐ বটী ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে এবং ভৃঙ্গরাজের রস অনুপানে উক্ত বটী সেবন করিলে রাত্র্যন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই ঔষধে দেহের মাংসবৃদ্ধি করে।

---

## হিঙ্গুলেশ্বর রস।

পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ, এই ত্রিবিধ বস্তু সমপরিমাণে গ্রহণ করণান্তর খলে পেষণ করিবে, উত্তমরূপে পেষণ হইলেই হিঙ্গুলেশ্বর রস প্রস্তুত হইল। এই

ঔষধদ্বারা যাবতীয় বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়, দুই রতি পরিমাণে মধুর সহিত সেব্য।

---

## নবজ্বরাঙ্কুশ।

পারদ একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, হিঙ্গুল তিন ভাগ এবং দন্তীবীজ চারি ভাগ, এই সকল সামগ্রী একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্তীর ক্বাথে পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পেষিত হইলে তিনরতি পরিমাণে বটিকা বান্ধিবে; রোগের অবস্থা ও রোগীর বলাবল বিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবজ্বরে ইহা সেব্য।

---

## তরুণজ্বরারি রস।

জয়পালবীজ, গন্ধক, বিষ ও পারদ, এই চারি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পেষিত হইলেই তরুণ জ্বরারিরস নামক ঔষধ প্রস্তুত হইল। ইহা দুই রতি পরিমাণে সেব্য। চিনি ও জল ইহার অনুপান। ইহা সেবন করিলে বিরেচন্ হইয়া নবজ্বর নিবারিত হয়। যে দিন জ্বর হইয়াছে, সেই দিন হইতে গণনা করিয়া পঞ্চম দিবসে, ষষ্ঠ দিবসে অথবা সপ্তম দিবসে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পটোল ও মুগের যুষ পথ্য দিবে।

---

## প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস।

বিষ একভাগ, হিঙ্গুল দুইভাগ, জয়পালবীজ তিনভাগ এবং সোহাগা চারি ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিলেই প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। রোগের অবস্থা দেখিয়া অনুপানের ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাহার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সদ্যোজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## নিরাম-জ্বরাধিকারে।

### শীতারি রস।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, সৈন্ধব, মরীচ, তেঁতুলের বন্কল, ভস্ম ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ এবং তুষরহিত বিশুদ্ধ জয়পালবীজ দুই ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য, একত্র করিয়া একদিন পর্য্যন্ত জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলেই উষ্ণজল অনুপানে দুই রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বর ও শীতজ্বর বিনাশ পায়।

---

### চন্দ্রশেখর রস।

চন্দ্রশেখর রস প্রস্তুত করিতে হইলে পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরীচ, এই চারি দ্রব্য সমভাগ এবং মনঃশিলা সর্ব্বদ্রব্যের সমান, এই সকল একত্র করিয়া তিন দিন যাবৎ পুনঃ পুনঃ মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিয়া তিন গুঞ্জা পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করাইলে তরুণজ্বর বিনষ্ট হয়।

---

### বাত পিত্তান্তক রস।

মৃত-পারদ, অভ্র, মুথা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক এই আট প্রকার দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুড়ূচী, আমলকী, শতমূলী ও শ্বেত-ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া একরত্তি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শর্করা ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, পিপাসা, ভ্রম শোথ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শর্করামিশ্রিত যষ্টিমধুর ক্কাথ ও শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ সেবন করিবে।

---

### পর্পটী রস।

প্রথমতঃ একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক গ্রহণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে, পরে গন্ধক ও পারদ উভয় দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার একচতুর্থাংশ পরিমাণ মৃততাম্র ও লৌহভস্ম উহার সহিত একত্র

করিয়া পাক করিতে হইবে, পাকের সময়ে লৌহচাটুদ্বারা চালনা করিবে। অনন্তর গোময়ের উপর একখানি কলাপাত রাখিয়া উক্ত পাতার উপরে ঐ ঔষধ ঢালিয়া ফেলিবে, তখন উহা দেখিতে পর্পটীর ন্যায় হইবে। তৎপশ্চাৎ উহা খলমধ্যে ফেলিয়া উত্তমরূপ চূর্ণীকৃত হইলে একদিন পর্য্যন্ত নিসিন্দার রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামনহাটী, দিয়া প্রজ্বলিত অঙ্গারে স্বেদপ্রদান করিয়া লইলেই পর্পটীর প্রস্তুত হইবে। হরীতকী, শুঁঠ ও গুড়ূচীর কাথ অনুপানে এই ঔষধের চারি রতি পরিমাণ সেব্য। ইহাদ্বারা শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## চিন্তামণি রস।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, বিষ একভাগ, লৌহ একভাগ, ধুতুরার বীজ একভাগ, তাম্র দুই ভাগ, চিতা দুইভাগ, ত্রিকটু চূর্ণ দুইভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রস ও জম্বীরের মজ্জার সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম চিন্তামণি রস, এই ঔষধ সদ্যোজ্বর বিনাশ করে। ইহাদ্বারা বাতিক পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, চাতুর্থিক, বিপর্য্যয় প্রভৃতি ভীষণ জ্বর, তদ্ব্যতীত মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, আধ্মান, অতীসার, ছর্দ্দি, অরুচি প্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

# সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারে।

## জয়মঙ্গল রস।

পারদ ভস্ম, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। অনন্তর আক্নাদি, নিসিন্দা, যষ্টিমধু ও বিল্বমূলের কাথে একদিন মর্দ্দিত করিয়া মূষামধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিতে হইবে। এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ দশমূলের কাথের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধদ্বারা অঞ্জন বা নস্যগ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর পলায়ন করে।

## অঞ্জন ভৈরব।

পারদ একভাগ, লৌহ একভাগ, পিঁপুল একভাগ, গন্ধক একভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করণান্তর মত হইবে; তাহার তিনগুণ জয়পালবীজ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জম্বীরের রস উহার সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে অঞ্জন ভৈরব নামক ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঔষধদ্বারা চক্ষে অঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## নস্যভৈরব।

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগা, খর্পর ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্য সমানাংশ গ্রহণ করিয়া আকন্দের দুগ্ধে একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। পশ্চাৎ আকন্দ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করণান্তর ঘষিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

## আনন্দভৈরব রস।

হিঙ্গুল, বিষ ত্রিকটু, মরীচ, সোহাগা, পিঁপুল ও জয়ন্ত্রী, এই কয় দ্রব্য সমানাংশে লইয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ জম্বীরের রসের সহিত মিশাইয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করতঃ একগুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে আনন্দভৈরব রস কহে। এই বটী আদার রস অনুপানে সেবন করিতে হয়। ইহার দুইটি কিম্বা তিনটি প্রয়োগ করিলেই সান্নিপাতিক দুস্তর জ্বর পলায়ন করে। তদ্ব্যতিত ইহাদ্বারা অষ্টবিধ জ্বর, অতীসার, জীর্ণজ্বর এবং আমবাত নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

## ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।

দুই মাষা পারদ ও দুই মাষা গন্ধক, একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। পরে কুটজ, তালমূলী, ধুতুরা, কেশুত্তে, ঘোষাফল, জয়ন্তী ও থুলকুড়ি, এই সপ্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের পাতার রস অর্দ্ধতোলা লইয়া সেই রসের সহি তউক্ত কজ্জলী মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ উহা শুষ্ক করিয়া সর্ষপের ন্যায় বটি করিতে

হইবে। ইহাকে ত্রৈলোক্যসুন্দর রস কহে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। যদ্যপি রোগীর শরীরে অত্যন্ত তাপ থাকে, তাহা হইলে এক রতি প্রমাণ বটী করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে নারিকেলোদক পান করাইবে।

---

## মৃত্যুসঞ্জীবন রস।

চারিভাগ তাম্র, তিন ভাগ জয়পাল বীজ, দুই ভাগ সোহাগা ও একভাগ বিষ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া শুণ্ঠীর কাথে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর শুষ্ক করিয়া দুইমাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ত্রিকটু, চিতা ও সৈন্ধব অনুপানে সেবন করিলে, জ্বরের তাপ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর গাত্রে কর্পূরমিশ্রিত চন্দন প্রদান করিবে, ঐ চন্দন কাংস্যপাত্রে রাখিতে হয়। ইক্ষুরস, ঘোল ও উৎকৃষ্ট শালিধান্যের অন্ন, এই ঔষধ সেবনের পর পথ্য দিবে। এই ঔষধদ্বারা সততজ্বর, বিষমজ্বর, শীতপূর্ব্বজ্বর, দাহপূর্ব্বজ্বর, মন্দাগ্নি ও বাতরোগ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে।

---

## শীতভঞ্জী রস।

পারদ একভাগ, হিঙ্গুল একভাগ, গন্ধক একভাগ এবং জয়পালবীজ তিন ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া দন্তীর কাথে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ তিনরতি পরিমাণে সেব্য, আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে এক প্রহরের মধ্যে মহাঘোর নবজ্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিবে। ইক্ষু ও মুগের যুষ, এই ঔষধ সেবনান্তে হিতকর পথ্য। শর্করা ও দধিমিশ্রিত অন্নও পথ্য দিতে পারা যায়।

---

## প্রাণেশ্বর রস।

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, অর্দ্ধভাগ বিষ, এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তালমূলীর রসে বার প্রহর কাল মর্দ্দন করিতে হইবে। অন-

ন্তর উহা কাচকুপীর মধ্যগত করিয়া রুদ্ধ করতঃ সেই কুপীটী মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র-দ্বারা সাতবার বেষ্টন করিবে। তদন্তর কুম্ভীপাকে পটু প্রদান করিবে ও শীতল হইলে নামাইয়া জীরা, কৃষ্ণজীরা, হীঙ্গ, সর্জিকাক্ষার, সোহাগা, গুগ্গুল পঞ্চলবণ, যবাক্ষর, যামিনী, মরীচ ও পিঁপুল, এই কয়েক দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ক্বাথ করিয়া এই ক্বাথের সহিত উহা একদিন মর্দ্দন করিবে। ঐ ক্বাথে সাতবার ভাবনা দিয়া সাতবার সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। প্রথমে ঔষধ প্রস্তুতকালে যত পরিমাণ পারদ গৃহীত হইবে, ক্বাথ করিবার সময় জীরা-প্রভৃতি দ্রব্যও প্রত্যেকে তত পরিমাণে লইবে। এই ঔষধ পাঁচরত্তি পরিমাণ লইয়া পানের রস অনুপান দ্বারা সেবন করিতে হয়। এই প্রাণেশ্বর রসদ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। উগ্র নবজ্বরেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্তু নবজ্বরে এই ঔষধ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান করিতে হয়। শীতজ্বর, দাহজ্বর, শূল, গুল্ম ও ত্রিদোষাধিকারেও এই ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে রোগীর গাত্রে চন্দন লেপন করিতে হয়। এই ঔষধদ্বারা বিবিধ অতীসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## স্বচ্ছন্দভৈরব রস।

একতোলা পারদ এবং একতোলা গন্ধক, একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপশ্চাৎ ঐ কজ্জলীর সহিত একতোলা স্বর্ণমাক্ষিক মিশাইবে। অন-ন্তর শিবজটা, নিশিন্দা, হরীতকী, আমলকী, বিষকাঁটালী, এই পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের রস একতোলা লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে মুগের ন্যায় এক একটি বটী করিতে হইবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং গ্রহণী ও সূতিকারোগ বিনষ্ট করে।

---

## অঞ্জনরস।

একভাগ গন্ধক ও একভাগ পারদ লইয়া রশুনের রসে একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে তাহা রশুনের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে। ইহাদ্বারা জ্বররোগাভিভূত অচেতন ব্যক্তিও চৈতন্য

প্রাপ্ত হয়। মরীচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা ও প্রলাপ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহাকে অঞ্জন রস কহিয়া থাকে।

---

## প্রকারান্তর।

হিঙ্গুল, ফট্‌কিরী, তুঁতিয়া, কর্পূর ও মৃত-তাম্র, এই পঞ্চদ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করণান্তর দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত কালকাসন্দার রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে ইচ্ছামত বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকেও অঞ্জনরস কহে। এই বটী ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার দোষযুক্ত জ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়।

---

## উন্মত্ত রস।

পারদ ও গন্ধক, সমপরিমাণে লইয়া ধুতুরার ফলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর মরীচচূর্ণ, পিপ্পলীচূর্ণ ও শুণ্ঠিচূর্ণ, এই ত্রিবিধ চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমানাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত মর্দ্দিত ঔষধ্যের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধের নস্যগ্রহণ করিলে সান্নিপাতিকজ্বর বিদূরীত হয়।

---

## রসরাজেন্দ্র।

পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীস, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল ও বিষ, এই নয় দ্রব্য প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। উত্তমরূপ চূর্ণ হইলে আদার রসে ও কাকমাচীর রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয়। তৎপরে মৎস্য, বরাহ, ছাগল ও মহিষ, ইহাদিগের প্রত্যেকের পিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া তৎপরে ত্রিকটুর ক্কাথে ভাবনা দিবে। তুলসীর পাতার রসের সহিত একগুঞ্জা, পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর শিরোদেশে জলসেক করিবে। অত্যন্ত দাহ থাকিলে চিনির পানা সেবন করাইবে। এই রসরাজেন্দ্র, স্বয়ং ধন্বন্তরিদেব আবিষ্কার করেন।

---

## সন্নিপাতহর।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরীচ, গজপিপ্পলী ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরার পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করতঃ দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরের কৃতান্তস্বরূপ। আকন্দপাতার ক্বাথ ও ত্রিকটুচূর্ণ ইহার অনুপান।

---

## ত্রিদোষ নীহার-রস।

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক, একত্র মিশ্রিত করিয়া অষ্টাহ কাল যাবৎ চিতার রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দনপূর্ব্বক ভাবনা দিবে। তৎপরে পারদের অষ্টমাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে ভাবনা দিয়া লইবে। পৈত্তিকজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাকে ত্রিদোষনীহার রস কহে॥ সূর্য্যদেব যেরূপ হিমরাশি বিনাশ করেন, এই ঔষধও তদ্রূপ রোগসকলকে ধ্বংস করিয়া থাকে।

---

## সৌভাগ্যবটী।

সোহাগা, বিষ. জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও পারদ, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া নিশিন্দা, সেফালিকা, ভৃঙ্গরাজ, বাসক ও অপমার্গ, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ এক একবার ভাবনা দিয়া লইব। অনন্তর দুইগুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিদোষজনিত বিকারনাশক। যে রোগীর দেহ হিম বা স্বেদাক্ত হইয়াছে, যে ঘোরনিদ্রায় অচেতন, যাহার ইন্দ্রিয় বিকল ও মন বিমোহিত হইয়া গিয়াছে, যে শূল, কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি ও জ্বরে অভিভূত, সেইরূপ ব্যক্তির প্রতি এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহারা নিঃসন্দেহ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে।

---

## বৃহৎ কস্তূরীভৈরব।

দুইতোলা মৃতবঙ্গ, দুই তোলা খর্পর, দুই তোলা স্বর্ণ, দুই তোলা রৌপ্য, কান্তলৌহ এক পল, স্বর্ণমাক্ষিক চারি তোলা, রসসিন্দূর চারি তোলা, লবঙ্গ চারি তোলা ও জাতিফল চারি তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দ্রোণপুষ্পের রসে ও পানের রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। অনন্তর চারি তোলা কর্পূর ও চারি তোলা ত্রিকটুচূর্ণ উহার সহিত একত্র করিবে। পরে সমস্ত উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব কহে। এই ঔষধদ্বারা ত্রিদোষজ সান্নিপাতিকজ্বর, শুক্রক্ষয়, মেহ, বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, যক্ষা, গুল্ম, শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন পূর্ব্বক শতশত নারীর সহিত সম্ভোগ করিলেও শুক্রক্ষয় হইবার সম্ভব নাই। সূর্য্যদেব যেরূপ তিমিররাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই ঔষধ রোগ সকলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়।

---

## বেতাল রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরীচ ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া শিলাতে মর্দ্দন করিবে; মর্দ্দন করিতে করিতে কজ্জলীবৎ হইলেই ইহা প্রস্তুত হইল। একরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাই বিধেয়। ইহাদ্বারা সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশবিধ ঘোরতর সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। যাহার দন্তপংক্তি দৃঢ়, যাহার নয়ন ভ্রান্ত হইয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল হইয়াছে, যে ম্লান, মোহাভিভূত ও যাহার দেহ লিপ্ত হইয়াছে, সেই রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইলে আশু প্রতীকার হইয়া থাকে।

---

## সিংহনাদ রস।

লৌহপাত্রে গন্ধক রাখিয়া মৃদু-অগ্নিসন্তাপে গলাইবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইল উহার মধ্যে পারদ ও অভ্র সমভাগে প্রদান করিবে এবং হিঙ্গুল ও অগ্র

এই উভয় দ্রব্যের সমান নিসিন্দাপত্রের রস দিয়া যাবৎ জলের অংশ শুষ্ক হইয়া না যায়, তাবৎ মৃদু-অগ্নিতে পাক হইবে। জলভাগ শোষিত হইলে গন্ধকের চারি ভাগের একভাগ বিষ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া একরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। বৃহতীর ক্বাথ ও কুড়চূর্ণ ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা সান্নিপাতিকজ্বর পলায়ন করে। ইহাকে সিংহনাদরস কহে।

---

## সান্নিপাতভৈরব।

তাম্র, গন্ধক, পারদ, শ্বেতগুঞ্জা, মরীচ, হরীতকী, মৎস্যের পিত্ত, জয়পাল-বীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিলেই সন্নিপাতভৈরব নামক নবজ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়। চারি রতিপ্রমাণ সেবন করাই ইহার নিয়ম।

---

## সূচিকাভরণ।

পারদ, গন্ধক, সীস, স্থাবরবিষ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগল, ইহাদিগের প্রত্যেকের পিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাত দূর করে। আর্দ্রকের রসের সহিত এই ঔষধ পান করিতে হয়। সূচিকার অগ্রদ্বারা এই ঔষধ প্রদান করিবে; ইহাকে সূচিকাভরণ কহে।

---

## আনন্দভৈরবী।

বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগা, মৃত-তাম্র, ধুতুরার বীজ ও হিঙ্গুল, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জয়ন্তীপাতার রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তম-রূপে মর্দ্দিত হইলে চণক পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। আকন্দমূলের ক্বাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলেও দুস্তর সান্নিপাতিকজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। ধনিয়া, পিঁপুল, শুঁঠ, কট্‌কী ও কণ্টিকারির ক্বাথ করিয়া তৎসহ পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ তাহা অনুপান করিয় সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত সামান্য জ্বর ও শীতাঙ্গসন্নিপাতজ্বর পলা-

মন করে। এই ঔষধ চারি রতি পরিমাণ ক্ষেতপাপড়ার রস দিয়া সেবন করিলেও সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে কট্‌কীর মূল, বিল্ব, শুঁঠ জীরক সমভাগে লইয়া দধির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে শীঘ্রই সান্নিপাতিকজ্বর বিদূরিত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে কদাচ শাক ভক্ষণ করিবে না। ঔষধ সেবনান্তে যদি বরুণমূলের কাথ পান করা যায়, তাহা হইলে সাতদিনের মধ্যে পাথরিরোগ প্রশান্ত হয়। যে ব্যক্তি গলৎ-কুষ্ঠে আক্রান্ত হইয়াছে, সে যদ্যপি কনিক পরিমাণে লইয়া সোমরাজির তৈলের সহিত লেহন করে, তাহাহইলে সেব্যক্তি রোগহইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। দধির মাত, শর্করা ও মধুর সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্র-কৃচ্ছ্রোগ বিদূরিত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রোগে এই ঔষধ সেবন করিয়া পশ্চাৎ যবক্ষার, শর্করা ও গব্যদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া উহা শীতল হইলে মধুর সহিত অথবা গুঞ্জামূল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। যাবতীয় মেহরোগে রুদ্রজটার কাথ করিয়া এই বটীকা সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

---

## গন্ধকজ্জলী।

কণ্টিকারি, নিশিন্দা ও নাটাকরঞ্জা, এই তিনটী দ্রব্যের রসের সহিত গন্ধকমিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে গলাইবে। গন্ধক গলিয়া যখন তরল হইবে, তখন তাহাকে গন্ধকের সমভাগে পারদ প্রদান করিবে। অনন্তর সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে নামাইয়া ফেলিবে, পরে শীতল হইলে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া একরতি পরিমাণে সেব্য। একমাষা পরিমাণে জীরা ও একমাষা পরিমাণে লবণ এবং পানের সহিত ইহা সেবন করিবে। সান্নিপাতিক জ্বরে এই ঔষধ সেবন করিয়া গরম জল পান করিতে হয়। ঔষধ শর্করার সহিত সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ, গুড়ের সহিত সেবন করিলে আম-রোগ, ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ, কুরচিমূলের রস ও বল্কলের রসের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার এবং যজ্ঞিডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে রক্তবমন প্রশান্ত হয়। ইহাদ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল পিত্তসংযুক্ত ঔষধ উক্তি আছে, তাহা বলবান্ ব্যক্তিকে সেবন করাইবে। এই

সকল ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে জলসেক ও অবগাহন স্নান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে, সন্দেহ নাই।

## কস্তূরীভৈরব।

কস্তূরীভৈরব প্রস্তুত করিতে হইলে হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগা, জয়িত্রী, জায়ফল, মরীচ, পিঁপুল, কস্তূরী, এই অষ্ট দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া লইবে। ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরে এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে প্রদান করিতে হয়।

## চন্দ্রশেখর রস।

পারদ, গন্ধক, মরীচ ও সোহাগা, এই চতুর্ব্বিধদ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলায় পেষণ পূর্ব্বক মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিবে। অনন্তর তিনি দিন মর্দ্দন করিয়া লইলেই চন্দ্রশেখর রস প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিবে ও সেবনান্তে শীতল জল পান করিবে। তিন দিবস এই ঔষধ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনাশিত হইয়া থাকে।

## সান্নিপাতসূর্য্য।

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একত্র মিশ্রিত করণান্তর মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দিত হইলে ঐ উভয় দ্রব্যের চতুর্থাংশ পরিমিত তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণভস্ম উহার মধ্যে দিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে তিনদিন চিতার রসের সহিত রৌদ্রে ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ অর্দ্ধাংশ পরিমাণ বিষ উহার সহিত মিশাইয়া মৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদিগের কোন একটী পিত্তে ভাবনা দিয়া চারিরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। চিতার ক্বাথ ও ত্রিকটুচূর্ণই ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবনান্তে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখাইয়া শীতলজলে স্নান করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত রোগীর কম্প উপস্থিত ও শীতবোধ না হয় এবং যে পর্য্যন্ত রোগী মলমূত্র পরিত্যাগ না করে, তাবৎ

তাহাকে শীতল জলে রাখিতে হইবে। একদিন পর এক দিন স্নান করা নিয়ম। রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে মরীচ, চিনি, অম্ল, দধি, মাছ, আদা, এই সকল দ্রব্য পথ্য দিতে পারা যায়। এই ঔষধের নাম সন্নিপাতসূর্য্য। ইহাদ্বারা সান্নিপাত-রোগ বিদূরিত হয়।

---

## অভিন্যাস জ্বরাধিকারে।

### সচ্ছন্দনায়ক।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য, এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমপরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। তদন্তর শুণ্টা, নিসিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা, অগ্নিবল্লী, আদা, চিতা, জয়ন্তী, ভাঙ্গ ও কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন ভাবনা দিবে। পরে পঞ্চপিত্তে + তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর ঐ ঔষধ অন্ধমূষাধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে; পাক-শেষে নামাইয়া চূর্ণ করিলে স্বচ্ছন্দনায়ক ঔষধ প্রস্তুত হয়। আদার রস অনু-পানে একমাষা পরিমাণে সেবন করাই ইহার বিধি। এই ঔষধ সেবনান্তে নিসিন্দা ও দশমূলের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মরীচ চূর্ণ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা অভিন্যাসজ্বর পলায়িত হয়। ঔষধ সেবনান্তে মুগের যুষ ও ছাগদুগ্ধ পথ্য দিতে হয়।

---

### শীত-জ্বরহর।

একভাগ পারদ, একভাগ স্বর্ণমাক্ষিক, একভাগ ভেলা, একভাগ গন্ধক, আটভাগ হরিতাল, ষোলভাগ আকন্দের দুগ্ধ, আটভাগ সীজের দুগ্ধ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিতে হইবে। পাক-শেষে শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার শীতজ্বর বিনষ্ট হয়; এই ঔষধকে শীতজ্বরহর কহে।

---

+ মৎস্য, ময়ূর, বরাহ, মহিষ ও ছাগ, ইহাই পঞ্চপিত্ত।

## জ্বরাঙ্কুশ।

একভাগ তাম্র ও দুই ভাগ হরিতাল, একত্র করণান্তর করঞ্জার রসে পেষণ করিবে। অনন্তর ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে সিজের দুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনরায় পটুপাক করিবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধের পাঁচ রতি পরিমাণ সেবন করিতে হয়॥ এই ঔষধ ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, চাতুর্থিক, বিষম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জ্বরের কালস্বরূপ। এই ঔষধকে জরাঙ্কুশ কহে।

---

## বিষমজ্বরান্তক লৌহ।

হিঙ্গুলোদ্ভূত পারদ ও গন্ধক সমানাংশে গ্রহণ করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলী রসপর্পটীর ন্যায় পাক করিবে। ঐ পর্পটী এক-ভাগ, পারদের চতুর্থাংশ স্বর্ণভস্ম, পারদের দ্বিগুণ লৌহ; তাম্র ও অভ্র পারদের অর্দ্ধাংশ, বঙ্গ পারদের অর্দ্ধাংশ; প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তিভস্ম এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের চতুর্থাংশ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঝিণু-কের মধ্যে পুরিয়া পটুপাক করিবে, তৎপরে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই গুঞ্জা পরিমিত বটীকা করিবে। প্রাতঃ-কালে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়; পিপ্পলীচূর্ণ, হিঙ্গ, সৈন্ধব ইহার অনুপান। এই ঔষধে অষ্টবিধ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, সাধ্যাসাধ্য সতত, ত্র্যাহিক, চাতু-র্থিক জ্বর, কামল', পাণ্ডু, শোথ, প্রমেহ, অরুচি, গ্রহণী, আমদোষ, কাস, শ্বাস মূত্রকৃচ্ছ্র, অতীসার এই সকল রোগ বিনাশ করে। ইহাকে বিষমজ্বরান্তকলৌহ কহে।

---

## প্রকারান্তর।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাংস্য, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, ধাতুকাশীস, (একপ্রকার হীরাকস) মনঃশিলা, সোহাগা ও কর্পূর, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া

বামনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পান, জয়ন্তী, করলা, পটোল, ভাঙ্গ, পুনর্নবা, এবং আদা, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর শুষ্ক হইলে ঔষধার্থ গ্রহণ করিবে। ইহাকেও বৃহচ্চিন্তামণি রস কহে, ইহা দুই রতি পরিমাণে সেব্য। এই ঔষধ বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, ত্রিদোষজন্য, দ্বিদোষোত্থ, ধাতুস্থ প্রভৃতি যাবতীয় বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, হলীমক, শোথ, অগ্রমাংস, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ সকল বিনাশ করিয়া থাকে।

---

## সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, আকৃনাদি, কট্‌কী, কণ্টিকারি, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও কুটজ এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে এবং এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে সর্ব্বজ্বরহরলৌহ কহে, ইহাদ্বারা সমস্ত রোগ বিনাশিত হয়। এই ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, সান্নিপাতজ, দ্বন্দ্বজ, বিষম ও ধাতুস্থজ্বর বিনাশ করে। এই সর্ব্বজ্বরহরলৌহ সেবন করিলে শীত, কম্প, পিপাসা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমি, ভ্রম, রক্তপিত্ত, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, উদররোগ, বিনাশিত হইয়া থাকে। এই ঔষধের প্রভাবে দেহে বল ও পুষ্টি সাধন হয়।

---

## শীতভঙ্গী রস।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা ও ফট্‌কিরী, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে লইয়া করলার রসে একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর একটী তাম্রপাত্রের মধ্যভাগ ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা দেড় অঙ্গুলি পূর্ণ করিয়া লেপন করিবে। তৎপরে একটী স্থালীর মধ্যে ঐ তাম্রপাত্রটী রাখিয়া অপর একটী পাত্রদ্বারা স্থালীর মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক বদরীপত্রের কল্কদ্বারা সন্ধিস্থান রুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ স্থালী বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ধান্যাদি শস্যও নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পাত্রের অধোভাগে যথানিয়মে তাপপ্রদান পূর্ব্ব

পাক করিবে। যখন ঐ শস্যসকল ফুটিতে থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া রাখিবে, অনন্তর শীতল হইলে ঐ তাম্রপাত্রের নিম্নভাগস্থ ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে পান ও মরিচচূর্ণের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা-দ্বারা দিবসত্রয় মধ্যে বিষমজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

---

## বৃহচ্চিন্তামণি রস।

একতোলা পারদ, একতোলা গন্ধক, একতোলা বিষ, একতোলা ত্রিকটু একতোলা ত্রিফলা, একতোলা মনঃশিলা, একতোলা রৌপ্য, একতোলা স্বর্ণ, একতোলা মুক্তা, একতোলা হরিতাল, ছয়মাষা কস্তুরী, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিবে, পরে তুলসীর রসে ও তৎ-পরে আদার রসে ভাবনা দিতে হইবে। দুই গুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করাই ইহার নিয়ম। ইহাকে বৃহচ্চিন্তামণি রস কহে। এই ঔষধ সেবনে একজ, দ্বন্দ্বজ, বিষম ও সন্নিপাতজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, শ্লেষ্মরোগ, শিরঃশূল, বিদ্রধি ও ভগ-ন্দর প্রভৃতি রোগ সকল আরোগ্য হয়।

---

## চিন্তামণি।

হরিতাল, তাম্র ও তুঁতে, এই ত্রিবিধ বস্তু সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিতে হইবে। পরে উহা একটী সরারমধ্যে গোলাকারে রাখিয়া অপর একখানি সরাদ্বারা আবৃত করতঃ রাত্রিতে গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। ইহাদ্বারা যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়। শর্করা অনুপানদ্বারা এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

---

## পঞ্চানন রস।

খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে

লইয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত করলার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর ঐ সকল ঔষধ তালাকৃতি করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে এবং একটী তাম্রপাত্র-দ্বারা আবৃত করিয়া সেই হাঁড়িটী বালুকাদ্বারা পরিপূরিত করিবে, পশ্চাৎ সেই হাঁড়িটী চুল্লীর উপর চড়াইয়া একদিন যাবৎ যথানিয়মে পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলেই উহা গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ তিন রতি পরিমাণে সেব্য। তুলসীপাতার রস ও মরীচচূর্ণ ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর শান্তি পাইয়া থাকে, দাহজ্বরে আমলকী কল্কের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। ধাতুগতজ্বরে ইহা মধু ও পিপ্পলীচূর্ণের সহিত সেবন করিতে হয়।

---

## চিন্তামণি রস।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, মুক্তা, গন্ধক, পারদ, ত্রিকটু, মনঃশিলা, কস্তূরী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই রতি পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা-দ্বারা অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়।

---

## ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।

তিন ভাগ স্বর্ণভস্ম, দুই ভাগ রৌপ্য, দুই ভাগ অভ্র, পাঁচভাগ লৌহ, প্রবাল পাঁচভাগ ও সাতভাগ রসসিন্দূর, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করণান্তর ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। মর্দ্দনান্তর ছায়াতে শুষ্ক হইলে দুই গুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়কাস, গুল্ম, প্রমেহ, জীর্ণজ্বর, উন্মাদ ও জলদোষ দূরীভুত হইয়া থাকে।

---

## অর্দ্ধনারীশ্বর রস।

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, দুইভাগ বিষ, দুই ভাগ জয়পাল, চারি ভাগ মরীচ, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক

পঞ্চবার ভাবনা দিয়া লইবে। ইহাকে অর্দ্ধনারীশ্বর রস কহে। এই ঔষধ জয়ন্তীরের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক নাসিকাতে নস্যগ্রহণ করিলে অর্দ্ধ-শরীরগত জ্বর বিনিষ্ট হইয়া থাকে।

---

## মহারাজ বটী।

দুই তোলা পারদ, দুই তোলা গন্ধক, দুই তোলা অভ্র, একতোলা বৃদ্ধদারক বীজ, একতোলা বঙ্গ, একতোলা লৌহ, অর্দ্ধতোলা স্বর্ণ, অর্দ্ধতোলা তাম্র, অর্দ্ধতোলা কর্পূর, দুই মাষা গাঁজা, দুই মাষা শতমূলী, দুই মাষা শ্বেত-ধূপ, দুই মাষা তালমূলী, দুই মাষা তালমাখনা, দুই মাষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, দুইমাষা তালমূলী, দুই মাষা শূকশিম্বী, দুই মাষা জাতীফল, দুই মাষা জয়িত্রী, দুই মাষা বেড়েলা, দুই মাষা গোরক্ষচাকুলিয়া, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চারি রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুক করিবে। ইহাকে মহারাজবটী কহে। প্রাতঃকালে মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। ধাতুর সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, সান্নিপাতিক বিবিধ জ্বর, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগেও ইহাদ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। এই ঔষধদ্বারা দেহে বলাধান হয় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহা সেবন করিলে বলের হ্রাস বা শুক্রহ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। কামলা, পাণ্ডু, মেহ, রক্তপিত্ত ও উর্দ্ধসান্নিপাত এবং কফজ প্রভৃতি দারুণ রোগও ইহাদ্বারা প্রশান্ত হয়।

---

## জ্বরারি অভ্র।

জ্বরারি অভ্র প্রস্তত করিতে হইলে একভাগ তাম্র, একভাগ অভ্র, একভাগ গন্ধক, একভাগ পারদ, একভাগ বিষ, দুই ভাগ ধুতুরাবীজ এবং পাঁচভাগ ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর আদার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই রতি পরিমাণে বটী করিতে হইবে। রোগের দোষাদোষ বিবেচনায় এই ঔষধের অনুপান নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বিষম, ধাতুস্থ সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা

যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাংস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, মন্দাগ্নি, অরুচি, প্রভৃতি রোগরাশি বিনষ্ট করে।

---

## জ্বরারি রস।

পারদ একভাগ, গন্ধকদুইভাগ, বিষ ত্রিকটু, সীস, মনঃশিলা ইহারা প্রত্যেক এককর্ষ, হরিতাল ও তাম্র এককর্ষ, ধুস্তুরবীজ এককর্ষ, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ রোহিত মৎস্যের পিত্তে ও আকন্দের দুগ্ধে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চনক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তর দুই তোলা আদার রস ও একমাষা মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধদ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, বাত-শ্লেষ্মজ, ভয়োৎপন্ন, শোকজ, অভিচারজাত, শাপোত্থ, ভূতোত্থ, সত্ততঃ ও মেদোগত জ্বর বিনষ্ট হয়। ত্রিকটু চূর্ণ ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রসস্থ ও সান্নিপাতিকজ্বর দূরীভূত হয়। এই ঔষধদ্বারা মাংসগত, অস্থিগত ও রক্তগত জ্বর, শীত, দাহ, স্বেদ, প্রলাপ, চাতুর্থিক জ্বর ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা গ্রীষ্ম, দাহ, কম্প, পিত্ত ও জ্বর ধ্বংস করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, মাংস, দধি, তক্র, মদ্য ও ঘৃত ভোজন নিষিদ্ধ।

---

## জ্বরাশনি রস।

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, একভাগ সৈন্ধব, একভাগ বিষ, একভাগ তাম্র, পাঁচভাগ লৌহ, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করণান্তর লৌহনির্ম্মিত খলের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক লৌহদণ্ডদ্বারা নিসিন্দার রস দিয়া মর্দ্দন করিবে। উত্তম-রূপে মর্দ্দিত হইলে একরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। ঐ পানের রসে কিঞ্চিৎ মরীচুর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধদ্বারা ঘোরতর সর্ব্ববিধ জ্বর, কাস, শ্বাস, বমি, দাহ ও ত্রিদোষজনিত জ্বর, ধাতুস্থ জ্বর ও বিষমজ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

---

## বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য দুই তোলা, কান্তলৌহ আট তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া করলা, দশমূলী, ক্ষেতপাপড়া, ত্রিফলা, গুড়ূচী, পান, কাকমাচী, নিসিন্দা, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর একরতি পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ কহে। গুড় ও পিপ্‌পলীচূর্ণের সহিত ইহা সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধদ্বারা জীর্ণজ্বর, জলদোষজাতজ্বর, সাধ্যাসাধ্যজ্বর, সততজ্বর, ক্ষয়জজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজজ্বর, শোকজজ্বর, ভূতোত্থজ্বর অভিঘাতজজ্বর, অভিচারোত্থজ্বর, অভিন্যাসজ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বরজ্বর, ত্র্যাহিকজ্বর, শীতপূর্ব্বজ্বর, দাহপূর্ব্বজ্বর, প্রলেপকজ্বর, চাতুর্থিক জ্বর, প্লীহা, কাস, পাণ্ডু, কামলা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগকে পঞ্চদশ দিবস মধ্যে বিনষ্ট করে। এই ঔষধ সেবনান্তে পরিষ্কৃত শালিধান্যের অন্ন, তক্র ও বিট্‌লবণ পথ্য করিবে। যে সকল সামগ্রীর নামের প্রথমাক্ষর ক, তাহা কদাচ, ভক্ষণ করিবে না। এই ঔষধ সেবনান্তে যে পর্য্যন্ত রোগীর দেহে বলাধান না হয়, তাবৎ কদাচ স্ত্রী-সংসর্গ করিবে না।

---

## জীর্ণবিষমজ্বর।

### জ্বরাঙ্কুশ রস।

একভাগ পারদ, একভাগ বিষ, দুইভাগ গন্ধক, দুইভাগ সোহাগা, পাঁচভাগ মরীচ, পাঁচভাগ কট্‌ফল, পাঁচভাগ দন্তীবীজ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। পরে উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একমাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকে জ্বরাঙ্কুশ রস কহে। এই ঔষধ ত্রিদোষজনিত জীর্ণজ্বর বিনাশ করে।

---

## চাতুর্থকারি রস।

হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, শঙ্খভস্ম ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। পশ্চাৎ উহা সরাব-সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। তদন্তর ঐ সকল ঔষধ ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করিয়া তিন গুঞ্জা পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধদ্বারা চাতুর্থক শীতজ্বর বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ঘোল পান করিয়া মরীচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

---

## মহাজ্বরাঙ্কুশ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গৈরিক, সোহাগা ও দন্তীবীজ, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণীকৃত করিবে। তৎপরে জম্বীর, ভাঙ্গ, চিতা, তুলসী ও তেঁতুল, ইহাদিগের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর চণক পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ চিরকালীন, দ্বন্দ্বজ, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, সান্নিপাতিক, চাতুর্থিক, অত্যাগ্র প্রভৃতি জ্বর, মন্দাগ্নি ও জলদোষ নিবারণ করে।

---

## বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহ।

মরীচ দুই তোলা, পারদ, গন্ধক, জাতীফল, জয়িত্রী, প্রত্যেকে একতোলা স্বর্ণভস্ম পারদের চর্তুাংশ, রৌপ্য অর্দ্ধতোলা, লৌহ অর্দ্ধতোলা, অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, কেশুরতে, অপামার্গ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপ্পলী-মূল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, গুড়চীচূর্ণ, কণ্টিকারি, শোধিত রশুন, ধনিয়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চন্দন, দেবদারু, ইন্দ্রযব, চিরতা, বালা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা চূর্ণকরতঃ মিশ্রিত করিয়া আদার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। ইহাকে বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহ কহে। শুক্রস্থ চিরকালীন জ্বর ও নানা-

প্রকার জ্বর এই ঔষধদ্বারা বিনষ্ট হয়। ঔষধ প্রয়োগকালে রোগের সাধ্যাসাধ্য বিচার করিবে না, কারণ ইহাদ্বারা ঘোরতর উগ্র রোগসকলও দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা মন্দাগ্নি, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, গ্রহণী, ধাতুস্থ, ভূতাবেশজনিত, শ্রমজনিত, সন্নিপাতজ প্রভৃতি জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের গুণে বীর্য্যস্তম্ভন হইয়া থাকে এবং সহস্র সহস্র নারী উপভোগ করিলেও বীর্য্যহ্রাস হয় না।

---

## মেঘনাদ রস।

একভাগ অভ্র, একভাগ কাংস্য, একভাগ মৃততাম্র ও তিনভাগ গন্ধক, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একত্র করিয়া নটিয়াশাকের রসের সহিত পেষণ করতঃ পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে; পশ্চাৎ উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। পানের রস অনুপানে এই ঔষধ দুই গুঞ্জা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা বিষমজ্বর পলায়িত হয়; এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য করিবে। ইহাকে মেঘনাদ-রস কহে।

---

## সর্ব্বতোভদ্র রস।

চারিতোলা অভ্র, একতোলা গন্ধক, একতোলা হিঙ্গুলোৎপন্ন পারদ, কর্পূর, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতীফল, জয়িত্রী, ছোট এলাচ, গজপিপ্পলী, কুড়, তালীশপত্র, ধাইফুল, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরীচ, শুণ্ঠী, বহেড়া, পিপ্পলী ও আমলকী, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা একত্র চূর্ণ করতঃ পেষণপূর্ব্বক দুই গুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, মধু ও শর্করার সহিত ইহা সেবন করিতে হয়, কিন্তু রোগ বিবেচনায় অনুপান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। প্রাতঃকালে ইহা সেবন করাই বিধি। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিসূচিকা, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, বাতশ্লেষ্মরোগ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমি, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, চিরকালীন ধাতুস্থ বা পৈত্তিকজ্বর, বিষমজ্বর, কাস, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ সকল বিনাশ করিয়া থাকে

## চূড়ামণি রস।

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, লৌহ, মুক্তা ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ধাতুগত, সন্নিপাতজ, বিষমজ্বর, কামজ্বর, শোকজ জ্বর, ত্রিদোষজ্বর, শ্বাস, কাস, বিবিধপ্রকার শূল, অঙ্গবেদনা, শিরঃপীড়া, কর্ণশূল, দন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপৈত্তিক, গ্রহণী, কটিশূল, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ কামলা, বিসূচিকা, প্রমেহ ও মুত্রকৃচ্ছ্র, এই সকল রোগ বিনাশ করে।

---

## বিশ্বেশ্বর রস।

হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ, এই ত্রিবিধ দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থ, বদরীমূল, বৃহতী ও কাকমাচী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তিন দিন মর্দ্দন করিতে হইবে। উক্তরূপ মর্দ্দিত হইলেই ঔষধার্থ গ্রহণ করিবে। রোগের অবস্থা বিবেচনায় ইহার দুই অথবা তিন রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়, গব্য দুগ্ধ ইহার অনুপান।

---

## ত্র্যাহিকারি রস।

চারিভাগ পারদ, চারিভাগ গন্ধক, চারিভাগ শঙ্খ এবং একভাগ তুঁতে, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করণান্তর গুঁজিয়ালতা, জয়ন্তীপাতা ও নটিয়াশাক ইহাদিগের রসে পৃথক্ পৃথক্ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। এই ত্র্যাহিকরস চারি রতি পরিমাণে সেবন করাই বিধি, জীরা ও ঘৃত ইহার অনুপান।

---

## বৃহচ্চূড়ামণি।

অশ্বগন্ধা দুই ভাগ, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দূর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুথা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, জাতীফল, জয়িত্রী, মরীচ,

কর্পূর, তুঁতিয়া, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, ব্রহ্মযষ্টি, বাসক, আকন্দ, গোক্ষুর, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাত-বার ভাবনা দিবে। তদন্তর দুই রতি পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষজ, সতত, সন্তত, তৃতীয়ক, ঐকাহিক, দ্ব্যহিক. চাতুর্থিক, বিষম ও ভূতোত্থ জ্বর বিনাশ করে।

---

## বমনযোগ।

দুই তোলা ঘৃতকুমারীর মূল পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইলে বমন হইয়া থাকে।

---

# জ্বরাতিসারাধিকারে।

## আনন্দভৈরব রস।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করতঃ জম্বীরের রসের সহিত দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে এক গুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে আনন্দভৈরব রস কহে। ইহাদ্বারা জ্বরাতীসার প্রশান্ত হয়। শ্বাস, কাস, গ্রহণী, অতিসার, সান্নিপাতিকরোগ, অপস্মার, বায়ুরোগ, মেহ, অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, এই সকল রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

---

## সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস।

চারিভাগ গন্ধক, চারিভাগ পারদ, সাজ্জিমাটী, সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, যমানি; হিঙ্গুল, বিড়ঙ্গ, শুল্‌কা, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক এক ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। পানের রস অনুপানে এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া তিনপল গরমজল পান করিতে হয়। ইহাদ্বারা জ্বরাতীসার,

অতিক্রুতি, ত্রিদোষজনিত জ্বর, গ্রহণী, বাতরোগ, শূল, পরিণাম শূল প্রভৃতি প্রশান্ত হয়।

---

## অমৃতার্ণব।

হিঙ্গুলোদ্ভব পারদ, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, শঠী, ধনিয়া, বালা, মুথা, আকনাদি, জীরা, আতিশ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ধনিয়া, জীরার যূষ, সিদ্ধি, শনবীজ, মধু, ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড, শীতলজল, মোচার রস, অথবা কাঁচকড়ার রস ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজনিত যাবতীয় অতীসার প্রশান্ত হয়। শূল, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, অর্শ, অম্লপিত্ত, কাস ও গুল্ম, এই সকল রোগেও এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

---

## প্রাণেশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা, শুল্‌ফা, যামিনী, জীরা, ইহারা প্রত্যেক চারি তোলা, যবক্ষার, হিঙ্গ, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও চিতা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা, পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিতে হইবে। অনন্তর সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ দ্বারা জ্বরাতীসার শান্তি পায়।

---

## বৃহৎ কনকসুন্দর।

পারদ, গন্ধক, মরীচ, সোহাগা ও ধুতুরার বীজ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ব্রহ্মযষ্টির রসে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহার সহিত পারদের সমান অভ্র একত্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই গুঞ্জা পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। পৈত্তিক ও দারুণ অতীসারে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

---

## কারুণ্যসাগর।

একভাগ রসসিন্দূর, দুইভাগ গন্ধক, চারিভাগ অভ্র, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ সরিষার তৈলের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর মৃত্তিকাপাত্রে অথবা বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিয়া পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় এক প্রহর পাক করিতে হইবে। অনন্তর ক্ষারত্রয়, পঞ্চলবণ, বিষ, ত্রিকটু, চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকে একভাগ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উত্তমরূপ মর্দ্দিত করিয়া একমাষা পরিমাণে, এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। বিনা অনুপানেও এই ঔষধ ফলদায়ক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা জ্বর, জ্বরাতিসার, শূল, শোথ, গ্রহণী ও সান্নিপাতিক রোগ পরাস্ত হয়।

---

## মৃত্যুসঞ্জীবন রস।

চারি তোলা পারদ, চারি তোলা গন্ধক, এক তোলা বিষ ও নয়তোলা অভ্র, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরার রসে পেষণ করতঃ রাম্নার রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। এই প্রকারে সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর ধাইফুল, আতিস, মুথা. শুণ্ঠী, জীরা, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আকনাদি, হরীতকী, পিপ্‌পলী, কুর্‌চির ছাল, ইন্দ্রযব, কদবেল, দাড়িম, এই সকল সামগ্রীর প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া লইয়া চারিগুণ জলের সহিত পাক করিবে। ঐ জল শুষ্ক চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিলেই কাথ প্রস্তুত হইল। এই কাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত ঔষধ তিন দিন পর্য্যন্ত ভাবনা দিবে; তৎপরে বালুকাযন্ত্রে মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিবে। চারি রতি পরিমাণে সেবন করাই এই ঔষধের বিধি। রোগীর অবস্থা বিবেচনায় অনুপান নির্দ্দেশ করিবে। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতীসার প্রশান্ত হইয়া থাকে।

---

### কনকসুন্দর রস।

হিঙ্গুল, মরীচ, গন্ধক, সোহাগা, পিঁপুল, বিষ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিপাতার রসের সহিত এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা জ্বর, জ্বরাতিসার, অতিসার, মন্দাগ্নি, গ্রহণী এই সকল রোগ পরাস্ত হয়।

---

## অতিসারাধিকারে।

### পূর্ণচন্দ্রোদয় রস।

বিশুদ্ধ হরিতাল, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে আট তোলা; কর্পূর, পারদ, গন্ধক, প্রত্যেকে এক তোলা, জয়িত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, দারুচিনি, পিপ্পলীমূল, লবঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা একত্রে পেষণ পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা অতীসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণামশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

### অহিফেন বটিকা।

অহিফেন ও পিণ্ডখর্জ্জুর সমভাগে গ্রহণ করিবে, উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে এক রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা রক্তস্রাব ও উগ্র অতিসার ধ্বংস হইয়া থাকে।

---

### মহাগন্ধক।

দুই তোলা পারদ ও দুই তোলা গন্ধক, এই বস্তুদ্বয় শোধনপূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিতে হইবে। মর্দ্দন করিতে২ উহা কজ্জলীর ন্যায় হইলে মৃদুপাকে রসপর্পটীর ন্যায় পাক করিয়া তাহার সহিত জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপাতা ও এলাচী ষড়বিধ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা মিশাইয়া একটী ঝিনুকের মধ্যে রাখিবে। অনন্তর ঐ ঝিনুকের বহির্ভাগ ঘন কর্দ্দম-

দ্বারা লেপন করিবে, পশ্চাৎ পুটপাকে পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন ছয় রতি পরিমাণে সেবন করাই বিধি। এই ঔষধদ্বারা জ্বর বিনষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইয়া উগ্রগ্রহণী, প্রবাহিকা, সূতিকারোগ, রক্তজনিত রোগ প্রভৃতিও আরোগ্য হয়। ইহা বালকদিগের পক্ষে মহোপকারী। এই ঔষধের প্রভাবে বালকগণের বিঘ্নজনক দৈত্যদানবাদি দূরে পলায়ন করে, যে স্থানে এই ঔষধ থাকে, তাহার প্রান্তভাগেও পিশাচাদি আগমন করে না। এই ঔষধদ্বারা বালকদিগের ও নারীদিগের সর্ব্বপ্রকার রোগ পলায়িত হয়।

---

## বৃহৎ গগনসুন্দর।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম, রৌপ্য; আতিস; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ করিয়া ধনিয়ার কাথে ও শুঁঠের কাথে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিবে। তদনন্তর এক গুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। বেলপোড়া ও গুড় ইহার অনুপান। ছাগদুগ্ধের সহিত জামের ছাল সিদ্ধ করিয়া এই ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবহার করিতে পারে। এই ঔষধ জ্বর; অতীসার; গ্রহণী; অরুচি; আমশূল; রক্তদোষ; ভ্রম; শোথ ও রক্তাতীসার নিবারণ করে।

---

## লোকনাথ রস।

একভাগ রসসিন্দূর ও চারিভাগ গন্ধক; এই দুই দ্রব্য একটী কড়ির মধ্যে পূরিয়া সেই কড়ির মুখ সোহাগাদ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। পশ্চাৎ পুটপাকে পাক করিতে হইবে। পরে শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিয়া চারি রতি পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে শুঁঠ; আতিস; মুথা; দেবদারু ও বচ; এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিতে হয়। এই ঔষধদ্ব যাবতীয় অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে যে যে ঔষধের বিধি আছে, সেই সেই ঔষধ অতীসারেও প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

## গ্রহণীরোগাধিকারে।

### অপরগ্রহণীপাট রস।

সোহাগা, অশ্বগন্ধা, জাতীফল, বেলশুঁঠ, খদিরসার, জীরা, মূর্ব্বামূল, শূক-শিম্বীবীজ, চোরপুষ্পী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ বিল্বপত্র, কাপাসফল, ক্ষীরাই, সাঞ্চেশাক, সাঞ্চাশাকের মূল, কুরচির ছাল ও কাঁচকড়া, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ রূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একগুঞ্জা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ তিন দিবস সেবন করিতে হয়, সেবনের পর এক-পল পরিমাণ দধির মাত পান করিবে। বহু ঔষধদ্বারাও যে গ্রহণী প্রশান্ত হয় নাই, ইহাদ্বারা তাহা প্রশান্ত হয়। আমশূল, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রবাহিকা, এই সকল রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে রক্তস্রাব হইবার সম্ভব, তাহা এই ঔষধ সেবনের পর পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে কৃষ্ণবার্ত্তাকু, মাছ, দধি ও ঘোল পথ্য দিবে। গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রাবল্য বিবেচনা করিয়া তৈল সেবন ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

---

### বজ্রকপাট রস।

পারদ, গন্ধক, আফিং, মোচার রস, ত্রিকটু ও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর সিদ্ধিপাতা ও ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। অনুপান মধু। তিনরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য গ্রহণীও প্রশান্ত হয়।

---

### গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগা, হিঙ্গুল, শঠী, তালীশপত্র, মুথা ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতিস, শুঁঠ, গৃহধূম, হরীতকী, ভেলা, তেজ-পত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচী, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও ভাঙ্গ,

এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তম রূপ মর্দ্দিত হইলে দুই মাষা পরিমাণে বটী করিবে। এই ঔষধদ্বারা গ্রহণী, জ্বর, গুল্ম, শূল, অম্লপিত্ত, হলীমক, কামলা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বীসর্প, শুক্রভ্রংশ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বল, বর্ণ, আয়ু ও অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

---

## পর্ণকলা বটী।

পারদ, গন্ধক, মুথা, লৌহ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনিয়া, রসাঞ্জন, সোহাগা, শিলাজতু, ত্রিফলা, অভ্র, থুলকুড়ি, সপ্তপর্ণমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়া, দাড়িম, পানিফল, নাগেশ্বর, জাম, দধির মাত, জয়ন্তী, কেশুরে ও ভৃঙ্গরাজ; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা, একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী ঘোলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গ্রহণীশূল, দাহ, মন্দাগ্নি, জ্বর, ভ্রম, ছর্দ্দি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## বৈদ্যনাথবটী।

অর্দ্ধতোলা পারদ অগ্রে কাঁজিদ্বারা, তৎপরে চিতার রসের দ্বারা, অবশেষে ত্রিফলার রসের দ্বারা শোধন করিবে। পরে উহার অর্দ্ধাংশ গন্ধক মিশাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে দুইবার ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে যথাক্রমে নিসিন্দা, যষ্টিমধু, অপরাজিতা, শ্বেততুলসী, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে ও সিদ্ধিপাতা, ইহাদিগের রসে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ভাবনা দিয়া শরিষার ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বৈদ্যনাথবটী কহে। এই ঔষধ সেবনান্তে স্বেচ্ছামত অম্লতক্র পান করিতে হয়। ইহাদ্বারা গ্রহণী, আমবাত, মন্দাগ্নি, জ্বর, প্লীহা, উদরাময়, বাতশ্লেষ্মবিকার ও শ্লেষ্মরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

---

## পানীয়ভক্ত বটী।

আটতোলা অভ্র, আটতোলা মণ্ডুর, আটতোলা বিড়ঙ্গ; চৈ, ত্রিকটু

ত্রিফলা, কেশুরিতে, দন্তী, মুথা, পিপ্পলী, চিতা, খারকোন, মানকচু, ভহয়া (মাঁদারফল) বৃহতী, তেউড়ী, শুন্টী ও পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের মূল চূর্ণ দুই তোলা, একতোলা পারদ ও একতোলা গন্ধক এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলেই বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অরুচি, কামলা, ভগন্দর, শোথ, গুল্ম, মন্দাগ্নি, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস ও পাণ্ডু পরাজিত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে জল মিশ্রিত অন্ন, মাংস, দধি, কাঁজি, ঘোল, মৎস্য, আদা ও তৈলপক্ক দ্রব্য পথ্য করিবে। পানিফল, বিল্ব, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকল প্রকার ডাইল পরিত্যাগ করিবে।

---

## জাতীফল রস।

পারদ, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরার বীজ, সোহাগা, ত্রিকটু, মুথা, হরীতকী, আম্রের আঁঠির শাস, বেলশুঁঠ, ধুনা, বীজপূর, দাড়িম্বের বল্কল, এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিপত্রের রসের সহিত খলে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে এক রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। কুরচির ছালের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ দ্বারা আমাতীসার বিনষ্ট হয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মধু ও বেলশুঁঠের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তগ্রহিণী বিনষ্ট হয়। শুঁঠ ও ধনিয়ার কাথের সহিত সেবন করিলে অতীসার ধ্বংস হয় এবং জাতীফলের রসের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## জাতীফলাদ্য বটীকা।

অভ্র, পারদ ও গন্ধক, এই তিন দ্রব্য চারি মাষা হিসাবে একটী পরিষ্কার পাথরের পাত্রে বাটীয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত জাতীফল, মুথা, সোহাগা, আতিস, জীরা ও মরীচ, প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা হিসাবে মিশাইবে। পশ্চাৎ এক মাষা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। তৎপরে নিদিন্দা, বিজয়া, জাম, জয়ন্তী, দাড়িম্ব, কেশুরিতে

আক্‌নাদি, ভৃঙ্গরাজ, এই সকলের পাতার রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁঠির ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ দ্বারা আমগ্রহণী, বায়ুরোগ, পঞ্চবিধ কাস, অম্লপিত্ত, অসাধ্য ও জীর্ণগ্রহণী, অতিসার, শ্বাস, পাণ্ডু, অরুচি, কোষ্ঠরোগ ও অসারকতা বিনষ্ট হয়। শত শত ঔষধেও যে রোগ প্রশান্ত না হয়, ইহাদ্বারা তাহাও পলায়িত হইয়া থাকে।

---

## অগ্নিকুমার রস।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া তৎসহ সমস্ত দ্রব্যের সমান ভাগ একত্রিত করিবে। পরে চিতার রসে তিনবার, ভাঙ্গের রসে তিনবার ও ভৃঙ্গরাজের রসে তিনবার ভাবনা দিবে এবং এক প্রহর যাবৎ বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পুনরায় আদার রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবনের পরিমাণ অর্দ্ধতোলা এবং মধু ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা গ্রহণী আমদোষ প্রশান্ত হয় এবং উদরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

---

## শম্বুকাদি বটী।

দগ্ধশম্বুক ও সৈন্ধব সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাই বিধেয়। ইহাদ্বারা বাতজনিত গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

---

## রসাভ্র বটী।

দুই তোলা পারদ ও দুইতোলা গন্ধক একত্র পেষণ পূর্ব্বক কজ্জলী করিতে হইবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত চারি তোলা অভ্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কেশুরেতে, ভৃঙ্গরাজ থুলকুড়ি, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা, প্রত্যেকের রস দুই তোলা ও মরীচচূর্ণ দুই তোলা, এক তোলা সোহাগা প্রদান পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া মাষকলায়ের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী,

ক্ষয়কাস, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মজনিত রোগ, জ্বর, অতীসার প্রভৃতি বিনাশ পায়; বিশেষতঃ চাতুর্থিকজ্বরে ইহা মহাফলপ্রদ।

---

## হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস।

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ স্বর্ণ, চারি ভাগ মুক্তা, ছয় ভাগ কাংস্য, তিন ভাগ গন্ধক, পারদের চতুর্থাংশ কপর্দ্দক ও পারদের চতুর্থাংশ সোহাগা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাকা কাগজি লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা মুষামধ্যে রাখিয়া সেই মুষা রুদ্ধ করতঃ অরত্নিপরিমাণে গর্ত্ত করিয়া। তাহার মধ্যে সেই মুষা রাখিবে এবং ত্রিশখানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। শীতল হইলে মুষা হইতে সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়া পুনরায় খলে পেষণ করিতে হইবে। চারি রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গ্রহণী, মন্দাগ্নি, বিষমজ্বর, অর্শ, মহাশূল, পীনস, শ্বাস, কাস, অতীসার, শোথ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ. যকৃৎ, প্লীহা ও উদরাময় বিনষ্ট হয়।

---

## রাজবল্লভ রস।

জাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাচী, সোহাগা, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরীচ, তেউড়ি, রৌপ্য, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ষোল তোলা একত্র করিয়া আমলকীর রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই গুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, শূল, অর্শ, গুল্ম, আমবাত, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, ভগন্দর উপদংশ, অতীসার প্রভৃতি রোগরাশি বিনষ্ট হয়।

---

## মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস।

ছয়তোলা কান্তলৌহ; অভ্র, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা; স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী,